সাপ্তাহিক
# জন্মভূমি
প্রবাসে বাংলাদেশের মুখ

Vol 25  No.49 Thursday 20 February 2025 Weekly Janmobhumi  New York  Free in USA
২৫তম বর্ষ. ৪৯তম সংখ্যা. বৃহস্পতিবার ২০ ফ্রেরুয়ারী ২০২৫ / ০৮ ফাল্গুন ১৪৩১ বঙ্গাব্দ    মূল্য ছাড়া ( ফ্রি )

অনলাইনে জন্মভূমি পড়ুন www.jonmobhumi.com

www.jonmobhumi.com

## ভারতে ভোটের জন্য ২.১০ লক্ষ ডলার? মন্তব্য ট্রাম্পের

**ওয়াশিংটন ডেস্কঃ** সম্প্রতি মোদী আমেরিকা সফর সেরে এসেছেন।ট্রাম্পের সঙ্গে তাঁর বৈঠক হয়েছে।ট্রাম্প জানান, তিনি ভারত এবং মোদীকে সম্মান করেন। কিন্তু ১৮২ কোটি অনুদানের প্রয়োজনীয়তা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন।-বাকী ১৪ পাতায়

## কুয়েটে সংঘর্ষঃ বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন এবং শিবিরের সন্ত্রাসীদের হামলা ঃ ছাত্রদল

**ঢাকা ডেস্কঃ** দুঃখপ্রকাশ করে ছাত্রদল বলল, কুয়েটে হামলায় নেতৃত্বে বৈষম্যবিরোধীরা। রাজনীতি বন্ধ রাখাকে কেন্দ্র করে খুলনা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে হামলার ঘটনায় দুঃখপ্রকাশ করেছেন ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক নাছির উদ্দীন নাছির। তিনি বলেছেন, -বাকী ১৫ পাতায়

## ভাষার প্রশ্নে মানুষই ভরসার কেন্দ্র

**সিরাজুল ইসলাম চৌধুরীঃ** দীনবন্ধু মিত্রের 'সধবার একাদশী' একবার পড়লে রামমাণিক্যকে ভোলা মুশকিল। রামমাণিক্য বাঙাল। তার পরিচয়লিপিতে বলা আছে সে-কথা; সে-লিপি না থাকলেও অবশ্য চলত, কেননা মুখ খুললেই আর রক্ষা নাই, হা হা করে ওঠে তার বাঙালপনা। পদ্মাপারের। খাঁটি বিক্রমপুরীর। তার অনেক স্মরণীয় মনিমাণিক্যের মধ্যে একটি, 'এতো করেও কলকাতার মতো হবার পারলাম না, তবে এ পাপ দেহতে আর আজ কি, আমি জলে ঝাঁপ -বাকী ১৪ পাতায়

## বাংলাদেশ, ভারতসহ বিভিন্ন দেশে প্রকল্পে অর্থায়ন বাতিল করল যুক্তরাষ্ট্র

**ওয়াশিংটন ডেস্কঃ** বাংলাদেশ, ভারতসহ বিভিন্ন দেশে নানা প্রকল্পে অর্থায়ন বাতিল করেছে যুক্তরাষ্ট্র। যুক্তরাষ্ট্রের সরকারি দক্ষতা বিভাগ (ডিওজিই) এ সিদ্ধান্তের কথা জানিয়েছে। তারা বলেছে, বাংলাদেশে রাজনৈতিক পরিস্থিতি শক্তিশালী করার লক্ষ্যে নেওয়া প্রকল্প 'স্ট্রেনদেনিং পলিটিক্যাল ল্যান্ডস্কেপ ইন বাংলাদেশ'-এ ২ কোটি ৯০ লাখ ডলারের অর্থায়ন বাতিল করা -বাকী ১৬ পাতায়

### গাজা যুদ্ধবিরতি চুক্তির দ্বিতীয় ধাপ

## লেবাননে ইসরাইলি সেনা প্রত্যাহারে বিলম্ব, জাতিসংঘের কড়া প্রতিক্রিয়া

**ওয়াশিংটন ডেস্কঃ** জাতিসংঘের লেবাননবিষয়ক দূত এবং শান্তিরক্ষা বাহিনী মঙ্গলবার জানিয়েছে, ইসরাইলের দেরিতে সেনা প্রত্যাহার জাতিসংঘের সেই প্রস্তাব লঙ্ঘন করছে, যা ২০০৬ সালের হিজবুল্লাহ-ইসরাইল যুদ্ধের অবসান ঘটিয়েছিল এবং সাম্প্রতিক যুদ্ধবিরতির -বাকী ১৬ পাতায়

## সরকারে থেকে 'কতিপয় উপদেষ্টা'কে দল গোছাতে দেবে না দেশের মানুষ : মির্জা ফখরুল

**ঢাকা ডেস্কঃ**দেশের মানুষ সরকারে থেকে দল গোছাতে দেবে না বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। অন্তবর্তীকালীন সরকারে থেকে 'কতিপয় উপদেষ্টা' নতুন দল গঠনের কৌশল নিচ্ছেন বলে অভিযোগ করে মির্জা ফখরুল বলেন, 'গতকাল আপনারা পত্রিকায় দেখেছেন যে স্থানীয় সরকার উপদেষ্টা যিনি আছেন তিনি বলেছেন, ফ্যাসিস্টদের লোকেরা যদি কেউ মাফ চেয়ে নির্বাচনে অংশ নিতে চায়, তাহলে তারা অংশ নিতে-বাকী ১৫ পাতায়

## জুলাই অভ্যুত্থানে মেয়েদের যৌন নির্যাতন করে নিরাপত্তা বাহিনী ও আ'লীগ ঃ জাতিসঙ্ঘ

**নিউইয়র্কঃ** জাতিসঙ্ঘের মানবাধিকার কার্যালয় সাম্প্রতিক প্রতিবেদনে বলেছে, জুলাই অভ্যুত্থানের সময় রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা বাহিনী এবং সশস্ত্র আওয়ামী লীগ সমর্থকরা আন্দোলনে অংশগ্রহণ ঠেকানোর জন্য মেয়েদের ও মহিলাদের যৌন নির্যাতন করেছিল।

জাতিসঙ্ঘের মানবাধিকার বিষয়ক হাই কমিশনারের (ওএইচসিএইচআর) কার্যালয়ের তথ্য-অনুসন্ধান প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, 'মহিলা বিক্ষোভকারীদের উপর -বাকী ১৭ পাতায়

### 'যুক্তরাষ্ট্র পুতিনকে সাহায্য করছে'

## গাজা দখলের পরিকল্পনা থেকে সরে আসছেন ট্রাম্পঃ মিসর

**লন্ডন ডেস্কঃ** 'বিচ্ছিন্ন অবস্থা থেকে বেরিয়ে আসতে' রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনকে যুক্তরাষ্ট্র সহায়তা করছে বলে অভিযোগ করেছেন ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি। একই সঙ্গে তিনি সতর্ক করেছেন যে, মস্কো 'ভুয়া তথ্যের যে বলয় সৃষ্টি -বাকী ১৭ পাতায়

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৭১৮-৩৮০-৬৭১২

www.jonmobhumi.com

MHC
MARKS HOME CARE

প্রশিক্ষণ ছাড়াই আপনার আত্মীয়স্বজন/প্রতিবেশীদের স্বাষ্থ্য সেবা দিয়ে অর্থ উর্পাজন করুন

আমাদের এজেন্সীতে কি কি করতে পারবেন?

- আমাদের হোম কেয়ার এজেন্সী কোন HHA সার্টিফিকেট ছাড়াই আপনার আত্মীয়-স্বজন, বন্ধুবান্ধব অথবা প্রতিবেশীকে স্বাস্থ্য সেবা দেয়ার সুযোগ করে দিতে পারে।
- HHA সার্টিফিকেট থাকলে আপনি যে কোন রোগীকে স্বাস্থ্য সেবা দিতে পারবেন।
- আপনার মেডিকেইড নেই? আমাদের বিশেষজ্ঞ কর্মীরা এব্যাপারে আপনাকে সহায়তা করবে।
- আপনি ঘরে বসে, আপনার বাবা-মা/শ্বশুর-শাশুড়ীকে সেবা প্রদান করে অর্থ উর্পাজন করতে পারবেন।
- আমাদের রয়েছে হোম কেয়ারের দীর্ঘ অভিজ্ঞতা।
- মনে রাখবেন, আমেরিকায় রোগীকে সেবা করার সম্পূর্ণ খরচ সরকার বহন করে থাকে।
- আমরা CDPAP এর আওতায় কোন প্রকার সার্টিফিকেট ছাড়াই অর্থ উপার্জনের সুযোগ করে দিয়ে থাকি।

**Office Hour**
Mon-Sunday
9am-6pm

আয় করুন, আপনি প্রতি সপ্তাহে বেতন পেতে পারেন।

*For details information please contact:*
ENGINEER MAHFUZUL HAQUE
*MS in Telecom (Pace University, NY), US Coast Guard Licensed Captain*

# MARKS HOME CARE

**JAMAICA OFFICE # 1**
148-37 Hillside Ave,
Jamaica, NY 11435
Phone: 718-674-6333
646-591-6782
Fax : 347-694-8854

**JAMAICA OFFICE # 2**
87-53 167 St. 2nd Floor
Jamaica, NY 11432
Phone: 718-647-5555
646-591-6782
Fax : 347-694-8854

**OZONE PARK OFFICE**
1226 Liberty Ave,
Brooklyn, NY 11208
Phone: 718-505-8500
646-591-6782
Fax : 347-694-8854

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৭১৮-৩৮০-৬৭১২

# মাতৃভাষা দিবসের স্মারক ডাকটিকিট অবমুক্ত করলেন প্রধান উপদেষ্টা

**ঢাকা ডেস্কঃ** একুশে ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষ্যে একটি স্মারক ডাকটিকিট, একটি উদ্বোধনী খাম ও একটি সিলমোহর অবমুক্ত করেছেন প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূস।

বুধবার তেজগাঁওয়ে প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ে এ স্মারক ডাকটিকিট অবমুক্ত করেন তিনি।

এ সময় তথ্য, ডাক ও টেলিযোগাযোগ উপদেষ্টা নাহিদ ইসলাম, ডাক ও টেলিযোগাযোগ সচিব ড. মুহাম্মদ মুশফিকুর রহমান এবং ডাক অধিদপ্তরের মহাপরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব) এস এম সাহাবুদ্দিন উপস্থিত ছিলেন।

এছাড়া একই সময়ে সপ্তম জাতীয় কমডেকা ২০২৫ উদযাপন উপলক্ষ্যে একটি স্মারক ডাকটিকিট, একটি উদ্বোধনী খাম ও একটি সিলমোহর অবমুক্ত করেন প্রধান উপদেষ্টা।

কমডেকা উপদেষ্টা, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের সিনিয়র সচিব মুহাম্মদ এহছানুল হক, কমডেকা চিফ মীর মাহবুবুর রহমান স্নিগ্ধসহ অন্যান্যরা এসময় উপস্থিত ছিলেন।

# আওয়ামী লীগকে শুধু নিষিদ্ধ নয়, নিশ্চিহ্ন করতে হবে : আসিফ মাহমুদ

ঢাকা,স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া বলেছেন, 'স্বৈরাচার শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগ সরকার যে গণহত্যা চালিয়েছে, সেজন্য দলটিকে শুধু নিষিদ্ধ নয়, নিশ্চিহ্ন করতে হবে।'

বুধবার আদমজী ক্যান্টনমেন্ট কলেজে তারুণ্যের উৎসব আয়োজনে সাংবাদিকদের প্রশ্নোত্তরে তিনি এমন মন্তব্য করেন।

আসিফ মাহমুদ বলেন, 'বিচারিক প্রক্রিয়ায় নিষিদ্ধ করার মাধ্যমে লিগ্যালি এবং সোশ্যালি (ট্রুথ কমিশন কিংবা বিশ্বের যেসব স্থানে এমন নজির আছে তাদের প্রক্রিয়া অনুসরণ করে) আওয়ামী লীগকে আদর্শিক ও রাজনৈতিক ভাবে নির্মূল করতে হবে।'

# সারজিস আলমের দাবি

'জুলাই অভ্যুত্থানের সর্বকনিষ্ঠ শহীদ গর্ভের ৩ মাসের বাচ্চা'

ঢাকা, জুলাই-আগস্ট অভ্যুত্থানের সর্বকনিষ্ঠ শহীদ মায়ের গর্ভেই মারা গেছে বলে দাবি করেছেন জাতীয় নাগরিক কমিটির মুখ্য সংগঠক সারজিস আলম। বুধবার (১৯ ফেব্রুয়ারি) সন্ধ্যায় নিজের ভেরিফায়েড ফেসবুক অ্যাকাউন্টে এক স্ট্যাটাসে এ দাবি করেন তিনি।

পোস্টে তিনি লিখেন, আপনারা কি জানেন এই অভ্যুত্থানের সর্বকনিষ্ঠ শহীদ কে? ৩ মাসের একটা বাচ্চা! অসীম সাহসী এক মা ৩ মাসের বাচ্চা পেটে নিয়ে নিয়মিত আন্দোলন করেছেন।

# দিল্লিতে বিজেপি বেছে নিয়েছে নারী মুখ্যমন্ত্রী

**নয়াদিল্লি ডেস্কঃ** দিল্লি বিধানসভার নির্বাচনের ফল ঘোষণার ১১ দিন পর বিজেপি একজন নারী বিধায়ককেই মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে বেছে নিয়েছে। বুধবার সন্ধ্যায় বিজেপির পরিষদীয় দলের নেতা হিসেবে

দিল্লির শালিমার বাগের বিধায়ক রেখা গুপ্তকে বেছে নিয়ছে বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব। নবনির্বাচিত বিধায়কদের সামনে পরিষদীয় দলের প্রধান হিসাবে তাঁর নাম ঘোষণা করা হয়। বৃহস্পতিবার দুপুর ১২টায় রামলীলা ময়দানে মুখ্যমন্ত্রী রেখা-সহ নতুন মন্ত্রিসভার সদস্যেরা শপথ নেবেন। বিজেপির সুষমা স্বরাজ, কংগ্রেসের শীলা দীক্ষিত ও আম আদমি পার্টির আতিশী মার্লেনার পরে দিল্লির চতুর্থ মহিলা মুখ্যমন্ত্রী হচ্ছেন রেখা গুপ্ত।

রেখা একদা সঙ্ঘের ছাত্র সংগঠন এবিভিপির নেত্রী ছিলেন। দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংগঠনের সভাপতি পদের নির্বাচনেও জিতেছিলেন তিনি। তবে এই প্রথম বার বিধায়ক হিসেবে জয়ী হন তিনি। নয়াদিল্লি আসনে আম আদমি পার্টির প্রধান অরবিন্দ কেজরীওয়ালকে হারানো প্রবেশ বর্মা বুধবার পরিষদীয় দলের বৈঠকে রেখার নাম প্রস্ড়াব করেন।

# দিল্লিতে বিজিবি ও বিএসএফের বৈঠকে দুই পক্ষই অনড়

**নয়াদিল্লি ডেস্কঃ** বিজিবি ও বিএসএফের দ্বিবার্ষিক বৈঠক গতকাল দিল্লিতে বিএসএফ সদর দপ্তরে শুরু হয়। প্রথম দিনের বৈঠকে উভয় পক্ষ নিজ নিজ অবস্থানে অনড় বলে জানা গেছে। বিজিবির পক্ষ থেকে অভিযোগ করা হয়, বিএসএফ সীমান্তে পরিকাঠামো নির্মাণে একতরফা সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এতে সমস্যা তৈরি হচ্ছে। অন্যদিকে বিএসএফ পাল্টা জবাব দিয়েছে। পূর্বের সীমান্ত প্রটোকল বিজিবি মানছে না। বৈঠক শুরুর আগে প্রথমত বিজিবিপ্রধান মেজর জেনারেল মোহাম্মদ আশরাফুজ্জামান সিদ্দিকীকে বিএসএফ গার্ড অব অনার দেয়। সোমবার বিএসএফ ডিরেক্টর জেনারেল দলজিৎ সিং চৌধুরী বিমানবন্দরে গিয়ে প্রটোক-লবহির্ভূতভাবে বিজিবি প্রতিনিধিদলকে স্বাগত জানান। বিএসএফ জানিয়েছে, এ বৈঠকের উদ্দেশ্য সীমান্তসংক্রান্ত বোঝাপড়া বৃদ্ধি এবং দুই দেশের সীমান্তরক্ষীর মধ্যে সমন্বয় বাড়ানো। আলোচনা হয়েছে সীমান্তে অপরাধ কমানো এবং এক সারির কাঁটাতার বেড়া দেওয়া নিয়ে। এ বিষয়ে এখনো সমঝোতা হয়নি। সীমান্ত ব্যবস্থাপনা যৌথভাবে পরিচালনা করা এবং আস্থাবর্ধক সিদ্ধান্ত নিয়ে আলোচনা এগোচ্ছে। আগামীকাল বৈঠক চলবে। ২০ ফেব্রুয়ারি বৈঠকের ধারাবিবরণী উভয় পক্ষ থেকে স্বাক্ষর হওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে।

# উত্তরায় হামলার ঘটনায় নতুন মোড়, আহতরা 'স্বামী-স্ত্রী নন'

ঢাকা, গত সোমবার রাতে রাজধানীর উত্তরায় প্রকাশ্যে এক যুগল নারী ও পুরুষের উপর হামলা চালায় কিশোর গ্যাংয়ের সদস্যরা। এ সময় পুরুষকে বাঁচাতে ধারালো অস্ত্রের সামনে ঢাল হয়ে দাঁড়িয়ে যান একসঙ্গে থাকা নারী। এ ঘটনার একটি ভিডিও সামাজিক মাধ্যমেও ছড়িয়ে পড়লে শুরু হয় আলোচনা। একাধিক গণমাধ্যমে খবরের শিরোনাম করা হয়, 'স্বামীকে বাঁচাতে ঢাল হয়ে দাঁড়ান স্ত্রী, ভাসছেন প্রশংসায়।'তবে ঘটনা একদিন না যেতেই জানা গেল ভিন্ন ঘটনা। জানা গেছে, কিশোর গ্যাংয়ের হামলায় আহত ওই পুরুষ ও নারীর নাম মেহবুল হাসান ও নাসরিন আক্তার ইপ্তি। আর তারা স্বামী-স্ত্রী নন, তারা কেবলই সহকর্মী। আজ বুধবার এক সংবাদ সম্মেলনে এ তথ্য জানিয়েছেন মেহবুল হাসানের স্ত্রী শম্পা বেগম।

তিনি নিজেকে মেহবুলের বৈধ স্ত্রী দাবি করে বলেন, '২০১৬ সালে মেহবুলের সঙ্গে তার বিয়ে হয়। তাদের ৫ ও ৪ বছরের দুটি সন্তান রয়েছে। এ সময় প্রকাশ্যে মেয়েদেরও নিয়ে আসেন শম্পা।'এসময় ইপ্তির সঙ্গে স্বামী মেহবুলের পরকীয়ার সম্পর্ক বলেও অভিযোগ করেন শম্পা বেগম। তবে মেহবুল ও ইপ্তির বিয়ে হয়েছে কি না, তা নিশ্চিত করতে পারেননি। মিডিয়ার সামনে নিজের পরিচয় প্রকাশ করায় তাকে হুমকি দেওয়া হয়েছে বলেও অভিযোগ করেছেন শম্পা।

শম্পা বেগম আরও বলেন, 'মেহবুল হাসান ইভেন্ট ম্যানেজমেন্টে কাজ করেন। ঘটনার দিন তিনি সকাল ১০টার দিকে বাসা থেকে বের হন। স্বামী বাইরে থাকলে তার সঙ্গে যোগাযোগ করেন না। সোশ্যাল মিডিয়াতে ঘটনা দেখে তিনি হামালার বিষয়টি জানতে পারেন।'

সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, 'উত্তরায় হামলার কারণ সম্পর্কে তিনি কিছুই জানেন না। ওই রাতে স্বামী উত্তরায় কেন গিয়েছিলেন, তা-ও জানেন না তিনি। এদিকে, সংবাদ সম্মেলনের মধ্যেই শম্পাকে মোবাইলে কল দেন মেহবুল হাসান।' যদিও শম্পা বেগমের অভিযোগ নিয়ে কোনো মন্তব্য পাওয়া যায়নি মেহবুল হাসান এবং নাসরিন আক্তার ইপ্তির।

উল্লেখ্য, গত সোমবার রাত সাড়ে ৯টার দিকে উত্তরার ৭ নম্বর সেক্টরের ৯ নম্বর রোডে মেহেবুল হাসান ও নাসরিন আক্তার ইপ্তি কয়েকজন তরুণের হামলার শিকার হন। এ ঘটনায় জড়িত পুরো চক্রের পাঁচজনকে গ্রেফতার করেছে ডিএমপির উত্তরা পশ্চিম থানা পুলিশ। আজ বুধবার ডিএমপি মিডিয়া সেন্টারে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে এ তথ্য জানান উত্তরা বিভাগের উপকমিশনার (ডিসি) রওনক জাহান।

হামলার ঘটনা দেশজুড়ে আলোড়ন তৈরি হয়। ঘটনার দিনই দুজনকে আঁক করে পুলিশে দেয় বিক্ষুব্ধ জনতা। এরপর সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ওই নারীর প্রশংসা করেন অনেকে।

# বিশেষ ফোর্স চান ডিসিরা

ঢাকা, আইনশৃঙ্খলার উন্নয়ন ও ক্ষমতার ভারসাম্য রক্ষায় নিজেদের ক্ষমতা বাড়াতে চান জেলা প্রশাসকরা (ডিসি)। সে কারণে চলমান ডিসি সম্মেলনে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জননিরাপত্তা বিভাগের কাছে এক গুচ্ছ প্রস্তাব দিয়েছেন ডিসিরা। এ প্রস্তাবগুলোর মধ্যে বাছাইকৃত ১১টি প্রস্তাবসহ এ সম্মেলনে মোট ৩৫৪টি প্রস্তাব উত্থাপন হবে বলে জানা গেছে। গতকাল থেকে শুরু হওয়া ডিসি সম্মেলন শেষ হবে আগামীকাল।

ডিসি সম্মেলনের প্রস্তাব ঘেঁটে দেখা গেছে, আইনশৃঙ্খলা উন্নয়নে নিজেদের ক্ষমতা বাড়াতে বেশ কয়েকটি প্রস্তাব দিয়েছেন ডিসিরা। মাগুরা জেলা প্রশাসক প্রস্তাব দিয়েছেন সব জেলায় 'স্পেশাল ডেডিকেটেড রেসপন্স ফোর্স' গঠনের জন্য। এ ফোর্স জেলা প্রশাসকের অধীনে মোবাইল কোর্ট ও উচ্ছেদ অভিযান পরিচালনা, ত্রাণ বিতরণ, দুর্যোগকালীন সেবা দেওয়াসহ জরুরি কার্যক্রমে অংশ নেবে। প্রস্তাবের পক্ষে যুক্তি দিয়ে তিনি বলেছেন, এ ধরনের কার্যক্রম পরিচালনার জন্য বা তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য জেলা পর্যায়ে অবস্থিত বাহিনীগুলোর কার্যালয়ের দূরত্ব, প্রস্তুতিমূলক কারণে সময় ক্ষেপণ হয়। ফলে অনেক ক্ষেত্রে সরকারি ও জনস্বার্থ বিঘ্নিত হয়। জানা যায়, তার এ প্রস্তাবকে ইতিবাচকভাবে বিবেচনা করছে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ।

www.jonmobhumi.com

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৬৪৬-৩২৭-৭৯৬৪

# রঙ্গভরা বঙ্গদেশ

## প্রাণের বইমেলা

তোফায়েল আরিফ । অমর একুশে বইমেলা দীর্ঘ এক বছর অপেক্ষার পর আবারো শুরু হয়েছে। বইমেলা আমাদের প্রাণের মেলা। এ উপলক্ষে দেশের বিভিন্ন স্থানেও শুরু হয়েছে বইমেলা। এই মেলা চলবে পুরো ফেব্রুয়ারি মাস।

এটি শুধু বইমেলা নয়, এটি প্রতিটি লেখক ও প্রকাশকের মিলনমেলাও। প্রতিদিন প্রকাশিত হচ্ছে নতুন বই, পাঠকের হাতে হাতে নতুন বইয়ের সমাহার। মেলার প্রতিটি স্টলে ছড়িয়ে পড়েছে নতুন বইয়ের গন্ধ। সে এক অন্যরকম ভালোলাগা, দেখলেই মন ছুঁয়ে যায়।

বইমেলা মানে জ্ঞানের মেলা। এখানে শুধু বই বিক্রিই হয় না বরং সাহিত্যপ্রেমীদের জ্ঞানের আদান-প্রদান করার একটি মাধ্যম। আস্তে আস্তে এই মেলা আরো বেশি পরিচিত হচ্ছে, বেড়েছে লেখক ও পাঠক। এটা আমাদের জাতির জন্য গর্ব। বই মানুষের জীবনের অন্যতম অংশ। বইবিহীন জীবনে অপূর্ণতার ছায়া পড়ে থাকে। মানুষের চিন্তাভাবনা প্রতিভা মেধার বিকাশ ধর্মীও অনুপ্রেরণা রাষ্ট্র পরিচালনা পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থার জন্য বইয়ের কোনো বিকল্প নেই।

লেখকরা তাদের প্রতিভা ফুটিয়ে তোলেন লেখনীর মাধ্যমে। লেখক তার মনের কথাগুলো লেখার মাধ্যমে প্রকাশ করেন, গল্প উপন্যাস কবিতা সৌন্দর্যে ঘেরা প্রকৃতিকে নিয়ে লেখেন। তাদের লেখার মাধ্যমেই জাগিয়ে তোলেন এই সাহিত্যকে।

সাহিত্য নিয়ে লেখা যতটা সহজ ঠিক ততটা কঠিন। গভীর মনোভাব চিন্তার মাঝে লিখে যান। শব্দের সাথে শব্দের মিল রেখে লেখেন যারা তারা অন্যরকম মনের মানুষ। পাঠক পড়ে যেনো হাসি সুখ দুঃখ আবেগ বুঝতে পারে, তার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেন লেখকরা।

বিভিন্ন লেখকের বিভিন্ন বই পড়ে আনন্দিত হয় পাঠক। প্রকাশকরা লেখকদের লেখা নিয়ে তৈরি করে বই। পাঠকেরা নতুন বইয়ের অপেক্ষায় থাকে। এ যেনো এক অন্যরকম ভালোলাগা। সবাই চেষ্টা করেন সাহিত্যকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য, যেনো আগামী দিনের পথচলা আরো সুন্দর হয়।

## আদালতে জুনাইদ আহমেদ পলক ‘চিড়া-মুড়ি খাওয়ারও টাকা নাই

ঢাকা, অর্থ সংকটে কারাগারে মানবেতর অবস্থায় থাকার কথা দাবি করেছেন সাবেক আইসিটি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক। সেখানে তাকে অন্য বন্দিদের সঙ্গে রুটি কলা ভাগ করে খেতে হচ্ছে বলেও দাবি করেছেন তিনি।

জুলাই গণঅভ্যুত্থানের সময় ধানমন্ডি থানায় দায়ের হওয়া এক মামলায় গ্রেপ্তার দেখানোর আবেদন নিয়ে পলককে বুধবার (১৯ ফেব্রুয়ারি) কাশিমপুর কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে ঢাকার চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে হাজির করে পুলিশ। হেলমেট, হাতকড়া ও বুলেটপ্রুফ জ্যাকেট পরিয়ে আদালতে আনা হয় তাকে।

সকাল ১১টায় আদালতে নেওয়া হয় তাকে। বিচারক এজলাসে আসেন ১১টা ৬ মিনিটে। এর মধ্যেই সাংবাদিকদের শুনিয়ে বেশ কিছু কথা বলেন পলক। এর আগে অন্য কয়েদিদের সঙ্গে হেঁটে আসার সময়ও বেশ কিছু কথা বলেন তিনি।

আইনজীবী ও সাংবাদিকদের উদ্দেশে পলক বলেন,‘চিড়া মুড়ি খাওয়ারও টাকা নাই। কারাগারে সুমনের (ব্যারিস্টার সৈয়দ সায়েদুল হক সুমন) সঙ্গে রুটি কলা ভাগ করে খাই।’

তিনি আরও বলেন,‘জেলখানার জীবন মারাত্মক শিক্ষার জীবন। সবার কম করে হলেও সাত দিন জেলে থাকা উচিত। যদি কখনো কারাগার থেকে বের হতে পারি তখনও এই কথা বলব।’ এ সময় পুলিশ তাকে কথা বলতে নিষেধ করেন। জবাবে পলক বলেন,‘আমি কোনো বেআইনি কথা বলছি না।’

আদালতে কথা বললে রিমান্ড বাড়িয়ে দেওয়া হয় বলেও অভিযোগ করেন পলক। তিনি বলেন,‘কথা বললেই রিমান্ড বাড়িয়ে দেয়। আইনজীবীরা কথা বললে রিমান্ড বেড়ে যায়।’

এর পর মহানগর পাবলিক প্রসিকিউটর ওমর ফারুক ফারুকির দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করে সালাম দেন পলক। তবে প্রথমে সাড়া না দিলেও পরবর্তীতে পিপি তার সালামের উত্তর দেন। এরপর পলক বলেন,‘যাক এইবার পিপি স্যারের মন নরম হয়েছে।’

আইনজীবীদের সঙ্গে কথা বলার সময় তিনি সাংবাদিকদের উদ্দেশে বলেন,‘আমাদের নিয়ে লেখার সময় আপনারা একটু সদয় হবেন।’

শুনানি শেষে পলককে ধানমন্ডি থানার মামলায় গ্রেপ্তার দেখানোর আদেশ দেন ঢাকা মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট এম এ আজহারুল ইসলাম। পরে তাকে চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের গারদখানায় নিয়ে যাওয়া হয়।

## ‘সন্দেহ হচ্ছে, আদৌ সরকার নির্বাচন দিতে আন্তরিক কি না’মির্জা ফখরুল

ঢাকা,নির্বাচনের মাধ্যমে অন্তর্বর্তী সরকার ক্ষমতা হস্তান্তরের আন্তরিকতা নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। তিনি বলেছেন, একটা ক্রান্তিকালে আছি আমরা। পুরো দেশের মানুষ গণতান্ত্রিক পথে ফিরতে চায়। সন্দেহ তৈরি হয়েছে, সরকার আদৌ নির্বাচন দিতে আন্তরিক কি না। দৈনিক ইত্তেফাকের সর্বশেষ খবর পেতে এড়ড়মষব ঘবিং অনুসরণ করুন বুধবার (১৯ ফেব্রুয়ারি) দুপুরে রাজধানীর কৃষিবিদ মিলনায়তনে ছাত্রদল আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে তিনি এ কথা বলেন।

মির্জা ফখরুল বলেন, ফ্যাসিবাদের কেউ ক্ষমা চেয়ে রাজনীতি করতে পারবে, স্থানীয় সরকার উপদেষ্টার এমন মন্তব্য গ্রহণযোগ্য নয়। গণহত্যাকারীরা রাজনীতিতে ফিরে আসলে জনগণ মেনে নেবে না। নতুন রাজনৈতিক দল গোছানোর এটা একটা কৌশল কি না, এখন সেই প্রশ্ন উঠেছে। নতুন দল গঠনের জন্য সরকারের পৃষ্ঠপোষকতা জনগণ মেনে নেবে না।

নিজেদের স্বার্থেই অন্তর্বর্তী সরকার ফ্যাসিস্টদের জায়গা দিতে চায় বলেও এ সময় মন্তব্য করেন বিএনপি মহাসচিব।

## চোখ তরুণদের দলে নেতৃত্বে নাহিদ-আখতার!

ঢাকা, জুলাই গণ অভ্যুত্থানে নেতৃত্ব দেওয়া তরুণদের রাজনৈতিক দলের নেতৃত্বে আসছেন নাহিদ ইসলাম ও আখতার হোসেন। চলতি সপ্তাহে অন্তর্বর্তী সরকারের তথ্য ও সম্প্রচার উপদেষ্টার পদ থেকে পদত্যাগ করে দলের আহ্বায়কের দায়িত্ব গ্রহণ করবেন নাহিদ ইসলাম। অনেকের নাম আলোচনায় থাকলেও নতুন দলের সদস্যসচিব পদের জন্য এগিয়ে আছেন আখতার হোসেন। ডাকসুর সাবেক এই সমাজসেবা সম্পাদক এখন জাতীয় নাগরিক কমিটির সদস্যসচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। জাতীয় নাগরিক কমিটি সূত্রে জানা যায়, নতুন দলের সদস্যসচিব পদকে কেন্দ্র করে নাগরিক কমিটির ভিতর তিনটি বলয় সক্রিয় রয়েছে। বলয় তিনটি আখতার হোসেন, নাগরিক কমিটির আহ্বায়ক নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী ও যুগ্ম আহ্বায়ক আলী আহসান জুনায়েদকে ঘিরে কাজ করছে। তবে জনপ্রিয়তা, গ্রহণযোগ্যতা এবং সাংগঠনিক দক্ষতার বিচারে সদস্যসচিব পদের দাবিদার হিসেবে এগিয়ে রয়েছেন আখতার হোসেন। স্বৈরাচার আওয়ামী লীগ সরকারের বিরুদ্ধে আখতার হোসেন রাজপথে আন্দোলন-সংগ্রাম করেছেন। একাধিকবার হামলা, মামলার শিকার হয়েছেন। জেলে গিয়েছেন। গত বছর ১৭ জুলাই রাজু ভাস্কর্যের সামনে শহীদ আবু সাঈদসহ আন্দোলনে শহীদদের গায়েবানা জানাজা কর্মসূচি পালন করতে গিয়ে তিনি গ্রেপ্তার হন। ছাত্র-জনতার যে অভ্যুত্থানে শেখ হাসিনার পতন হয়, সেই আন্দোলনে সামনের সারিতে ছিলেন ‘গণতান্ত্রিক ছাত্রশক্তি’র নেতারা। আখতার হোসেন ছিলেন এই সংগঠনের আহ্বায়ক। এদিকে, জাতীয় নাগরিক কমিটির একটি অংশ আলী আহসান জুনায়েদকে নতুন দলের সদস্যসচিব পদে দেখতে চায়। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ইসলামী ছাত্রশিবিরের সাবেক সভাপতি। অন্যদিকে, নাগরিক কমিটির আরেকটি অংশ বর্তমান আহ্বায়ক নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারীকে নতুন দলের সদস্যসচিব হিসেবে দেখতে চায়। তিনি আমার বাংলাদেশ পার্টির (এবি পার্টি) ভাতৃপ্রতিম সংগঠন বাংলাদেশ ছাত্রপক্ষের প্রতিষ্ঠাতা আহ্বায়ক ছিলেন। গতকাল এই বলয়গুলোকে ঘিরেই পক্ষ-বিপক্ষে চাওয়া-পাওয়ার বহিঃপ্রকাশ ঘটে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক নাগরিক কমিটির একজন কেন্দ্রীয় নির্বাহী সদস্য গতকাল বলেন, নেতৃত্ব নিয়ে বড় কোনো মতবিরোধ নেই। গণতান্ত্রিক পরিবেশ ও সুস্থ প্রতিযোগিতা রয়েছে। নতুন রাজনৈতিক বন্দোবস্ত বাস্তবায়নের আকাঙ্ক্ষাকে বাস্তবে রূপ দিতে দল পরিচালনার জন্য যোগ্যতম ব্যক্তিকেই দায়িত্ব দেওয়া হবে। নাগরিক কমিটির মুখ্য সংগঠক সারজিস আলম গতকাল নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁ সংগঠনের এক অনুষ্ঠানে বলেন, ফ্যাসিস্টবিরোধী ছাত্রদের যে নতুন রাজনৈতিক দল হবে, সেই দল সব শ্রেণি-পেশার মানুষের জন্য উন্মুক্ত থাকবে।

## আজহারের অবিলম্বে মুক্তি চায় জামায়াত

ঢাকা,জামায়াতে ইসলামীর সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল এ টি এম আজহারুল ইসলামকে অবিলম্বে মুক্তি দেওয়ার দাবি জানিয়েছে দলটি। গতকাল এক বিবৃতিতে দলটির আমির ডা. শফিকুর রহমান এ দাবি করেন।

বিবৃতিতে জামায়াত আমির বলেন, ফ্যাসিস্ট আওয়ামী লীগ সরকার জামায়াতকে নেতৃত্বশূন্য করার লক্ষ্যে জামায়াতের নেতৃবৃন্দের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতে মিথ্যা, সাজানো ও ষড়যন্ত্রমূলক মামলা দায়ের করে। ফাঁসির দন্ড হাসিলের মাধ্যমে তৎকালীন জামায়াত আমির ও সেক্রেটারি জেনারেলসহ পাঁচজন শীর্ষ নেতাকে ফাঁসি দিয়ে হত্যা করে। সাবেক আমির ও নায়েবে আমিরসহ ছয়জন শীর্ষ নেতাকে বিচারের নামে প্রহসন করে কারাগারে আটক রাখে।

## গাজা কোনো রাজনৈতিক লেনদেনের দর-কষাকষির উপকরণ নয়: চীন

**লন্ডন ডেস্কঃ** জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদে চীনের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ওয়াং ই বলেছেন, গাজা ও পশ্চিম তীর ফিলিস্তিনি জনগণের মাতৃভূমি। এটি কোনো রাজনৈতিক লেনদেনের দর-কষাকষির উপকরণ নয়। মঙ্গলবার (১৮ ফেব্রুয়ারি) নিউইয়র্কে নিরাপত্তা পরিষদের বৈঠকে ওয়াং ই বলেন, ফিলিস্তিনের ভবিষ্যৎ দুই-রাষ্ট্র সমাধানের ভিত্তিতে নির্ধারিত হওয়া জরুরি।

তিনি বলেন, গাজা ও পশ্চিম তীর ফিলিস্তিনি জনগণের মাতৃভূমি, কোনো রাজনৈতিক লেনদেনের দর-কষাকষির উপকরণ নয়। গাজার যুদ্ধ পরবর্তী শাসন ব্যবস্থায় ফিলিস্তিনিদের শাসনের অধিকার নিশ্চিত করা একটি গুরুত্বপূর্ণ নীতি।

চীন ফেব্রুয়ারি মাসের জন্য নিরাপত্তা পরিষদের সভাপতির দায়িত্বে থাকায় বৈঠকটি তিনি সভাপতিত্ব করেন। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প সম্প্রতি একটি বিতর্কিত প্রস্তাব দেন, যেখানে গাজা ভূখ-কে যুক্তরাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণে নেওয়ার কথা বলা হয় এবং ফিলিস্তিনিদের অন্য দেশগুলোতে সরিয়ে দেওয়ার আহ্বান জানানো হয়। ট্রাম্পের এই প্রস্তাব বিশ্বজুড়ে তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে। ফিলিস্তিনিরা স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছেন, তারা নিজেদের মাতৃভূমি ছাড়বেন না। অন্যদিকে মিসর ও জর্ডান, যাদের সৌদি আরব সমর্থন দিয়েছে, তারা গাজার জনগণকে আশ্রয় দেওয়ার ট্রাম্পের আহ্বান প্রত্যাখ্যান করেছে। অন্যদিকে, ইসরাইলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু ট্রাম্পের প্রস্তাবের প্রশংসা করেছেন এবং ইসরাইল এটিকে বাস্তবায়নের প্রস্তুতি নিচ্ছে বলে জানিয়েছেন। এদিকে, মিশর একটি পরিকল্পনা হাতে নিয়েছে, যেখানে ফিলিস্তিনিদের বাস্তুচ্যুত না করেই গাজার পুনর্গঠনের ব্যবস্থা করা হবে। এটি ট্রাম্পের প্রস্তাবের পাল্টা উদ্যোগ হিসেবে দেখা হচ্ছে। মানবাধিকার সংগঠনগুলো বলছে,ট্রাম্পের পরিকল্পনা মূলত জোরপূর্বক উচ্ছেদ, যা একটি সম্ভাব্য যুদ্ধাপরাধের শামিল। ইউরোপের বেশিরভাগ দেশও এই পরিকল্পনার বিরোধিতা করেছে।

ওয়াং ই আরও বলেন, কোনো দেশ যদি কূটনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে অকার্যকর করতে চায়, তবে তা মেনে নেওয়া যায় না। নিরাপত্তা পরিষদকে সংকীর্ণ ভূ-রাজনৈতিক স্বার্থের ঊর্ধ্বে উঠে ঐক্য ও সহযোগিতা নিশ্চিত করতে হবে।

তিনি আরও বলেন, বলপ্রয়োগ, প্রতারণা বা ব্ল্যাকমেইল কূটনৈতিক শিষ্টাচারের পরিপন্থী। নিরাপত্তা পরিষদের অনুমোদন ছাড়াই আরোপিত যে কোনো একতরফা নিষেধাজ্ঞা আইনগত ভিত্তিহীন, অযৌক্তিক এবং সাধারণ জ্ঞানের পরিপন্থি।

## যুদ্ধের মধ্যেও দৃঢ় অর্থনৈতিক সম্পর্ক নিয়ে আশাবাদী তুরস্ক ও ইউক্রেন

**লন্ডন ডেস্কঃ** তুরস্ক ও ইউক্রেন দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য বৃদ্ধি এবং পারস্পরিক সহযোগিতা সম্প্রসারণের অঙ্গীকার ব্যক্ত করেছে। একই সঙ্গে ইউক্রেনের যুদ্ধবিধ্বস্ত অবকাঠামো পুনর্গঠন ও পুনরুদ্ধারের বিষয়েও আলোচনা করেছে দুই দেশ।

মঙ্গলবার (১৯ ফেব্রুয়ারি) ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি তুরস্ক সফরে এসে প্রেসিডেন্ট রিসেপ তাইয়্যেপ এরদোগানের সঙ্গে বৈঠক করেন। রাশিয়ার সামরিক আগ্রাসনের তিন বছর পূর্তির প্রাক্কালে ইউক্রেন সংকটের দীর্ঘমেয়াদি সমাধান খুঁজে বের করার প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

২০২২ সালের ফেব্রুয়ারিতে রাশিয়া ইউক্রেনে হামলা চালানোর পর এটি জেলেনস্কির তৃতীয় তুরস্ক সফর। সর্বশেষ তিনি ২০২৪ সালের মার্চে তুরস্ক সফর করেছিলেন।

বাণিজ্য সহযোগিতা জোরদারের অঙ্গীকার

শীর্ষ নেতাদের বৈঠকের আগে তুরস্কের বাণিজ্যমন্ত্রী ওমের বলাত ইউক্রেনের উপ-প্রধানমন্ত্রী ও অর্থমন্ত্রী ইউলিয়া সভিরিদেনকো এবং কৃষিমন্ত্রী ভিতালি কোভালের সঙ্গে বৈঠক করেন।

উভয় পক্ষ যুদ্ধের মাঝেও শক্তিশালী দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের ওপর গুরুত্বারোপ করেন এবং সহযোগিতা আরও বৃদ্ধির উপায় নিয়ে আলোচনা করেন।

বাণিজ্যমন্ত্রী বলাত পুনরায় জোর দিয়ে বলেন, তুরস্ক ইউক্রেনের আঞ্চলিক অখ-তা ও সার্বভৌমত্বের প্রতি অটল সমর্থন অব্যাহত রাখবে।

## এ সপ্তাহের জন্মভূমির কার্টুন

### নামাজের সময়সূচী

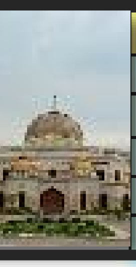

| ফ্রেরুয়ারী | ২০ | ২১ | ২২ | ২৩ | ২৪ | ২৫ | ২৬ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ফজর | ০৩;৫৪ | ০৩:৫৫ | ০৩:৫৬ | ০৩:৫৭ | ০৩:৫৮ | ০৩:৫৯ | ০৪:০০ |
| যোহর | ০১:০১ | ১১:৪১ | ০১:০১ | ০১:০১ | ০১:০২ | ০১:০২ | ০১:০৩ |
| আসর | ০৬:১৩ | ০৬:১৩ | ০৬:১৩ | ০৬:১৩ | ০৬:১৩ | ০৬:১২ | ০৬:১২ |
| মাগরিব | ০৮:৩০ | ০৮:২৯ | ০৮:২৯ | ০৮:২৯ | ০৮:২৮ | ০৮:২৮ | ০৮:২৮ |
| এশা | ১০:০৭ | ১০:০৭ | ১০:০৬ | ১০:০৫ | ১০:০৫ | ১০:০৪ | ১০:০৩ |

### পূজার সময়সূচী

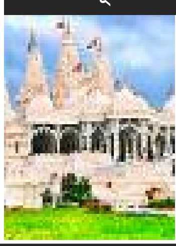

কুইন্সের সকল হিন্দু মন্দিরের সময়সূচী

সকাল ৭ টা থেকে রাত ৯ টা পর্যন্ত। সকাল ৭ টায় আরতী ও ভোরের পূজা সন্ধ্যা ৭ টায় আরতী ও সন্ধ্যা পূজা

(এছাড়াও পূণ্যার্থীদের অনুরোধে পুরোহিত গণ নিয়মিত সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত পূজা অর্চনা করে থাকেন)

### বৌদ্ধদের পূজার সময়সূচী

মন্দির খোলা থাকে সকাল ৬ টা থেকে রাত ৮ টা পর্যন্ত।

ভোরের পূজা ৬ টায় দুপুরের পূজা ১২ টায় সন্ধ্যার পূজা ৬ টায়

(এছাড়াও পূণ্যার্থীদের অনুরোধে নিয়মিত সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত পূজা করা হয়)

### চার্চে প্রার্থনার সময়সূচী

নিউইয়র্ক এলাকার সকল গীর্জা খোলা থাকে সকাল ৮ টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত। প্রতি রবিবার সকাল ১১ টায় প্রার্থনা ও মধ্যরাতে বিশেষ প্রার্থনা করা হয়।

(এছাড়াও প্রতিদিনই পূণ্যার্থীদের সমাগম ঘটে ও প্রার্থনা করা হয়)

www.jonmobhumi.com

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৬৪৬-৩২৭-৭৯৬৪

# ‘জাতিসংঘের রিপোর্টের পর আওয়ামী লীগের মুখ রক্ষার আর কিছুই নেই’

ঢাকা, বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ডা. এ জেড এম জাহিদ হোসেন বলেছেন, ‘বিএনপি সত্যের ওপর কথা বলে, এ কথা আজ আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত। জাতিসংঘের প্রতিবেদনের পর আন্তর্জাতিক আদালত বা দেশীয় আদালতে আওয়ামী লীগের মুখ রক্ষা করার আর কিছুই নেই।’

তিনি বলেন, ‘বিএনপি গত ১৭ বছর ধরে যা বলে আসছে, জাতিসংঘের প্রতিবেদনে সেটাই উঠে এসেছে।’বুধবার লন্ডনের স্থানীয় সময় সন্ধ্যায় যুক্তরাজ্য স্বেচ্ছাসেবক দল আয়োজিত এক সেমিনারে তিনি এসব কথা বলেন।

ড. জাহিদ বলেন, ‘আজ জাতিসংঘের ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং মিশন বলেছে, তোমরা যা বলেছিলে সেটিই সত্য। আল জাজিরা যে নিউজ করেছিল এখন দেখা যাচ্ছে সেটিও সত্য। অর্থাৎ যা কিছু বিএনপি বলে, তা সত্য।’

তিনি বলেন, ‘স্বৈরাচারী হাসিনা বারবার বলতেন, উন্নয়নের জোয়ার বইয়ে দিয়েছেন। মধ্যম আয়ের দেশে রূপান্তরিত করেছেন। কিন্তু লাভের লাভ এটুকু হয়েছে, প্রতিবছর ১৬ বিলিয়ন ডলার বাংলাদেশ থেকে পাচার হয়েছে। হাসিনা মধ্যম আয়ের দেশ করতে গিয়ে বাংলাদেশের প্রত্যেক মানুষের ঘাড়ের ওপর পাঁচ হাজার ডলার করে ঋণ দিয়ে গেছে। দেশের অর্থনীতি ফোকলা হয়ে গেছে।’

যুক্তরাজ্য স্বেচ্ছাসেবক দলের সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ আবুল হোসেনের সঞ্চালনায় সেমিনারে সভাপতিত্ব করেন যুক্তরাজ্য স্বেচ্ছাসেবক দলের সভাপতি নাসির উদ্দিন শাহিন। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা মাহিদুর রহমান ও যুক্তরাজ্য বিএনপির সভাপতি এম এ মালেক, সাধারণ সম্পাদক কায়সার এম আহমেদ, ইউরোপ ও যুক্তরাজ্য জিয়াউর রহমান ফাউন্ডেশনের কো-অর্ডিনেটর কামাল উদ্দিন, ছাত্রদলের সাবেক আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক নসরুল্লাহ খান জুনায়েদ, যুক্তরাজ্য বিএনপির যুগ্ম সম্পাদক পারভেজ, যুক্তরাজ্য যুবদলের সভাপতি আফজাল হোসেন, সাধারণ সম্পাদক বাবর চৌধুরী প্রমুখ।

# একুশের প্রথম প্রহরে রাষ্ট্রপতিকে শহিদ মিনারে না আসার আহ্বান বিপ্লবী ছাত্র পরিষদের

ঢাকা,জুলাই ও আগস্টে গণহত্যা চলার সময়ে নীরবতা পালন করায় রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিন চুপ্পুকে একুশের প্রথম প্রহরে কেন্দ্রীয় শহিদ মিনারে না আসার আহ্বান জানিয়েছে বিপ্লবী ছাত্র পরিষদ।

বুধবার বিকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজু ভাস্কর্যে চলমান গণঅবস্থান থেকে এ ঘোষণা দেন জুলাই বিপ্লবের পর গঠিত প্রথম ছাত্র সংঠনটির আহ্বায়ক আবদুল ওয়াহেদ।

তিনি বলেন, জুলাই ও আগস্টে আমরা দুই হাজারেরও বেশি ভাই ও বোনকে হারিয়েছি। কিন্তু পুরো ঘটনার সময় রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিন চুপ্পু চুপ করে ছিলেন। এছাড়া এটিও কারও অজানা নয় যে তিনি হাসিনার অবৈধ নির্বাচনের অবৈধ এমপিদের ভোটে রাষ্ট্রপতি হয়েছেন। একে একে হাসিনা পালিয়েছে। সংসদ ভেঙে দেওয়া হয়েছে। হাসিনার এমপিরাও পালিয়ে গেছে। অথচ রাষ্ট্রপতি হিসেবে মো. সাহাবুদ্দিন চুপ্পু বহাল আছেন। ছাত্রজনতার পক্ষ থেকে তার পদত্যাগের দাবি জানানো হলেও তিনি সরে যাননি। কিন্তু তাকে জনগণও মেনে নেয়নি। তিনি স্রেফ কায়েমী স্বার্থবাদীদের মদদে টিকে আছেন।

আবদুল ওয়াহেদ বলেন, আমরা স্পষ্ট করে জানাতে চাই, সাহাবুদ্দিন চুপ্পুকে জনগণ জনপরিসরে দেখতে চায় না। তার উচিত বঙ্গভবনের চার দেয়ালের ভেতরে থেকেই জুলাইয়ে নিজের ভূমিকা পর্যালোচনা করা। ফ্যাসিবাদীদের সবার পতনের পর নিজের টিকে থাকার অনর্থকতা অনুধাবন করা। আশা করছি তিনি বিদায়ের তাগিদ বুঝতে পারবেন।

বিপ্লবী ছাত্র পরিষদের আহ্বায়ক বলেন, আমাদের দাবি হলো ফ্যাসিস্ট হাসিনার রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিন চুপ্পু জুলাই বিপ্লবের সূতিকাগার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে পা রাখবেন না। তিনি একুশে ফেব্রুয়ারির প্রথম প্রহরে কেন্দ্রীয় শহিদ মিনারে আসবেন না।

উল্লেখ্য, গত ১৩ ফেব্রুয়ারি থেকে আওয়ামী লীগ ও দলটির মিত্র রাজনৈতিক দলগুলোকে নিষিদ্ধের দাবিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজু ভাস্কর্যে গণঅবস্থান কর্মসূচি চলছে।

জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার দুই নেতা মো. ওমর ফারুক ও আবু সাঈদের অনশনের মধ্য দিয়ে এ কর্মসূচি শুরু হয়। পরে এতে সম্পৃক্ত হয় বিপ্লবী ছাত্র পরিষদের নেতাকর্মীরা।১৬ ফেব্রুয়ারি যাত্রাবাড়ীর শহিদ রানা তালুকদারের পরিবার এ কর্মসূচিতে সংহতি জানিয়ে আওয়ামী লীগ নিষিদ্ধ না হওয়া পর্যন্ত কর্মসূচি চালানোর আহ্বান জানান। তার অনুরোধে অনশন ভেঙে লাগাতার গণঅবস্থান চলছে।গণবক্তৃতা, আবৃত্তি, জুলাই গণহত্যার তথ্যচিত্র প্রদর্শনী, কবিতা আবৃত্তি ও র‍্যাপ সঙ্গীত পরিবেশনসহ নানা আয়োজনে চলছে এ কর্মসূচি।

# জাতীয় নির্বাচনের আগে স্থানীয় সরকার নির্বাচন জরুরি: কণ্ঠশিল্পী আসিফ

ঢাকা ডেস্ক, ‘ও প্রিয়া তুমি কোথায়’ অ্যালবাম দিয়ে আসিফ আকবর পরিচিত পান। শুধুই পরিচিতি নয়, প্রথম অ্যালবাম দিয়ে দেশব্যাপী আলোড়ন তৈরি করেন তিনি। এরপর ভক্ত-অনুরাগীদের অসংখ্য জনপ্রিয় গান উপহার দিয়েছেন এই শিল্পী। দর্শকমহল থেকে পেয়েছেন ভালোবাসা। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমেও এ শিল্পী বেশ সরব রয়েছেন।

সম্প্রতি এক পোস্ট দিয়ে উল্লেখ করেছেন, ‘জাতীয় নির্বাচনের আগে স্থানীয় সরকার নির্বাচন জরুরি।’

আসিফ আকবরের কথায়, ‘জাতীয় নির্বাচনের আগে স্থানীয় সরকার নির্বাচন জরুরি। এতে রাজনৈতিক সংস্কৃতির উন্নতি বোঝা যাবে, মানুষও উপকৃত হবে।’

সেই পোস্টের কমেন্ট বক্সে নেটিজেনদের অনেকেই আসিফের সঙ্গে একাত্মতা পোষণ করেছেন। ইমন খান নামে এক নেটিজেন লিখেছেন, ‘এটা ভালো সিদ্ধান্ত। এই কাজটা হলে ভবিষ্যতে স্বজনপ্রীতি থাকবে না।’

আরেকজনের ভাষ্য, ‘দলের প্রতি অন্ধভক্ত না হয়ে নিজের ব্যক্তিগত মতামত প্রকাশ করায় আপনার প্রতি ভালবাসা আরও বেড়ে গেল।’ আরাফাত নামে এক নেটিজেন বলেন, ‘আপনার সাহসী কণ্ঠস্বরের জন্য গর্ববোধ করছি। জাতির সাথে যখনই অন্যায় হবে তখনই আপনাদের বলিষ্ঠ কণ্ঠগুলো গর্জে উঠুক।’

রাকিব আল হাসান নামে একজন আসিফের সঙ্গে সহমত পোষণ করে কমেন্টে লেখেন, স্থানীয় সরকার নির্বাচন কেন আগে চাই?

আমরা এখন পর্যন্ত এই অন্তবর্তীকালীন সরকারের কার্যক্রম যতটুকু দেখেছি তাতে খুব ভালো কিছু দেখতে পাইনি। তাই আমরা চাই আগে স্থানীয় সরকার নির্বাচন হোক এতে আমরা ও দেশের জনগণ বুজতে পারবে এই অন্তবর্তীকালীন সরকার কতটা নিরপেক্ষ নির্বচন করতে সক্ষমতা অর্জন করেছে। যেহেতু জাতীয় সরকার নির্বাচন একদিনে হবে আর স্থানীয় সরকার নির্বচন কয়েটি ধাপে হবে তাই স্থানীয় সরকার নির্বাচন আগে হলে সরকারও বুঝতে পারবেন তাদের কোথায় কি কি ভূল আছে, কি কি গ্যাপ, আছে, কোথায় কোথায় আর কঠোর পদক্ষেপ নেয়া দরকার। একুই সঙ্গে স্বৈরাচার আওয়ামী লীগ এবং তাদের দোসর সেখানে কি ভুমিকা রাখে তাদের বিষয়ে জনগণের প্রতিক্রিয়া বুঝতে পারবেন।

তাই সকল বিষয় মাথায় নিয়ে স্থানীয় সরকার নির্বাচন আগে হওয়া উচিত।

# কেন ওড়েনি ভারতের পতাকা, যা বলল পাকিস্তান

ঢাকা ডেস্ক, পাকিস্তানের তিনটি স্টেডিয়ামে ওড়ানো হয়নি ভারতের পতাকা। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে এমন কিছু ভিডিও আসতেই সমালোচনার ঝড় উড়েছে। পাকিস্তানের মাটিতে কেন ওড়েনি রোহিত শর্মাদের পতাকা, সেই ব্যাখা চেয়েছিল সংবাদ সংস্থা আইএএনএস।

পাকিস্তানের ক্রিকেট বোর্ডের এক কর্মকর্তা গণমাধ্যমটি দিয়েছেন স্পষ্ট জবাব, ‘ভারত পাকিস্তানে খেলতে আসছে না। করাচির ন্যাশনাল স্টেডিয়াম, রাওয়ালপিন্ডি ক্রিকেট স্টেডিয়াম ও গাদ্দাফি স্টেডিয়ামে তাই ভারতের পতাকা রাখা হয়নি।’

পিসিবির ওই কর্মকর্তা আরও জানিয়েছেন, যেই দেশগুলো পাকিস্তানের মাটিতে খেলবে, তাদের পতাকা রাখা হয়েছে। ঠিক একই কারণে বাংলাদেশের পতাকাও এখনও লাহোরে টানানো হয়নি। দুবাইয়ে ম্যাচ খেলে পাকিস্তানে শান্ত ব্রিগেড পৌঁছালে, স্টেডিয়ামের ওপরে ওড়ানো হবে বাংলাদেশের পতাকা। ভারত হাইব্রিড মডেলে দুবাইতে খেলবে, তাই তাদের পতাকা উড়বে না।

# বিএনপির একক প্রার্থী প্রস্তুত ৩০০ আসনে

ঢাকা, ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন সামনে রেখে সারা দেশে প্রাক্-নির্বাচনি প্রস্তুতি নিচ্ছে বিএনপি। ৩০০ আসনে এককভাবে প্রার্থী তৈরি

রাখছে দলটি। সভা-সমাবেশ, বিক্ষোভ, কর্মশালাসহ মাঠ চাঙা রাখতে নানা কর্মসূচি শুরু করেছে বিএনপি। আজ থেকে শুরু দুই দিনব্যাপী ‘তিস্তা নদী রক্ষা আন্দোলন’ কর্মসূচিতে ১১টি স্থানে সমাবেশে অংশ নেবেন দলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান। দেশের ৩০০ আসনেই নির্বাচনি প্রস্তুতি নিচ্ছেন বিএনপির সম্ভাব্য প্রার্থীরা। তবে সমমনা দল ও জোটের প্রার্থীদের মাঝে আসন ভাগাভাগি হবে ভোটের আগে। একেবারে শেষ মুহূর্তে। যাঁরা যুগপৎ আন্দোলনে ছিলেন, সেসব দলের শীর্ষস্থানীয় নেতাদের বেশ কিছু আসন ছেড়ে দেওয়া হবে। দলের নীতিনির্ধারণী মহল সূত্রে এসব তথ্য জানা গেছে।

বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেন, বিএনপি একটি নির্বাচনমুখী রাজনৈতিক দল। নির্বাচনের জন্য বিএনপি সব সময়ই প্রস্তুত। বিএনপি সব সময়ই জনগণের পাশে ছিল এবং আছে। বিগত সময়ে জনগণকে সঙ্গে নিয়ে ফ্যাসিস্ট হাসিনা সরকারবিরোধী আন্দোলন-সংগ্রামের মাধ্যমেই সারা দেশে প্রস্তুতি সম্পন্ন হয়ে আছে। গণতন্ত্রকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিতে নির্বাচন অপরিহার্য। যত দ্রুত জাতীয় নির্বাচনের আয়োজন করা হবে, দেশ ও জাতির জন্য ততই মঙ্গল।জানা গেছে, ২০১৮ সালের একাদশ জাতীয় নির্বাচনে অংশ নেওয়া প্রার্থীদের মধ্যে যাঁরা এখনো দলে সক্রিয় তাঁদের বেশির ভাগই আগামী নির্বাচনে প্রার্থী হবেন। এ ছাড়া নির্বাচনে বেশ কিছু নতুন মুখ ও অপেক্ষাকৃত তরুণ নেতাও আসতে পারেন।

দীর্ঘ সাত বছর পর ২৭ ফেব্রুয়ারি রাজধানীতে জাতীয় নির্বাহী কমিটির বর্ধিত সভা করবে বিএনপি। বর্ধিত সভার প্রস্তুতির জন্য দলের সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভীকে প্রধান করে প্রস্তুতি কমিটি গঠিত হয়েছে। এদিকে নির্বাচনি প্রস্তুতির অংশ হিসেবে ১২ ফেব্রুয়ারি থেকে দেশের ৬৮টি সাংগঠনিক জেলায় সমাবেশ শুরু করেছে বিএনপি। এর মাধ্যমে সারা দেশে নির্বাচনি জোয়ার তুলতে চায় দলটি। দলের ৩৮ জন সিনিয়র নেতাকে এসব সমাবেশের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। এসব কর্মসূচি থেকে ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা জানানো হবে। দেওয়া হবে জরুরি বার্তা। দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ, আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নতি, দ্রুত নির্বাচনি রোডম্যাপ ঘোষণাসহ নানা দাবিতে সারা দেশে এই সমাবেশ করে যাচ্ছে বিএনপি। এর মাধ্যমে অন্তর্বর্তী সরকারের সময়ে জনদাবির ব্যানারে এই প্রথমবারের মতো মাঠপর্যায়ে কর্মসূচিতে নামছে দলটি। এসব সমাবেশে প্রধান ফোকাস থাকবে কেন দ্রুত জাতীয় নির্বাচন দরকার, সেসব যুক্তি ও বাস্তবতা তুলে ধরা। প্রথম ধাপে ৬৮টি সাংগঠনিক জেলায় সমাবেশ হবে। গত বুধবার থেকে একযোগে ৯ জেলায় সমাবেশ করে এ কর্মসূচি শুরু হয়েছে।

# সাংবাদিকদের ওপর হামলা বাড়ছে

ঢাকা,সাংবাদিকদের অধিকার রক্ষায় কাজ করা আন্তর্জাতিক সংগঠন রিপোর্টার্স উইদাউট বর্ডার্স (আরএসএফ) বাংলাদেশে সাংবাদিকদের ওপর হামলা বাড়ছে উল্লেখ করে তা বন্ধের পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য অন্তর্বর্তী সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে।

শুক্রবার আরএসএফের ওয়েবসাইটে প্রকাশিত এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, অন্তর্বর্তী সরকার দায়িত্ব নেওয়ার পর আশা দেখা দিয়েছিল যে, বাংলাদেশের সাংবাদিকদের নিরাপত্তার বিষয়ে অগ্রগতি হবে। কিন্তু সাংবাদিকরা এখনো অরক্ষিত রয়ে গেছেন। তাঁদের ওপর নিয়মিতই হামলার ঘটনা ঘটছে। আরএসএফের বিবৃতিতে ১২ ফেব্রুয়ারি চট্টগ্রাম প্রতিদিনের কার্যালয়ে কয়েক শ ব্যক্তির হামলার চেষ্টার বিষয়টিসহ শরীয়তপুরের একটি ক্লিনিক নিয়ে প্রতিবেদন করায় ৩ ফেব্রুয়ারি দৈনিক সমকালের স্থানীয় প্রতিনিধি সোহাগ খানকে হাতুড়িপেটা ও তাঁকে ছুরিকাঘাতের বিষয়টিও এসেছে। প্যারিসভিত্তিক সংগঠন আরএসএফ এসব ঘটনায় জড়িত দুষ্কৃতকারীদের বিচারের আওতায় আনার পাশাপাশি সাংবাদিকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে কর্তৃপক্ষের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে।

www.jonmobhumi.com

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৭১৮-৩৮০-৬৭১২

সাপ্তাহিক জন্মভূমি
প্রবাসে বাংলাদেশের মুখ

২০ ফেব্রুয়ারী ২০২৫, ০৮ ফাল্গুন বাংলা ১৪৩১

সম্পাদক — রতন তালুকদার
সহযোগী সম্পাদক — শিকদার হুমায়ন কবীর

ঢাকা প্রতিনিধি — আবুল কালাম
উত্তরবঙ্গ প্রতিনিধি — সাইফুদ্দিন আহমেদ
কলকাতা প্রতিনিধি — সোমনাথ গাঙ্গুলী
ইউরোপ প্রতিনিধি — নুরুল ইসলাম বকুল
ওয়াশিংটন প্রতিনিধি — মাইকেল বিকাশ গোমেজ
ক্যালিফোর্নিয়া প্রতিনিধি — ড. মিতুল বড়ুয়া

# সম্পাদকীয়

অনলাইনে জন্মভূমি পড়ুন www.jonmobhumi.com

## আমাদের বাংলা ভাষা

বাংলাকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দিতে এ দেশের মানুষকে অনেক ত্যাগ স্বীকার করতে হয়েছে ও বহু রক্ত ঢালতে হয়েছে । ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি মাতৃভাষাকে রক্ষার জন্য ঢাকার রাজপথে শহীদ হয়েছেন রফিক, জব্বার, সালাম সফিকসহ আরও অনেকে। কোনো জাতিকে মাতৃভাষা রক্ষার জন্য অকাতরে রক্ত দিতে হয়েছে পৃথিবীর ইতিহাসে এমনটি বিরল। আবার ভাষা নিয়ে সংগ্রাম করে ও ভাষাকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশের মতো কোনো দেশ স্বাধীন হয়েছে এমনটি ও দেখা যায় না। অবশ্য কয়েকটি দেশের অঞ্চলভিত্তিক ভাষার মর্যাদা রক্ষা এবং নিজেদের ভাষায় কথা বলার জন্য আন্দোলন হয়েছে। অনেক অঞ্চল আন্দোলনে সফলও হয়েছে। উদাহরণ হিসেবে কানাডা, শ্রীলঙ্কা ও ভারতের কথা বলা যায়। কানাডার ফ্রেঞ্চ ভাষাভাষী ক্যুবেক প্রদেশে ফ্রেঞ্চ ভাষার জন্য ক্যুবেকবাসী আন্দোলন করে সফল হয়েছেন। কানাডায় ইংরেজির পাশাপাশি ফ্রেঞ্চ রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা পেয়েছে। তাদের রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিবর্তন হয়েছে এ ভাষা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে। শ্রীলঙ্কায় সিংহলি ও তামিল ভাষার মর্যাদা নিয়ে অনেক বড় বিরোধ হয়েছে। অবশেষে সেখানে দুটি ভাষাই রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা পেয়েছে। অন্যদিকে ভারতের আসাম প্রদেশের শিলচরে বাংলা ভাষাভাষী অঞ্চলে বসবাসকারীরা বাংলা ভাষার স্বীকৃতির দাবিতে ১১ জনকে জীবন দিতে হয়েছে। ওই সময় আসাম সরকার অসমিয়া ভাষাকে রাজ্যের একমাত্র ভাষা হিসেবে চাপিয়ে দিতে চেয়েছিল। এর বিরুদ্ধে বাংলা ভাষাভাষী মানুষ কঠোর প্রতিবাদ করে। এতে কুমারী সুলক্ষনা বড়ুয়া ও সুলিল সরকারসহ ১১ জন প্রাণ দিয়ে তাদের এলাকায় বাংলা ভাষা চালু রেখেছে। ঘটনাটি ঘটে ১৯৬১ সালের ১৯ মে, যা এখন তারা ভাষাশহীদ দিবসরূপে পালন করে। বাংলা ভাষা বাংলাদেশের মানুষের স্বাধীনতার প্রতীক। ১৯৫২ সালে ভাষা আন্দোলনের পথ বেয়ে '৭১-এ স্বাধীনতা অর্জন করেছি আমরা একসাগর রক্তের বিনিময়ে। বাংলা ভাষা আমাদের আবেগের সঙ্গে জড়িত। বহু আগ থেকেই আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বাংলা ভাষা মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত। পৃথিবীতে যে চারজন সাহিত্যিক সাধারণভাবে সর্বশ্রেষ্ঠ বলে বিবেচিত হয়ে আসছেন তাঁদের একজন বাংলা ভাষার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। অন্যরা ইংরেজিতে শেকসপিয়ার, রুশ ভাষায় লিও টলস্টয় এবং জার্মান ভাষায় মহাকবি গ্যোটে।

বাংলা অনেক পুরোনো ভাষা। হাজার বছরেরও বেশি সময় ধরে এ ভাষা সগৌরবে মহিমান্বিত ভাষা। পৃথিবীর পুরোনো কয়েকটি আলোচিত ভাষা যেমন, ফারসি, আরবি, ইংরেজি ও হিন্দির পর বাংলা ভাষার কথা বিবেচ্য। যদিও তামিল, সংস্কৃত, গ্রিক, হিব্রু ও চীনা ভাষাকে পৃথিবীর সবচেয়ে পুরোনো ভাষা ধরে নেওয়া হয়, কিন্তু এগুলো বিবর্তিত হয়ে আগের অবস্থায় নেই। রুমী, হাফিজ ও ফেরদৌসির ফারসি অনেক পুরোনো ভাষা। আরবি ভাষাকেও বহু আগের মনে করা হয়। শেকসপিয়ার ও ইংরেজি ভাষার জনক চসারের ইংরেজি ভাষার বয়সও খুব বেশি নয় ১৫০০ বছর। হিন্দি ভাষার উদ্ভব ঘটেছে হাজার বছরের কিছু আগে থেকে। ১৯৪৭ সালে হিন্দি রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা পায়। অন্যদিকে উর্দু ভাষার বিকাশ আরম্ভ হয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে। ইকবাল, মির্জা গালিব ও তকী মীরের উর্দু ও রাষ্ট্রভাষার স্বীকৃতি পায় ১৯৪৭ সালে। তুলনামূলক বিশ্লেষণে বাংলা ভাষা অন্য অনেক ভাষার আগে থেকে প্রচলিত। বাংলা ভাষার অন্য একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য দিক হলো এ ভাষার সম্মানার্থে, এ ভাষাভাষী মানুষের আত্মদান করতে হয়েছে । ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি বাংলার দামাল সন্তানেরা বুকের তাজা রক্ত দেয় বাংলার জন্য। এ দিনকে ইউনেস্কো আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে ঘোষণা করেছে। এদিন পৃথিবীব্যাপী মাতৃভাষা দিবস পালন করতে গিয়ে বিশ্ববাসী বাংলা ভাষা ও বাংলাদেশের মানুষের আত্মত্যাগের কথা স্মরণ করে।

পাল আমলে প্রাকৃত ও অপভ্রংশের মাধ্যমে বাংলা ভাষা বিকশিত হতে থাকে। ওই সময়ের চর্যাপদ বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন নিদর্শন। সেন আমলে সংস্কৃত ভাষা বেশি ব্যবহৃত হলেও বাংলা ভাষা ও চালু ছিল। পাঠান আমলে মুসলিম শাসনের সময় ফারসি রাজকীয় ভাষা হিসেবে গণনা করা হতো। কিন্তু বাংলা অবহেলিত ছিল না। কবি চন্ডীদাস ও বিজয় গুপ্তের মতো কবিরা বাংলা ভাষার শ্রীবৃদ্ধি করেছেন। সুলতান শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহের শাসনামলে বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির উন্নয়নে নবতর ধারা সূচিত হয়। সুলতান বাংলাকে আলাদাভাবে প্রাধান্য দেন। ওই সময় সুফি দরবেশগণ বাংলায় কথা বলতে চেষ্টা করেছেন। ওই সময়েই বাংলা ভাষায় মঙ্গলকাব্যসহ অন্যান্য কাব্য রচিত হয়েছিল। অনুরূপভাবে মুঘল আমলে ফারসিকে সরকারি ভাষা হিসেবে ব্যবহার করলেও বাংলা ভাষার কদর ছিল। ঢাকায় মুঘল সুবাদারদের পৃষ্ঠপোষকতা পায় বাংলা। ইংরেজ শাসন-শোষণ আমলে বাংলা ভাষার প্রচুর ব্যবহার হয়। বিদ্যাপতি, চন্ডীদাস প্রাচীন এবং আধুনিককালে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, নজরুল ও হুমায়ূন আহমেদ বাংলা ভাষাকে সবার জন্য করে গেছেন। আরও অনেক মনীষী বাংলা ও বাংলা ভাষার জন্য উল্লেখযোগ্য অবদান রেখে গেছেন।

**লেখক : টিইও নূরুদ্দীন দরজী,প্রাবন্ধিক**

জন্মভূমি গ্রুপ ইনক্ কর্তৃক নিউইয়র্ক থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত

**Weekly Jonmobhumi**

Editor & President: Ratan Talukder
Published By Jonmabhumi Group Inc.
37-39-74 Street, Jackson Height-NY-11372
Tell: 718-380-6712, Cell: 646-327-7964
Email: jonmabhumi@gmail.com
Website: www.jonmobhumi.com
Printed in USA

# উপসম্পাদকীয়

## ঐকমত্য, স্থানীয় নির্বাচন ও রাজনীতির গোলকধাঁধা

### মাহবুব আজীজ

প্রধান উপদেষ্টার নেতৃত্বাধীন জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের প্রথম বৈঠক ১৫ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত হলো। বৈঠকে ২৭টি দল ও জোটের প্রায় ১০০ রাজনীতিক অংশ নেন। জুলাই-আগস্ট গণঅভ্যুত্থানের পর এটি গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্রীয় তৎপরতা। আগামী ছয় মাসের মধ্যে জাতীয় ঐকমত্য কমিশন তাদের কাজ শেষ করবে। সমকাল জানাচ্ছে, 'আগে সংসদ, না স্থানীয় সরকার নির্বাচন–প্রশ্নে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠার প্রথম বৈঠকেই ভিন্নমত দেখা গেছে। বিএনপি এবং সমমনারা জাতীয় নির্বাচনের আগে অন্য যে কোনো নির্বাচনের ঘোর বিরোধী। তবে ছাত্র নেতৃত্ব ছাড়াও জামায়াতে ইসলামী ও গণঅধিকার পরিষদ আগে স্থানীয় নির্বাচন চাইছে' (১৬ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫)।

আগে সংস্কার, না আগে নির্বাচন–এ রকম একটি বিতর্ক গণঅভ্যুত্থানউত্তর রাজনীতিতে চলমান ইস্যু হয়ে আছে। গত ১৬ ডিসেম্বর জাতির উদ্দেশে ভাষণে প্রধান উপদেষ্টা এ বিষয়ে সুস্পষ্টভাবে বলেছিলেন, যদি ন্যূনতম সংস্কার করে নির্বাচন দিতে হয়, তবে '২৫ সালের ডিসেম্বরে তা হতে পারে। আর যদি পূর্ণাঙ্গ সংস্কার করে নির্বাচন দিতে হয়, তবে তা '২৬ সালের প্রথমার্ধে অনুষ্ঠিত হবে। ড. ইউনূসের ঘোষণায় বোঝা যায়, সংস্কার ও নির্বাচন প্রক্রিয়াকে সমান্তরালভাবেই দেখছে সরকার; সেভাবেই সংস্কার কমিশনের প্রতিবেদন ও ঐকমত্য কমিশনের বৈঠক। তবে প্রথম বৈঠকেই স্থানীয় সরকার প্রশ্নে মতবিরোধ কয়েকটি বিষয় সামনে নিয়ে এসেছে।

গত সপ্তাহে স্থানীয় সরকার উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ স্থানীয় নির্বাচন নিয়ে কথা বলেন। তাঁর মতে, সিটি করপোরেশন, পৌরসভা, জেলা পরিষদ, উপজেলা পরিষদ, সিটি কাউন্সিলর, পৌর কাউন্সিলর পদগুলোয় জনপ্রতিনিধি নেই। জনগণের ভোগান্তি চরমে পৌঁছেছে। সরকারি কর্মকর্তাদের এই দায়িত্ব পালন করার অভিজ্ঞতা নেই। এতে জনসেবামূলক ও দৈনন্দিন দায়িত্ব পালন ব্যাহত হচ্ছে। ফলে নির্বাচন কমিশন প্রস্তুত হলেই স্থানীয় সরকার নির্বাচন আয়োজন করা উচিত বলে তিনি মনে করেন।

জামায়াতে ইসলামী নির্বাচন কমিশনের (ইসি) সঙ্গে বৈঠক করে সংসদ নির্বাচনের আগে স্থানীয় নির্বাচন আয়োজনের জন্য তাদের পরামর্শ দেয়। দলটির এই মতামতের প্রতিক্রিয়ায় সেদিনই বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর সাংবাদিকদের বলেন, 'জাতীয় নির্বাচনের আগে স্থানীয় সরকার নির্বাচন চাওয়াকে রাজনৈতিক বিবেচনায় দেশকে আরও ভঙ্গুর অবস্থায় নিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা ছাড়া কিছুই নয়।'

এই মতবিরোধ জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের প্রথম বৈঠকেও প্রকাশিত হয়। দেশে সাড়ে চার হাজার ইউনিয়ন। সারাদেশে ধাপে ধাপে সবক'টি স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের নির্বাচন করতে হলে এক বছরের মতো সময় লাগবে বলে অতীত অভিজ্ঞতা থেকে ইসি জানিয়েছে।

২.

স্থানীয় সরকার নির্বাচনের জন্য দীর্ঘ সময় প্রয়োজন হওয়া সত্ত্বেও এটা আগে করবার পক্ষপাতী যারা, তারা প্রকৃতপক্ষে নিজেদের দল গোছানোর জন্য আরও সময় সন্ধান করছেন। নইলে দেশের যে অনিয়ন্ত্রিত আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি, তাতে সংসদ নির্বাচনের আগে এক বছর ধরে স্থানীয় নির্বাচন আয়োজন অবশ্যই উচ্চাভিলাষী চিন্তা। নির্বাচন প্রক্রিয়ায় যে সংস্কারের কথা বলা হচ্ছে, তার ন্যূনতম বাস্তবায়ন করে সারাদেশে প্রান্তিক পর্যায়ে বছরব্যাপী নির্বাচনের হাঙ্গামা সামাল দেবার মতো সামর্থ্য অন্তর্বর্তী সরকারের আছে বলে মনে হয় না। দেশব্যাপী একের পর এক অসহিষ্ণু ঘটনার পেছনে ক্ষমতাচ্যুত ফ্যাসিবাদী সরকারের অনুচরেরা নেই, তা যেমন বলা যাবে না; একই সঙ্গে এ-ও বলা যাবে না যে, অনেক পক্ষই চায় না–দেশে একটি স্থিতিশীল রাজনৈতিক সরকার আসুক। তাই নাজুক আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি বিবেচনায় সবার আগে জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠানেই অন্তর্বর্তী সরকারের মনোযোগ দেওয়া উচিত।

৩.

স্থানীয় সরকার নির্বাচনের দীর্ঘ ও জটিল প্রক্রিয়া বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের তরুণ তুর্কিরা চাইতেই পারেন। দীর্ঘ নির্বাচন প্রক্রিয়ায় দেশজুড়ে তৃণমূলের সঙ্গে নিজেদের মিথস্ক্রিয়া হবে, এই চিন্তা নতুন দলের দিক থেকে নেতিবাচক কিছু নয়; বরং ঠিকই আছে। কিন্তু জামায়াত? পোড়খাওয়া এই রাজনৈতিক দলের অজানা নয় দেশের ভঙ্গুর আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির কথা। তৃণমূলের নির্বাচনে যে হানাহানি ঘটে, **( বাকী ২৯ পাতায় )**

## একুশের চেতনা যুগে যুগে অনুপ্রেরণা জোগাবে

### অধ্যাপক ড. আনোয়ারউল্লাহ্ চৌধুরী

জুলাই-আগস্টে ছাত্র-জনতার আন্দোলনের ফলে সাড়ে ১৫ বছরের স্বৈরাচারী সরকারে পতনের মধ্য দিয়ে দেশ নতুন আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে এগিয়ে চলেছে। এমনই এক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে পালিত হতে যাচ্ছে একুশে ফেব্রুয়ারি, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস।

ধর্ম-বর্ণ-গোত্র নির্বিশেষে সব শ্রেণি-পেশার বাংলাদেশি মানুষ এ দিনটির জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে। একুশে ফেব্রুয়ারি শুধু বাংলা ভাষার মর্যাদা প্রতিষ্ঠার জন্যই স্মরণীয় হয়ে আছে, তা নয়। এ দিনটি বাংলাদেশের মানুষের অস্তিত্বে মিশে আছে এবং থাকবে চিরদিন। বাংলাদেশের মানুষের প্রতিটি আন্দোলন-সংগ্রামে একুশে ফেব্রুয়ারি প্রেরণার উৎস হয়ে আছে। পৃথিবীর ইতিহাসে আর কোনো জাতি তাদের মাতৃভাষার মর্যাদা রক্ষা করতে গিয়ে অকাতরে প্রাণ বিলিয়ে দেয়নি।

বাংলাদেশের মানুষের এ বিরল ত্যাগ ও বিসর্জনের স্মৃতি স্মরণীয় করে রাখার জন্যই জাতিসংঘের অঙ্গ সংস্থা ইউনেস্কো একুশে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসাবে স্বীকৃতি দিয়েছে। এখন পৃথিবীর প্রতিটি দেশের মানুষ একুশে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসাবে পালন করে থাকে।

১৯৪৭ সালের আগস্ট মাসে দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে উপমহাদেশ বিভক্ত হয়। মুসলিম অধ্যুষিত পূর্ববাংলা সংগত কারণেই পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হয়। তারা ভেবেছিল, পাকিস্তানের অধীনে তারা একটি সত্যিকার স্বাধীন দেশের নাগরিকের মর্যাদা নিয়ে বসবাস করতে পারবে।

কিন্তু ভাগ্যের নির্মম পরিহাস, দেশ ভাগের পর এ অঞ্চলের মানুষ বুঝতে পারে, পাকিস্তানের শাসন কাঠামোর আওতায় এদেশের মানুষের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অধিকার মোটেও নিরাপদ নয়। বাংলাদেশের মানুষের ওপর প্রথম আঘাত আসে ১৯৪৮ সালে অর্থাৎ স্বাধীনতা অর্জিত হওয়ার এক বছরের মধ্যেই। পাকিস্তানি শাসকচক্র সম্পূর্ণ অযৌক্তিকভাবে এ অঞ্চলের মানুষের ভাষার ওপর আক্রমণ চালায়। তারা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হবে উর্দু।

একমাত্র উর্দুই হবে সর্বপাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় ভাষা। কিন্তু সেই সময় তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের মোট জনসংখ্যার ৫৬ শতাংশই ছিল বাংলা ভাষাভাষী। অথচ রাষ্ট্রভাষা নির্ধারণে তাদের যুক্তিসংগত দাবি সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করা হয়। সেই সময় যদি বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া হতো, তাহলে হয়তো ইতিহাস অন্যভাবে লেখা হতো।

যা হোক, পাকিস্তান রাষ্ট্রে সৃষ্টির পর থেকেই রাষ্ট্রভাষা প্রশ্নে ড. মো. শহীদুল্লাহসহ এদেশীয় বুদ্ধিজীবীরা বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়ার দাবি জানাতে থাকেন। কিন্তু তাদের সেই যৌক্তিক দাবির প্রতি কোনো ধরনের সহানুভূতি না দেখিয়ে পাকিস্তানি শাসকচক্র ঘোষণা করে, উর্দু এবং একমাত্র উর্দুই হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা।

বাংলাদেশের মানুষ বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। তারা আন্দোলন শুরু করে। ১৯৫২ সালের একুশে ফেব্রুয়ারি প্রাদেশিক আইন পরিষদের অধিবেশন চলাকালে ছাত্র-জনতা ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে মিছিল বের করে। পুলিশ কোনো ধরনের উসকানি ছাড়াই ছাত্রদের মিছিলে গুলি করে। এতে রফিক, শফিক, সালাম, বরকত, জব্বারসহ অনেকেই শহিদ হন। আহত হন বিপুলসংখ্যক ছাত্র। ১৯৪৮ থেকে ১৯৫২ সাল পর্যন্ত দীর্ঘ চার বছর বাংলাদেশের ছাত্র-জনতা মাতৃভাষার দাবিতে সংগ্রাম করে।

একুশে ফেব্রুয়ারিতে সংঘটিত পাকিস্তানি পুলিশ বাহিনীর নির্মমতা এ অঞ্চলের স্বাধীনতাপ্রিয় মানুষকে বুঝিয়ে দেয়, তারা পাকিস্তান আন্দোলনে সমর্থন দিয়ে সঠিক কাজ করেনি। তাই তারা নিজেদের অধিকার আদায়ে দৃঢ়প্রত্যয়ী হন। একুশে ফেব্রুয়ারির চেতনা আমাদের বাঁচতে শেখায়। একুশে ফেব্রুয়ারির ঘটনা আমাদের আত্মোপলব্ধি ঘটায়। এ অঞ্চলের মানুষ বুঝতে পারে, পাকিস্তানি শাসকচক্র কোনোদিনই তাদের ন্যায়সংগত অধিকার মেনে নেবে না।

পাকিস্তানি শাসনাধীনে পদে পদে লাঞ্ছনা ও শোষণই তাদের ললাট লিখন। তাই তারা প্রতিবাদী হয়ে ওঠে। সাধারণভাবে এ অঞ্চলের মানুষকে ভীরু এবং নিজেদের স্বার্থ সম্পর্কে খুব একটা সচেতন নয় বলেই মনে করা হতো। কিন্তু একুশে ফেব্রুয়ারি সেই চিরাচরিত ধারণাকে সম্পূর্ণ পালটে দেয়। এতে মানুষ প্রমাণ করে, দেওয়ালে পিঠ ঠেকে গেলে তারা প্রতিবাদী হয়ে যে কোনো পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য উদ্যোগী হতে পারেন।

একুশে ফেব্রুয়ারির ঘটনা বাংলাদেশের প্রত্যেক মানুষের মনে দৃঢ়সংগ্রামী হয়ে ওঠার প্রত্যয় জাগায়। আমরা যদি প্রত্যক্ষ করি তাহলে দেখব, পরবর্তী প্রতিটি রাজনৈতিক আন্দোলন ও অধিকার আদায়ের সংগ্রামে একুশে ফেব্রুয়ারির চেতনা মূল শক্তি হিসাবে কাজ করেছে। একুশ মানে মাথা নত না করা-এ চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে বাংলাদেশের মানুষ তাদের ন্যায্য অধিকার আদায়ের জন্য সবসময় চেষ্টা করেছে। **(বাকী অংশ ২৯ পাতায়)**

www.jonmobhumi.com

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৭১৮-৩৮০-৬৭১২

## মুক্ত ভাবনা

# ‘রাশিয়াকে বিচ্ছিন্ন রাখার দিন শেষ’

টেড স্নাইডার

২০২২ সালের ফেব্রুয়ারিতে রাশিয়া ইউক্রেনে আক্রমণ করার পর থেকে যুক্তরাষ্ট্র রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনকে বিচ্ছিন্ন করার জন্য একটি আন্তর্জাতিক প্রচারণা চালায়। সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন যুদ্ধ শুরুর পর পুতিনের সঙ্গে একবারও কথা বলেননি।

বিচ্ছিন্নতার সেই নীতি এখন শেষ হয়েছে। গত ১২ ফেব্রুয়ারি মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প নিশ্চিত করেছেন যে, তিনি পুতিনের সঙ্গে ‘দীর্ঘ এবং অত্যন্ত ফলপ্রসূ ফোনালাপ’ করেছেন। ট্রাম্প শুধু সাবধানতার সঙ্গে দরজা খোলেননি, বরং সেটি পুরোপুরিই খুলে দিয়েছেন। তিনি শুধু ভবিষ্যতে ফোনালাপের ব্যাপারে সম্মত হননি; তিনি মস্কোতে যাওয়ার এবং পুতিনের ওয়াশিংটনে আসার ব্যাপারেও সম্মতি দিয়েছেন : ‘আমরা একে অপরের দেশ পরিদর্শনসহ খুব ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করতে সম্মত হয়েছি।’

আরও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, ট্রাম্প মনে হয় রাশিয়াকে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ে ফিরে আসার আমন্ত্রণ জানাতে চান। ট্রাম্প বলেন, তিনি এবং পুতিন ‘আমাদের একসঙ্গে কাজ করার’ যে বিশাল সুবিধা আছে, তা নিয়ে কথা বলেছেন।

ক্রেমলিনের মুখপাত্র দিমিত্রি পেসকভ জানান, ট্রাম্প ও পুতিনের ফোনালাপ প্রায় দেড় ঘণ্টা স্থায়ী

হয়েছিল এবং তারা একমত হয়েছেন যে, ‘আমাদের একসঙ্গে কাজ করার সময় এসেছে।’

যেদিন ট্রাম্প পুতিনের সঙ্গে কথা বলেছিলেন, সেদিনই মার্কিন প্রতিরক্ষামন্ত্রী পিট হেগসেথ ন্যাটো এবং ইউক্রেনীয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রীদের সঙ্গে কথা বলেছিলেন। তিনি ট্রাম্পের অবস্থানের সবচেয়ে পরিষ্কার ধারণা দিয়েছেন। ট্রাম্প ও হেগসেথের বিবৃতিগুলো একত্রে শান্তি পরিকল্পনার পরিসীমা সম্পর্কে একটি ধারণা দেয়। হেগসেথ স্পষ্টভাবে বলেছেন, ‘মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বিশ্বাস করে না ইউক্রেনের জন্য ন্যাটোর সদস্যপদ একটি বাস্তবসম্মত ফল দেবে।’ এটি ইউক্রেনের জন্য একটি বড় আঘাত এবং পেসকভের বিবৃতির সঙ্গে সংগতিপূর্ণ। পেসকভ বলেছেন, ‘ফোনালাপে পুতিন তার পক্ষ থেকে সংঘাতের মূল কারণগুলো দূর করার প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করেছেন।’ এই বিবৃতিগুলো একত্রে ইঙ্গিত দেয় যে, পুতিন যুদ্ধে যাওয়ার মূল লক্ষ্য অর্জন করতে পারেন, অর্থাৎ ইউক্রেন ন্যাটোতে যোগ দেবে না এমন একটি লিখিত গ্যারান্টি পাওয়া।

আলোচনা শুরু হওয়ার আগেই ন্যাটোর সদস্যপদ পাওয়ার বিষয়টি খারিজ হয়ে যাওয়ার পর ইউক্রেনের জন্য পরবর্তী সেরা নিরাপত্তা গ্যারান্টি হতে পারত একটি বৃহৎ শান্তিরক্ষী বাহিনী মোতায়েন। কিন্তু হেগসেথ বলেছেন, ‘যে কোনো নিরাপত্তা গ্যারান্টির অংশ হিসাবে ইউক্রেনে মার্কিন সেনা মোতায়েন করা হবে না, যা ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কির জন্য দ্বিতীয় আঘাত।

হেগসেথ আরও বলেন, এখন থেকে ‘ইউরোপকে ইউক্রেনের জন্য ভবিষ্যতে মারাত্মক ও অমারাত্মক অস্ত্র প্রদান করতে হবে।’ এ বক্তব্য ইঙ্গিত করে, যুক্তরাষ্ট্র যুদ্ধের পর কেবল শান্তিরক্ষার ক্ষেত্রেই নয়, বরং যুদ্ধের সময় অস্ত্র সরবরাহের বিষয়টিও ইউরোপের ওপর ছেড়ে দেবে। হেগসেথ প্রকাশ করেন, আমেরিকার মূল্যায়নে ‘ইউক্রেনের ২০১৪ সালের আগের সীমানায় ফিরে যাওয়া একটি অবাস্তব অভিপ্রায়’ এবং ‘এই মায়াবী লক্ষ্যকে তাড়া করা শুধু যুদ্ধকে দীর্ঘায়িত করবে এবং আরও বেশি কষ্ট সৃষ্টি করবে।’ এই বিবৃতি ইঙ্গিত করে, রাশিয়া অন্তত ক্রিমিয়া ও দনবাসের দখলকৃত অংশ ধরে রাখবে।

ট্রাম্প এবং হেগসেথের মন্তব্যগুলো এখনো ইউক্রেনের অংশে থাকা জাতিগত রাশিয়ানদের ভাষাগত, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক অধিকার নিশ্চিত করার প্রশ্নে কোনো অন্তর্দৃষ্টি প্রদান করে না। ইউক্রেনীয় সশস্ত্র বাহিনীর আকার ও ক্ষমতার ওপর কোনো সীমা আরোপের বিষয়েও নয়।

ট্রাম্প পুতিনের সঙ্গে কথা বলার পর জেলেনস্কির সঙ্গে এক ঘণ্টা কথা বলেন। দুই ফোনালাপের পর তিন নেতার বিবৃতি ইউক্রেনের জন্য আরেকটি বড় উদ্বেগের কারণ হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্র দীর্ঘদিন ধরে প্রতিশ্রুতি দিয়ে এসেছিল যে, তারা ইউক্রেনকে আলোচনার জন্য চাপ দেবে না, যতক্ষণ না তারা প্রস্তুত হয় এবং ইউক্রেনকে ছাড়া ইউক্রেন সম্পর্কে কিছু করা হবে না। সেই দুটি প্রতিশ্রুতিই মুছে যাওয়ার মতো মনে হচ্ছে।

তার ফোনকলের পর জেলেনস্কি বলেন, ‘শুধু ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে কথা বলেছি। দীর্ঘ আলোচনা। শান্তি অর্জনের সম্ভাবনা সম্পর্কে। একসঙ্গে কাজ করার আমাদের ইচ্ছা সম্পর্কে...আমরা রুশ আগ্রাসন বন্ধ করতে এবং একটি নির্ভরযোগ্য, স্থায়ী শান্তি নিশ্চিত করতে আমেরিকার সঙ্গে আমাদের যৌথ পদক্ষেপ নির্ধারণ করছি।’

কিন্তু ট্রাম্প ইউক্রেনের সঙ্গে যৌথ পদক্ষেপ নির্ধারণ বা প্রেসিডেন্ট-টু-প্রেসিডেন্ট পর্যায়ে প্রথম রাউন্ডের আলোচনায় ইউক্রেনকে অন্তর্ভুক্ত করার বিষয়ে কিছুই বলেননি। পুতিনের সঙ্গে ফোনালাপের পর তিনি শুধু বলেছিলেন, ‘আমরা ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট জেলেনস্কিকে ফোন করে তাকে আলোচনার কথা জানাব।’ এবং জেলেনস্কির সঙ্গে ফোনকলের পর তিনি শুধু বলেছিলেন, ‘আমি প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কির সঙ্গে কথা বলেছি। কথোপকথনটি খুব ভালো হয়েছে।’ তিনি বলেছিলেন, ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভ্যান্স, পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিও ( বাকী ২৯ পাতায় )

**পত্র লেখকদের লেখা সময়োপযোগী ও বাস্তবধর্মী হতে হবে। পত্র লেখককে অবশ্যই তার নাম ঠিকানা এবং মোবাইল নাম্বার উল্লেখ করতে হবে। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক থাকলেও সম্পাদক বরাবরে পরিচিতি প্রদান করতে হবে। অমনোনীত লেখা প্রকাশিত হবে না।**

**সাপ্তাহিক জন্মভূমি কারো আত্মপ্রচারের বাহক বা চরিত্র হননের হাতিয়ার নয়!**

# ভাষা আন্দোলনের অয়োময় প্রত্যাশা

ড. মোহাম্মদ আবদুল মজিদ

৭৩ বছর আগে ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি রাষ্ট্রভাষা হিসেবে মাতৃভাষা বাংলার স্বীকৃতি আদায় এবং এর মর্যাদা প্রতিষ্ঠার প্রশ্নে যে আন্দোলন তুঙ্গে উঠেছিল তার মাধ্যমে তৎকালীন পূর্ব বাংলার সমাজে এক নতুন চেতনা ও মূল্যবোধ জাগ্রত হয়। বায়ান্নর একুশে ফেব্রুয়ারিতে এ অয়োময় প্রত্যয় অর্জিত হয় যে, জাতি হিসেবে এ দেশ ও সমাজের সার্বিক আর্থসামাজিক ঐতিহ্য বাঁচিয়ে রাখতে হলে প্রয়োজন সর্বস্তরে মাতৃভাষার ব্যবহার ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠা।

ভাষা-কৃষ্টি প্রত্যেক জাতির প্রকৃষ্ট সম্পদ, তার রাজনৈতিক অধিকার ও অর্থনৈতিক জীবনযাপনে স্বয়ম্ভরতা অর্জনের, সাবলিল স্বচ্ছন্দ জীবনযাপনের এবং স্বনির্ভর জাতিসত্তার পরিচিতি লাভের একমাত্র সনদ। আর তাই যখনই আমাদের প্রাণপ্রিয় মাতৃভাষার ওপর শত্র“রা আঘাত হেনেছে তখনই আমরা রুখে দাঁড়িয়েছি। যেহেতু ভাষা বা সংস্কৃতি থেকে পৃথক হয়ে জাতি হিসেবে আমাদের কোনো অস্তিত্ব ভাবা সম্ভবপর ছিল না, সেহেতু আমরা ভাষাভিত্তিক রাষ্ট্রের স্বাধীকার আদায়ের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়েছিলাম।

তৎকালীন সমাজে বাংলাভাষীরা রাজনৈতিক চেতনায় বেশ প্রখর ছিল না। কিন্তু একুশে ফেব্রুয়ারি তাদের সে মহামন্ত্রে উদ্বুদ্ধ করেছিল- সন্দেহ নেই। ভাষার স্বাধিকার আদায় থেকে শুরু করে একটি পৃথক রাষ্ট্রের দাবি আমরা তাই পরবর্তীকালে করেছিলাম। আমাদের সাংস্কৃতিক চেতনা কতখানি প্রখরতা পেলে আমরা এতখানি পথ পরিক্রমের স্বপ্ন দেখেছিলাম এবং পথ পাড়িও দিয়েছি তার মর্ম উপলব্ধির মধ্যে একুশের চেতনার মাহাত্ম্য নিহিত।

ঔপনিবেশিক শাসনামলে অর্থনৈতিক শোষণ, বঞ্চনা ও বৈষম্যের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে পূর্ব বাংলার জনগণ ১৯৪৭ সালে ব্রিটিশ ভারত থেকে রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জন করে। দীর্ঘকাল বিদেশী শাসন ও শোষণে বিপর্যস্ত এদেশের অর্থনৈতিক জীবনযাত্রায় মৌল পরিবর্তনের প্রত্যাশা ও প্রয়াসও দীর্ঘ দিনের। এদেশের রাজনীতি মূলত এবং মুখ্যত আপামর জনসাধারণের অর্থনৈতিক মুক্তি এবং সম্পদের বণ্টন ব্যবস্থায় বৈষম্য দূরীকরণের দাবি ঘিরে, বিশেষ করে মুখের ভাষা, অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থানের মৌলিক অধিকার প্রতিষ্ঠার অনির্বাণ আকাঙ্ক্ষা ঘিরে দানা বাঁধে। সেই আকাঙ্ক্ষা পূরণে সফলতা-ব্যর্থতার দায়ভার রাজনৈতিক অর্থনীতির নীতি নির্ধারকের। কার্যকর পরিকল্পনা গ্রহণে দূরদর্শিতার অভাব এবং আত্মস্বার্থবাদী ও গোষ্ঠীগত দৃষ্টিভঙ্গিতে জাতীয় ঐকমত্যের অভাবজনিত পরিবেশে জাতীয় অর্থনীতির সার্বিক সমৃদ্ধি সাধনের সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণ ব্যাহত হয়ে থাকে। এহেন অপারগ পরিস্থিতিতে অনেক উন্নয়নশীল দেশের মতো অর্থনৈতিক উন্নয়নে সম্ভাবনাময় হয়েও বাংলাদেশও বাঞ্ছিত লক্ষ্যে পৌঁছানোর পথে পুরোপুরি সফল নয়।

একুশে ফেব্রুয়ারি শুধু আমাদের সাংস্কৃতিক চেতনা দিয়েছিল তা নয়; জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে রাজনৈতিক অর্থনীতির স্বয়ম্ভরতা অর্জনের একটি সুস্পষ্ট ইঙ্গিতও করেছিল। একুশের চেতনা এমনই প্রগতিশীল ছিল, এমনই প্রগাঢ় ছিল যে যার জন্য স্বাধিকার আদায়ের সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলাম আমরা সবাই।

একুশের ভাবধারা প্রথম দিকে ছাত্রসমাজ ও বুদ্ধিজীবী মহলের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলেও পরবর্তীকালে তা দেশের আপামর জনসাধারণকেও স্পর্শ করেছিল। একুশ আমাদের যে চেতনা ও মূল্যবোধ উপহার দিয়েছিল- তা ছিল অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে, স্বৈরাচারের পতনকার্যে একতাবদ্ধভাবে অংশ গ্রহণ করতে, নিপীড়িত জনগণের পাশে এসে দাঁড়াতে এবং সর্বোপরি মানবতাবোধে উদ্বুদ্ধ হতে।

একুশের চেতনা আমাদের সাহিত্যাঙ্গনেও এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। জাতীয়তাবাদী সাহিত্যের পাশাপাশি গণমুখী সাহিত্য রচনায় মনোনিবেশ করেছিলেন আমাদের কবি-সাহিত্যকরা। সাহিত্যধারায় এক নবযুগের সূচনা হয়েছিল তাতে সন্দেহ নেই। একুশের চেতনা তাই স্বাধীনতাপূর্ব বাংলাদেশে আমাদেরকে একটি মহান আত্মপ্রত্যয়ী, স্বধর্মে নিষ্ঠাবান এবং স্ব-ঐতিহ্যের পরম পূজারী/অনুরাগী জাতিতে পরিণত হওয়ার মহাশিক্ষা দিয়েছিল। একুশ ঘিরে শোষণ, বঞ্চনা অর্থনৈতিক বৈষম্যের বিরুদ্ধে আন্দোলনের যে মহামন্ত্রে আমরা উদ্বুদ্ধ হয়েছিলাম তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ একাত্তরের সফল মুক্তি সংগ্রাম।

একুশের চেতনা কোনো অচল অনুভূতির নাম নয়; বরং সচল প্রগতিবাদ এর ভিত্তি। মূল্যবোধ উৎসাহ দেয় পুরাতন জীর্ণ ঘুণেধরা রীতি-রেওয়াজের পরিবর্তন সাধনে। উৎসাহ দেয় বিপ্লব করতে, বিদ্রোহ করতে- ওই সব বিবাদ বিসম্বাদের বিরুদ্ধে যা মানুষের আসল পরিচয় মনুষ্যত্ব হত্যা করে। বিদ্রোহ বিপ্লব তাই নতুন নতুন মূল্যবোধের জন্ম দেয়। আবার মূল্যবোধও বিপ্লবের-বিদ্রোহের সূচনা করে। মূল্যবোধ সৃষ্টির এটি সাধারণ এবং স্বাভাবিক নিয়ম হলেও অনেক সময় পরিবেশের অশুভ হাওয়া যে মূল্যবোধের জন্ম দেয় তা কোনোমতেই কল্যাণকর হতে পারে না; বরং তা ডেকে আনতে পারে মানব ভাগ্যের অশুভ পরিণতিকে। সমাজে যখন নতুন মূল্যবোধের জন্ম হয় তখন পুরনো মূল্যবোধ ভেঙে যায়। এভাবে চলতে থাকে মূল্যবোধের ভাঙাগড়া পর্ব। যেহেতু এ সমাজের আবহাওয়া, পরিবেশ, প্রতিবেশ সদা পরিবর্তনশীল সেহেতু মূল্যবোধের **(বাকী অংশ ২৯ পাতায়)**

www.jonmobhumi.com

Vol 25 No.49 Thursday 20 February 2025 Weekly Janmobhumi
অনলাইনে জন্মভূমি পড়ুন www.jonmobhumi.co

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৬৪৬-৩২৭-৭৯৬৪

# শেখ হাসিনার গণহত্যার বিশ্বস্বীকৃতি

## রিন্টু আনোয়ার

যেকোনোভাবে ক্ষমতা টিকিয়ে রাখতে নৃশংস গণহত্যার হেন পদক্ষেপ নেই যা শেখ হাসিনা নেননি। সেসবের কিছু ফ্যাক্ট অ্যান্ড ফাইন্ডিং উঠে এসেছে জাতিসঙ্ঘের তদন্তেও। সেখানে স্পষ্ট বলা হয়েছে, বাংলাদেশের জনগণের বিরোধিতার মুখেও ক্ষমতা আঁকড়ে রাখতে চেয়েছিলেন সাবেক সরকারপ্রধান শেখ হাসিনা। আর সে লক্ষ্য পূরণে বিক্ষোভ দমন করার অপকৌশল নেয়া হয়েছিল। এর অংশ হিসেবে শত শত বিচারবহির্ভূত হত্যা, নির্বিচার গ্রেফতার-আটক ও নির্যাতন চালানো হয়েছে। জাতিসঙ্ঘের মানবাধিকারবিষয়ক হাইকমিশনার ফলকার টুর্কের এ-সংক্রান্ত বক্তব্য ঘুরছে জাতিসঙ্ঘের মানবাধিকার কার্যালয় প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে।

জেনেভায় বাংলাদেশে জুলাই-আগস্টের অভ্যুত্থানে মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিষয়ে সম্প্রতি তথ্যানুসন্ধান প্রতিবেদন প্রকাশ উপলক্ষে এক সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। এতে প্রতিবেদনের নানা তথ্য তুলে ধরেন জাতিসঙ্ঘের মানবাধিকারবিষয়ক হাইকমিশনার ভলকার টুর্ক। জাতিসঙ্ঘের ওই প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, গত বছর ছাত্র নেতৃত্বাধীন বিক্ষোভের সময় আওয়ামী লীগের সহিংস কর্মকাণ্ডের পাশাপাশি বাংলাদেশের সাবেক সরকার এবং নিরাপত্তা ও গোয়েন্দা সংস্থাগুলো ঠাণ্ডামাথায় গুরুতর মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনায় জড়িত ছিল। বিভিন্ন নির্ভরযোগ্য সূত্র থেকে প্রাপ্ত মৃত্যুর তথ্যের ভিত্তিতে প্রতিবেদনে এসেছে ১ জুলাই থেকে ৫ আগস্টের মধ্যে এক হাজার ৪০০ জনের মতো মানুষকে হত্যার কথা। প্রতিবেদন অনুযায়ী নিহত ব্যক্তিদের মধ্যে ১২-১৩ শতাংশ ছিল শিশু। হাজার হাজার মানুষ আহত হয়েছেন। তাদের বেশির ভাগই বাংলাদেশের নিরাপত্তাবাহিনীর ছোড়া গুলিতে বিদ্ধ হয়েছেন। যখন সাবেক সরকার দেশের ওপর নিয়ন্ত্রণ হারাতে শুরু করেছিল, তখন সংঘটিত প্রতিশোধমূলক হত্যাকাণ্ড এবং আওয়ামী লীগ কর্মী ও সমর্থক, পুলিশ, গণমাধ্যম কর্মীদের লক্ষ্য করে অন্যান্য গুরুতর প্রতিশোধমূলক সহিংসতার ঘটনা ঘটে। সেগুলোও এ প্রতিবেদনে নথিভুক্ত করা হয়েছে।

শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগ সরকারের মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা ও নানা চিত্র আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমগুলোর কাছেও ছিল গুরুত্বপূর্ণ খবর। বিবিসি খবরে বলেছে, বাংলাদেশের সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও তার সরকার ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য পরিকল্পিত ও প্রাণঘাতী সহিংসতার আশ্রয় নিয়েছিল। আলজাজিরার শিরোনাম, 'বাংলাদেশের বিগত সরকার মানবতাবিরোধী অপরাধের জন্য দায়ী হতে পারে, এমনটি বলছে জাতিসঙ্ঘ।'

জাতিসঙ্ঘের তথ্যানুসন্ধান দল শেখ হাসিনার সরকার নিরাপত্তাবাহিনী, গোয়েন্দা সংস্থা এবং দল ও সহযোগী সংগঠনগুলোকে যুক্ত করে শুধু চরম বলপ্রয়োগেই নয়, বিচারবহির্ভূত হত্যা, নির্বিচার মারণাস্ত্র দিয়ে গুলি, গ্রেফতার, নির্যাতন, এমনকি চিকিৎসা পেতে পর্যন্ত বাধা দিয়েছে। ক্ষমতায় টিকে থাকতে আন্দোলনকারীদের ওপর মাত্রাতিরিক্ত বলপ্রয়োগে সরাসরি নির্দেশ দিয়েছিলেন তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, পুলিশ, আধা সামরিক বাহিনী ও গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর শীর্ষ কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে গঠিত কোর কমিটিকে নিয়ে বৈঠকে নিয়মিতভাবে সভাপতিত্ব করতেন তৎকালীন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। কোর কমিটির বৈঠকে সামগ্রিক পদক্ষেপের কৌশলগত নির্দেশনার পাশাপাশি মাঠপর্যায়ে বাহিনী মোতায়েন ও সুনির্দিষ্ট গুরুত্বপূর্ণ অভিযান নিয়ে আলোচনা হতো। এর পাশাপাশি সমন্বিতভাবে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সমন্বয় প্রক্রিয়ার সম্পূরক হিসেবে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ও এ প্রক্রিয়ায় সরাসরি যুক্ত ছিল। জুলাইয়ের মাঝামাঝি থেকে ৫ আগস্ট পর্যন্ত তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী এসবি, ডিজিএফআই ও এনএসআইয়ের প্রধানদের কাছ থেকে নিয়মিতভাবে সরাসরি প্রতিবেদন পেতেন। এ ধরনের গোয়েন্দা প্রতিবেদনের মধ্যে ২১ জুলাইয়ের একটি প্রতিবেদনে আন্দোলনকারীদের ওপর নিরাপত্তাবাহিনীর মাত্রাতিরিক্ত বলপ্রয়োগের বিষয়ে শেখ হাসিনাকে সতর্ক করা হয়েছিল। একই ধরনের উদ্বেগ আগস্টের শুরুতেও তৎকালীন প্রধানমন্ত্রীর কাছে তুলে ধরা হয়। ২৯ জুলাই মন্ত্রিসভার বৈঠকে আন্দোলনসংক্রান্ত বিষয়গুলো প্রধানমন্ত্রী তুলে ধরেন। আর আন্দোলনের সময় তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ও তার জ্যেষ্ঠ উপদেষ্টারা সরাসরি ও টেলিফোনে নিরাপত্তাবাহিনীর জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তাদের আদেশ দিতেন ও সার্বিক অপারেশন পর্যবেক্ষণ করতেন। পুলিশসহ অন্যান্য নিরাপত্তাবাহিনী শিশুদের লক্ষ্যবস্তু বানিয়ে 'টার্গেট কিলিং', ইচ্ছাকৃতভাবে পঙ্গু করা, নির্বিচার গ্রেফতার, অমানুষিক নির্যাতনের কথাও রয়েছে প্রতিবেদনে।

বাংলাদেশে ২০২৪ সালের ১ জুলাই থেকে ১৫ আগস্ট সংঘটিত ঘটনাপ্রবাহ বিশ্লেষণ করে জাতিসঙ্ঘের প্রতিবেদনটি বর্তমান বিশ্বের অন্যতম ঘটনা। গত মাসের শেষ সপ্তাহে জাতিসঙ্ঘের মানবাধিকার কমিশন বাংলাদেশ সরকারের কাছে প্রতিবেদনের খসড়া দিয়েছিল। কোনো মতামত থাকলে তাতে যুক্ত করতে সময়সীমা দেয় ওএইচসিএইচআর। জাতিসঙ্ঘের তথ্যানুসন্ধানী দল প্রতিবেদনটি তৈরিতে ঢাকা ছাড়াও চট্টগ্রাম, রংপুর, রাজশাহী, খুলনা, বগুড়া, সিলেট ও গাজীপুর– এই আট শহরে অনুসন্ধান চালায়। মূলত যে শহরগুলোতে বেশিমাত্রায় বিক্ষোভ হয়েছিল, সেসব স্থানে গিয়ে সরেজমিন কাজ করে জাতিসঙ্ঘের দলটি। প্রতিবেদন তৈরিতে অভ্যুত্থানে ক্ষতিগ্রস্ত ও ঘটনাপ্রবাহের সাক্ষী ব্যক্তিদের নিয়ে ২৩০টির বেশি সাক্ষাৎকার নেয়া হয়। এ ছাড়া সরকার, নিরাপত্তাবাহিনী ও রাজনৈতিক ব্যক্তিদের আরো ৩৬টি সাক্ষাৎকার নেয়া হয়। এই ৩৬ জনের মধ্যে সরকারের সাবেক ও বর্তমান কর্মকর্তারাও আছেন, যারা ওই সময়ের ঘটনাপ্রবাহ সম্পর্কে অবগত ছিলেন।

তথ্যের পাশাপাশি জাতিসঙ্ঘের অর্ধশত সুপারিশও একটি দলিল হয়ে থাকবে। বলা হয়েছে, নিরপেক্ষভাবে কার্যকর, পক্ষপাতহীনভাবে সব বিচারবহির্ভূত হত্যা ও গুমের ঘটনার তদন্ত করতে হবে। র‍্যাব বিলুপ্ত করার সুপারিশ করা হয়েছে। রয়েছে এনটিএমসিকে বিলুপ্ত করার সুপারিশও। অন্য সুপারিশগুলোর মধ্যে রয়েছে বাহিনীর কারো বিরুদ্ধে অভিযোগ না থাকলে নিজ বাহিনীতে ফেরত পাঠানো; বিজিবি, ডিজিএফআইসহ গোয়েন্দা সংস্থার আইনি ক্ষমতার লাগাম টেনে ধরা; আনসার, বিজিবিকে সামরিক বাহিনী থেকে মুক্ত রাখা; অধ্যাদেশ জারির মাধ্যমে সামরিক বাহিনী অভ্যন্তরীণ যেকোনো পরিস্থিতিতে কতটা সময় কাজ করবে এবং মাঠে থাকবে, তা নিশ্চিত করা। মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগ আছে, এমন সব আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদের বিষয়ে আন্তর্জাতিক মানদণ্ড অনুযায়ী তদন্ত করা।

রাজনৈতিক দলকে নিষিদ্ধ করা থেকে বিরত থাকতে বলা হয়েছে জাতিসঙ্ঘের প্রতিবেদনে। বলা হয়েছে, রাজনৈতিক দলকে নিষিদ্ধ করা হলে সত্যিকার বহুদলীয় গণতন্ত্রে ফেরার পথ রুদ্ধ হবে। পাশাপাশি বাংলাদেশের বিপুলসংখ্যক ভোটারকে ভোটাধিকার চর্চা থেকে বঞ্চিত করা হবে, যা চলমান সময়ের সাথে অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক।

জুলাই-আগস্ট হত্যাযজ্ঞের বিচার, সংস্কার, নির্বাচন– কোনোটিই কোনোটির সাথে সাংঘর্ষিক নয়। একটি বাদ দিয়েও আরেকটি নয়। এর পরও সাম্প্রতিক অতিকথন, অতিরাজনীতির পরিণতিতে গত মাসকয়েকে বিচার এবং সংস্কার হয়ে পড়ছে সেকেন্ডারি। আহতদের চিকিৎসা দিনকে দিন প্রসঙ্গ থেকে হারিয়ে যাচ্ছে। গণ-আন্দোলনে নিহতদের পরিবারে চলছে আহাজারি। আহতরা কাতরাচ্ছে হাসপাতালের বেডে। হত্যাকারীদের বিচারপ্রক্রিয়া সবে শুরু হয়েছে। সংস্কারের কিছু আয়োজন চলছে। নির্বাচনের ঘণ্টাও বেজেছে। এর মাঝেই এমন পরিস্থিতি কারোর কাম্য ছিল না। ধারণাও ছিল না অনেকের। জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের ছয় মাস পার হলেও সব নিহত ব্যক্তিকে শনাক্ত করতে এবং আহত ব্যক্তিদের যথাযথ চিকিৎসাসেবা দিতে না পারার ঘটনা সামগ্রিকভাবে অত্যন্ত বেদনাদায়ক। গণ-অভ্যুত্থানে নিহত অনেককে 'বেওয়ারিশ' হিসেবে দাফন করা হয়েছে। হত্যাযজ্ঞ ও বর্বরতার তথ্য সংরক্ষণেও দুর্বলতা লক্ষণীয়। গণমাধ্যমে সব তথ্য নেই। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ঘুরছে অনেক ভিডিওফুটেজসহ নানা তথ্য। কোনো কোনো ভিডিওতে এমন নিষ্ঠুরতার দৃশ্য ভাসছে, যা সহ্য করা যায় না। এসব ভিডিও দেখার সময় চোখ ঢেকে ফেলতে হয়। কোথাও কোথাও পুলিশের পাশাপাশি তখনকার ক্ষমতাসীন দলীয় ক্যাডারদেরও দেখা যায়। গণ-অভ্যুত্থানের সময় পুলিশের বর্বরতার একটি প্রামাণ্যচিত্র সম্প্রতি বাংলাদেশের বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে প্রচারিত হয়েছে। ইন্টারন্যাশনাল ট্রুথ অ্যান্ড জাস্টিস নামে একটি আন্তর্জাতিক সংস্থার উদ্যোগে ছবিটি তৈরি হয়েছে। আন্তর্জাতিক প্রচারমাধ্যমেও ছবিটি দেখানো হচ্ছে। শেখ হাসিনার পালিয়ে যাওয়ার ঠিক আগে আগে যাত্রাবাড়ী থানার সামনে ঘণ্টাদেড়েক সময়ের মধ্যে কী ঘটেছিল, তার প্রামাণ্য দলিল এই ছবি। বলা হচ্ছে, বিভিন্ন মানুষের কাছ থেকে সংগ্রহ করা ফুটেজগুলো দীর্ঘ সময় ধরে বিচার-বিশ্লেষণের পর ছবিটি তৈরি করেছেন তারা। ছবিতে দেখা গেছে, কিভাবে ছাত্র-জনতার ওপর নির্বিচার গুলি চালিয়েছে পুলিশ। দেশের আরো অনেক জায়গায় এমন ঘটনা ঘটেছে। সেসব ঘটনার ভিডিও সংগ্রহ ও যাচাই-বাছাই জরুরি।

বাংলাদেশের রাজনীতিতে ভুল, অপকর্ম বা অন্যায়ের জন্য ক্ষমা চাওয়ার নজির নেই। আছে অন্যের ওপর দোষ চাপানো এবং নিজেদের সহি-শুদ্ধ প্রচারের চেষ্টা, যা এর মধ্যে পুরোদমে চলছে। এটি পতিত-বিতাড়িতদের জন্য আশীর্বাদের মতো। আর রাজনীতির নামে পেশাদার দুর্বৃত্তদের জন্য গোল্ডেন চান্স। এই চান্স নিতে একটুও কমতি করছে না তারা। চাঁদাবাজি, দখলদারিতে নেমে পড়েছে মহলটি। চাঁদাবাজ বদলেছে, চাঁদাবাজি বদলায়নি। একইভাবে দখলবাজ বদলেছে, দখলবাজি কমেনি। এদের অপতৎপরতায় গণ-অভ্যুত্থানের জনপ্রত্যাশা ফিকে হয়ে আসছে। এসব বিপবের চেতনাকে ম্লান করছে। মানুষের গণতন্ত্রের আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়ন বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। ভয়ের রাজত্ব সাধারণ মানুষের পিছু ছাড়ছে না। তাদের আবার মাঠে নামতে হবে? মাঠে নামা আর রক্ত দেয়াই এ দেশের সাধারণ মানুষের নিয়তি?

জুলাইয়ে শুরু হওয়া শান্তিপূর্ণ কোটাবিরোধী ছাত্র আন্দোলন, যা বিগত সরকারের মদদে দেশব্যাপী নিরস্ত্র ছাত্র-জনতার ওপর পুলিশের নৃশংস আক্রমণে বিক্ষোভে রূপ নেয়। আট দফা, ৯ দফাসহ বিভিন্ন দফা পেরিয়ে ৩ আগস্ট ছাত্র-জনতা শহীদ মিনারে ঘোষণা করেন এক দফা– শেখ হাসিনার পদত্যাগ। এর এক দিন পর ৫ আগস্টে সেই আন্দোলনের সাফল্য। ফ্যাসিবাদী সরকারের পতন ও দেশ ছেড়ে পলায়ন।

গণতন্ত্র ও মানবাধিকারকেন্দ্রিক ভবিষ্যতের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের ভালো কিছু উদ্যোগের প্রশংসা করেছে আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থা হিউম্যান রাইটস ওয়াচ- এইচআরডবিউ। প্রশংসার সাথে 'কিন্তু' যোগ করে বলেছে, ব্যাপক প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার ছাড়া ঐক্যের অগ্রগতি ম্লান হয়ে যেতে পারে। যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক আন্তর্জাতিক সংস্থাটি ২০২৪ সালের ৫৪৬ পৃষ্ঠার প্রতিবেদনে বাংলাদেশ অংশে বলেছে, আন্তর্জাতিক মানবাধিকার মানদণ্ড অনুযায়ী দেশের প্রতিষ্ঠানগুলোর সংস্কার করা উচিত। বিশ্বস্বীকৃতির তাগিদও দেয়া হয়েছে। এ পর্যায়ে এসে জাতিসঙ্ঘের তদন্ত শেখ হাসিনার গণহত্যার আন্তর্জাতিক স্বীকৃতিতে অরেক মাত্রা যোগ করে দিলো, যা বাংলাদেশের ইতিহাসে আগে কখনো ঘটেনি।

**লেখক : সাংবাদিক ও কলামিস্ট**

www.jonmobhumi.com

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৭১৮-৩৮০-৬৭১২

# আক্রান্ত সংস্কৃতি: সরকার দর্শক হয়েই থাকবে?

## জোবাইদা নাসরীন

গত ছয় মাসে বাংলাদেশে অনেক উৎসব, আয়োজন, মেলা, অনুষ্ঠান হুমকি দিয়ে বা হামলা-ভাঙচুরের মাধ্যমে বন্ধ করা হয়েছে। বিশেষ করে গত এক সপ্তাহে প্রায় প্রতিদিন বিভিন্ন কারণ দেখিয়ে মব তৈরি করে কোনো না কোনো অনুষ্ঠান, উৎসব বন্ধ করা হয়েছে।

উৎসব এবং নানা আয়োজনের মধ্য দিয়ে ঋতুরাজ বসন্তকে বরণ করা এ অঞ্চলের দীর্ঘদিনের রীতি। গাছে গাছে গজিয়ে ওঠা নতুন পাতা ও ফুলে রাঙিয়ে দেওয়া প্রকৃতিকে স্বাগত জানানো হয়। কিন্তু এবার বসন্ত উৎসব আগের মতো উদযাপন করা যায়নি। কেন যায়নি, তা বুঝতে কিছু ঘটনার উল্লেখ প্রাসঙ্গিক হতে পারে।

ঢাকায় জাতীয় বসন্ত উৎসব উদযাপন পরিষদ এবার তিনটি স্থানে 'বসন্ত উৎসব' পালনের কর্মসূচি নিয়েছিল। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বকুলতলা ও পুরান ঢাকার বাহাদুর শাহ পার্কের আয়োজন ঠিকঠাক

করা গেলেও, উত্তরার অনুষ্ঠানটি হতে পারেনি; আয়োজকদের ভাষায়–কিছু লোকের হুমকির কারণে। চট্টগ্রামে রেলওয়ের মালিকানাধীন সিআরবি শিরীষতলায় কর্তৃপক্ষের অনুমতি নিয়ে আবৃত্তি সংগঠন প্রমার বসন্ত উৎসব মাঝপথেই বন্ধ হয়ে যায় রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ 'অনিবার্য কারণবশত' মাঠ ব্যবহারের অনুমতি বাতিল করলে। একই দিনে টাঙ্গাইলের ভূঞাপুরে ফুলের দোকান ভাঙচুর করা হয়েছে; জেলার গোপালপুর উপজেলায় নির্ধারিত ঘুড়ি উৎসব বাতিল হয়েছে উৎসববিরোধী লিফলেট বিতরণের পর।

১৫ ফেব্রুয়ারি বন্ধ করা হয়েছে 'ঢাকা মহানগর নাট্য উৎসব'। হুমকিতে বন্ধ করা হয়েছে নারায়ণগঞ্জ সদর উপজেলার কাশীপুরের মধ্য নরসিংহপুর গ্রামের সাধুসঙ্গ ও লালন মেলা। টাঙ্গাইলের সখীপুরে ফাইলা পাগলার (ফালুচান শাহ) মেলা বন্ধ করেছে যৌথ বাহিনী। এর আগে বন্ধ করা হয় বছরের পর বছর ধরে হয়ে আসা মাদারীপুরের কালকিনির কুন্ডুবাড়ির কালীপূজা মেলা।

অমর একুশে বইমেলাতেও ঘটেছে নানা ঘটনা। নারীবাদী লেখিকা তসলিমা নাসরীনের বই প্রকাশ ও বিক্রি করায় আক্রমণ হয়েছে 'সব্যসাচী' প্রকাশনা স্টলের ওপর। পরে স্টলটি বন্ধ করে প্রকাশককে নেওয়া হয়েছে জেলে। গ্রেপ্তার করা হয়েছে কবি সোহেল হাসান গালিবকে। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ, বইমেলায় প্রকাশিত একটি বইয়ে অন্তর্ভুক্ত কবিতায় 'মহানবীকে কটাক্ষ' করা হয়েছে। আরেকটি ঘটনায় মবের হুমকির মুখে বইমেলা থেকে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে নারীদের স্বাস্থ্য সুরক্ষা পণ্য স্যানিটারি ন্যাপকিনের স্টল। তবে সামাজিক মাধ্যমে এ নিয়ে ব্যাপক প্রতিবাদ হলে কর্তৃপক্ষ নিজেই সেই পণ্য সরবরাহের প্রতিশ্রুতি দেয়।

খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ে ঘটেছে আরও অদ্ভুত ঘটনা। সিন্ডিকেট সভায় সেখানকার হলসহ ১৯টি স্থাপনার নাম পরিবর্তন করা হয়, যেখানে মাত্র দুটোর নামের সঙ্গে ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সম্পর্ক ছিল। কিন্তু বাকিগুলো ছিল বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানী ড. সত্যেন্দ্রনাথ বসু, আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু, কবি জীবনানন্দ দাশ, লালন সাঁই, আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায় এবং বিভিন্ন শহীদ বুদ্ধিজীবীর নামে। কী কারণে ওই স্থাপনাগুলো থেকে জাতির এ শ্রেষ্ঠ সন্তানদের নাম কাটা গেল? শিক্ষার্থীরা নাকি পুরোনো নামগুলোর ব্যাপারে 'আপত্তি' জানিয়েছিল। কোন শিক্ষার্থী; তারা মোট শিক্ষার্থীর কত ভাগ–জানানো হয়নি।

ঘটনাগুলো বিশ্লেষণ করলে আমরা যে চিত্র পাই তাকে এক ধরনের কালচারাল জেনোসাইড বলা যায়। আমাদের এই ভূখণ্ড সাংস্কৃতিকভাবে অত্যন্ত শক্তিশালী ও বৈচিত্র্যময়। পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে অনেক স্কলার ছুটে এসেছেন এই বৈচিত্র্য নিয়ে গবেষণা করতে। অনেকেই স্থায়ীভাবে এ দেশে বসবাসের সিদ্ধান্তও নিয়েছেন। কিন্তু এই শক্তি ও সৌন্দর্যকেই হামলার লক্ষ্যবস্তু করা হচ্ছে; মুছে দেওয়ার চেষ্টা চলছে।

প্রশ্ন হতে পারে, অন্তর্ভুক্তিমূলক রাষ্ট্র ও সমাজ গঠনের প্রতিশ্রুতি দিয়ে ক্ষমতাসীন হওয়া সরকার তাহলে কী করছে? এর সহজ উত্তর হতে পারে, সরকার হিরো-ডেভিল গেম খেলছে। সরকারের প্রশংসা করলে হিরো; তা না হলেই ফ্যাসিস্টের দোসর অথবা ডেভিল। প্রধান উপদেষ্টা বাংলা একাডেমির ঘটনায় দুঃখ প্রকাশ করেছেন বটে, কিন্তু সংস্কৃতি উপদেষ্টা 'সমঝোতা' পলিসি নিয়ে দু-একটি জায়গায় ক্ষত মেরামতের প্রচেষ্টায় আছেন। এমনকি কারা বিরোধিতা করছে, কেন বিরোধিতা করছে, সেটি না খুঁজে অনুষ্ঠান বন্ধ বা পণ্ড হওয়ার পুরো দায় চাপানোর চেষ্টা করছেন আয়োজকদের ওপর। বলছেন, হুমকিদাতারা আয়োজকদের পছন্দ করছেন না; তাই আপত্তি তুলছেন।

অধিকাংশ ঘটনায় হুমকিদাতা বা হামলাকারীরা আগেই সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে বিষয়টি জানান দিয়েছেন। কিন্তু এক প্রকার ফৌজদারি অপরাধ হলেও, তাদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে না। ঘটনা ঘটার পর নিন্দা এবং দুঃখ প্রকাশ করা হচ্ছে। তাতেই যেন সরকারের কাজ শেষ!

অনেকেই সামাজিক মাধ্যমে মন্তব্য করছেন, সরকারের নিয়ন্ত্রণে অনেক কিছুই নেই। আবার কেউ কেউ বলছেন, একটি ছায়া সরকার সব পরিচালনা করছে। এগুলো সরকারকে আলোচনা থেকে সরিয়ে রাখার কৌশল। সরকার যদি এগুলোর বিহিত করতে না পারে, তা সরাসরি বললেই তো হয়। এতে অন্তত সরকারের এক প্রকার জবাবদিহি হবে; জনগণও নিজ করণীয় ঠিক করতে পারবে।

আমি দৃঢ়ভাবে মনে করি, এ সরকার কোনোভাবেই অরাজনৈতিক নয়; সম্পূর্ণ রাজনৈতিক সরকার। হয়তো নির্দিষ্ট কোনো রাজনৈতিক দলের সরকার নয়। কিন্তু হিড়িক তুলে উৎসব-অনুষ্ঠান বন্ধ করা নিঃসন্দেহে অরাজনৈতিক বিষয় নয়। এসব নিয়ে রাষ্ট্রীয় বক্তব্য যে নেই, এটিও রাজনীতির অংশ। সরকার কোন জায়গায় কথা বলছে, কোন জায়গায় কথা বলছে না; কাদের বিরুদ্ধে কথা বলছে, কাদের বিরুদ্ধে কথা বলছে না; নিশ্চিতভাবে তা সরকারের রাজনৈতিক আদর্শের পরিচায়ক।

এখানে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হলো, কোনো গোষ্ঠীর পছন্দ-অপছন্দ কি সংস্কৃতির গতিপথ নির্ধারণ করে? এ বিষয়ে সনদ বিতরণ করার দায়িত্ব কি সরকার ওই গোষ্ঠীর হাতে ছেড়ে দিয়েছে? হিরো-ডেভিল সনদও কি তবে এই প্রক্রিয়ার অংশ? কোনো দেশের সরকার কি তার নাগরিকদের ইচ্ছামতো তকমা দিতে পারে? কিংবা অন্যরা তকমা দিয়ে কারও আনুষ্ঠান বন্ধ করলে তাদের পক্ষে কি সরকার সাফাই গাইতে পারে? এ দেশে কি 'সমঝোতা'র নাগরদোলাতেই চলতে থাকবে উৎসব-অনুষ্ঠানের চরকি?

মব আসলে কোনো হুজুগে বিষয় নয়। কারা মব করছে, কেন করছে–এটি বোঝা দুরূহ নয়। সরকার জানছে না, বুঝছে না–বিষয়টি কিন্তু এমন নয়। মব বর্তমানে একটি গোষ্ঠীর আদর্শিক ব্যানার থেকেই হচ্ছে এবং রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা পাচ্ছে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে আন্দোলন ঠেকাতে সরকার নিজেও মবকে উৎসাহিত করছে।

আমরা আপাতত এটুকু বলতে পারি, জনগণ সবই দেখছে ও বুঝতে পারছে। এই দেখা ও বোঝার ফল শেষমেশ কী দাঁড়ায়–ইতিহাসে তার নজিরও তো কম নেই।

জোবাইদা নাসরীন: শিক্ষক, নৃবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

## ড. মোহাম্মদ আবদুল মজিদ

যা কিনা অত্যন্ত প্রয়োজন ছিল।

কিভাবে এবং কেন আমাদের মূল্যবোধের অবক্ষয় শুরু হয়েছে তার ব্যাখ্যা এ প্রসঙ্গে করাটা যুক্তিযুক্ত বৈকি। তদানীন্তন পাকিস্তান সরকারের আগ্রাসী নীতি, গোষ্ঠীপ্রীতি এবং ঐতিহ্য হত্যাকারী মনোভাবের বিরুদ্ধে আমরা কণ্ঠ সোচ্চার করেছিলাম। সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ হয়েছিলাম। তদানীন্তন সরকারের গোটা প্রশাসন যন্ত্র ছিল নানা প্রকার হীনতাদুষ্ট। বস্তুগত দৃষ্টিতে এসব থেকে মুক্ত এবং রহিত এবং শোষণহীন সমাজ গঠনই ছিল আমাদের সেদিনকার সংগ্রামের মূল মেনিফেস্টো। কিন্তু ভাষা আন্দোলনের পর ৭৩ বছরে এবং স্বাধীনতার পর গত ৫৩ বছরে আমরা সে সবের বাস্তবায়নের কতটুকু সফলতা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছি- এ মুহূর্তে তা বিবেচ্য। শোষক সমাজের স্বভাব পাল্টেছে কিনা দেখার বিষয়।দেশের সাধারণ মানুষ একদিন এ শোষণনীতি থেকে মুক্তি পেতে সংগ্রাম করেছিলেন- আশায় বুক বেঁধেছিলেন। কিন্তু স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশে যদি দেখা যায় শোষণ চলছে, অর্থনৈতিক সামাজিক ক্ষেত্রে বৈষম্য দুর্দশা দূর হয়নি; বরং বেড়েছে, যদি দেখা যায় সমাজে নিঃস্ব আরো নিঃস্ব হয়েছে; আর বিত্তশালী আরো বিত্তশালী হয়েছে। সাধারণ মানুষ হতভাগার মতো এসব দেখতে দেখতে তাদের আগের সেই মূল্যবোধ যাবে হারিয়ে।

আকাশ সংস্কৃতির বদৌলতে বিদেশী ভাষা ও সঙ্গীত সাহিত্যের অনাকাঙ্ক্ষিত অনুপ্রবেশ, নানান উপায়ে যদি চলে অর্থনৈতিক আগ্রাসন, স্বনির্ভর ও স্বয়ম্ভরযোগ্য অর্থনীতি পঙ্গু করতে যদি চলে অধীন করার কূটপ্রয়াস, জনগণের কথা বলে গণ-অধিকারের অপব্যবহার, জনসেবার নামে যদি জনগণের হয়রানি বেড়ে চলে তাহলে একুশের মূল্যবোধ মূহ্যমান হয়ে পড়বে। সবাই দেখছেন শিক্ষায় অরাজকতা অনুপ্রবেশ করেছে, প্রতিবাদী ও প্রগতিশীল ছাত্রসমাজ আজ যেন অনিমেষ যাত্রী, আদর্শ ছাড়া, শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের মধ্যে নেই সেই পবিত্র সম্বন্ধ। বড় দুঃখের হলেও বলতে হয়, একদিন যে কবি সংস্কৃতিকর্মী শিক্ষক বুদ্ধিজীবী আর্থ-সামাজিক রাজনৈতিক অন্যায়-অনিয়মের বিরুদ্ধে ছিলেন সোচ্চার, লিখেছিলেন এন্তার কবিতা ও গান, মেধা ও মনন দিয়ে গড়ে তুলেছিলেন প্রতিরোধের দেয়াল, তারাও যেন ভিন্ন পথযাত্রী সেজে নির্বিকার দর্শকের ভূমিকায়। তারা দ্বিধাবিভক্ত, দলীয় শ্রেণিগত অনিরপেক্ষতায় কোণঠাসা।

স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশে তেমন উল্লেখযোগ্য সৃজনশীল সাহিত্য চলচ্চিত্র গান রচিত হয়নি। যেমন হয়েছিল স্বাধীনতা-পূর্ব কালে। আমাদের সাংস্কৃতিক অঙ্গনেও সে অর্থে তেমন উল্লেখযোগ্য কোনো জয়যাত্রা সূচিত হয়নি; বরং অপাঙ্‌ক্তেয় অগ্রহণযোগ্য বিদেশী সংস্কৃতির বিকৃত উচ্চারণের অভিলাষ যেন অবিরত। অর্থনৈতিক স্বাধীনতা অর্জন ছাড়া রাজনৈতিক স্বাধীনতা নির্মল নয়, নয় অর্থবহও। অর্থনৈতিক জীবনযাত্রা বাধাগ্রস্ত করে কিংবা উদাসীন থেকে কোনো প্রয়াস প্রচেষ্টা অর্থবহ পরিণতিতে নিয়ে যাওয়া দুষ্কর।

**লেখক : সাবেক সচিব, এনবিআরের সাবেক চেয়ারম্যান**

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৭১৮-৩৮০-৬৭১২

# সাহিত্য

## জীবনানন্দের ‘বনলতা সেন’: এক অনন্য সৃষ্টি

### বিচিত্র কুমার

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে এমন কিছু কবিতা রয়েছে, যেগুলো যুগের পর যুগ পাঠকের মন ছুঁয়ে গেছে, আবেগ জাগিয়েছে, ভাবনার খোরাক যুগিয়েছে। এসব কবিতা শুধু ভাষার কারুকার্যে নয়, বরং তাদের অন্তর্নিহিত সৌন্দর্য, ভাবগাম্ভীর্য এবং ব্যঞ্জনার জন্য কালজয়ী হয়ে উঠেছে। জীবনানন্দ দাশের ‘বনলতা সেন’ তেমনই এক অনন্য সৃষ্টি, যা একদিকে নিঃসঙ্গ পথিকের অব্যক্ত ক্লান্তির দলিল, অন্যদিকে প্রেম ও আশ্রয়ের চিরন্তন অনুসন্ধানের প্রতিচ্ছবি। কবিতাটি কেবল একটি রোমান্টিক কাব্য নয়; এটি মানবজীবনের অন্তহীন পথচলা, ক্লান্তি এবং এক পরম প্রশান্তির সন্ধানের প্রতীক হয়ে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে স্থায়ী আসন করে নিয়েছে।

জীবনানন্দ দাশ বাংলা কবিতায় এক স্বতন্ত্র ধারা সৃষ্টি করেছেন, যা রবীন্দ্রোত্তর কাব্যজগতে এক নবতর মাত্রা এনে দেয়। তিনি নিসর্গ, নির্জনতা, ইতিহাস এবং বিমূর্ততার সমন্বয়ে এমন এক কাব্যভাষা নির্মাণ করেন, যা তাঁর কবিতাকে অন্যদের থেকে আলাদা করে তোলে। তাঁর কবিতায় প্রকৃতির রূপ যেমন জীবন্ত হয়ে ওঠে, তেমনই মানবজীবনের ক্লান্তি, ব্যর্থতা ও বিষাদ এক অনবদ্য কাব্যিক পরিমন্ডল সৃষ্টি করে। ‘বনলতা সেন’ কবিতাটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৩৫ সালে ‘কবিতা’ পত্রিকায় এবং পরে ১৯৪২ সালে তাঁর কাব্যগ্রন্থ ‘সাতটি তারার তিমির’-এ সংকলিত হয়। প্রকাশের পর থেকেই কবিতাটি বিপুল জনপ্রিয়তা লাভ করে এবং বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে এক অবিস্মরণীয় সৃষ্টি হিসেবে স্বীকৃতি পায়।

কবিতাটি মূলত তিনটি স্তরকে বিভক্ত, যেখানে এক ক্লান্ত পথিকের অনন্ত যাত্রার কথা বলা হয়েছে। প্রথম স্তবকে কবি তাঁর বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত পথচলার কথা স্মরণ করেন। সিংহল সমুদ্র, মালয় সাগর, বিদর্ভ নগরী ইত্যাদির নাম উল্লেখ করে তিনি তাঁর অশেষ ভ্রমণের একটি দৃশ্যপট তৈরি করেন। এটি নিছক ভৌগোলিক যাত্রা নয়, বরং এক অনন্তকালব্যাপী মানসিক ও দার্শনিক যাত্রার প্রতীক। কবির এই পথচলা আসলে মানবজীবনের অনন্ত পথের ইঙ্গিত দেয়, যেখানে ক্লান্তি, একাকিত্ব ও আশ্রয়ের আকাঙ্ক্ষা চিরন্তন সত্য। এই দীর্ঘ ভ্রমণের শেষে একমাত্র শান্তির প্রতীক হয়ে ওঠে বনলতা সেন।

দ্বিতীয় স্তবকে বনলতা সেনের সৌন্দর্য ও রূপ-বর্ণনা করা হয়েছে। তাঁর চুল বিদিশার রাত্রির মতো গভীর, মুখ শ্রাবস্তীর কারুকার্যের মতো নিখুঁত, আর তাঁর চোখ যেন অগণিত নক্ষত্রের আলো। এই বর্ণনা নিছক এক নারীর নয়; বরং এখানে নারী হয়ে উঠেছে এক শাশ্বত সৌন্দর্যের প্রতীক। বনলতা সেন যেন প্রকৃতিরই আরেক রূপ, যার মধ্যে লুকিয়ে আছে এক মায়াবী আকর্ষণ। তৃতীয় স্তবকে এসে কবি বলেন, রাত্রি যখন গভীর হয়ে আসে, সমস্ত পৃথিবী যখন ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়ে, তখনই তিনি শান্তি খুঁজে পান বনলতা সেনের চোখে। পথিকের জন্য বনলতা সেন এক অবসানের প্রতীক—এক দীর্ঘ পরিক্রমার শেষে আশ্রয়ের সন্ধান। এখানে বনলতা সেন কেবল একজন প্রেমিকা নন; তিনি যেন সেই শাশ্বত আরাধ্যা, যাঁর মধ্যে ক্লান্ত আত্মা প্রশান্তির ছোঁয়া খুঁজে পায়।

‘বনলতা সেন’ কবিতার ব্যঞ্জনা বিশ্লেষণ করলে বোঝা যায়, এটি শুধুমাত্র প্রেমের কবিতা নয়, বরং এটি এক ক্লান্ত পথিকের আত্মিক প্রশান্তির অন্বেষণের কাহিনি। কবিতায় ব্যবহৃত প্রতীক ও চিত্রকল্প একে করে তুলেছে আরও গভীর ও অর্থবহ। পথচলা এখানে মানবজীবনের প্রতীক, যেখানে মানুষ অবিরাম সংগ্রাম করে চলে, ক্লান্ত হয়, বিশ্রাম খোঁজে এবং অবশেষে কোনো এক আশ্রয়ে শান্তি লাভ করে। বনলতা সেন সেই চিরকালীন আশ্রয়, যার মধ্যে সময়ের সমস্ত ক্লান্তি গলে গিয়ে এক স্নিগ্ধ প্রশান্তিতে রূপ নেয়।

এই কবিতার একটি বিশেষ দিক হলো এর ইতিহাস ও ভৌগোলিক প্রসঙ্গ। বিদিশা, শ্রাবস্তী, সিংহল সমুদ্র, মালয় সাগরের উল্লেখ কবিতার ব্যাপ্তিকে বিস্তৃত করেছে। এসব স্থান শুধু ভৌগোলিক পরিসরের জন্য ব্যবহৃত হয়নি, বরং এগুলো সময়ের এক বিশাল প্রবাহকে বোঝাতে ব্যবহৃত হয়েছে। কবি যেন বলতে চান, মানুষ কেবল এক জীবনের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়; তার অস্তিত্বের শেকড় বহু শতাব্দী পেরিয়ে এক দীর্ঘ ইতিহাসের সঙ্গে জড়িয়ে আছে।

বনলতা সেনের সৌন্দর্য বর্ণনায় যে রূপকল্প ব্যবহার করা হয়েছে, তা বাংলা কবিতার পরিমন্ডলে এক নতুন মাত্রা যোগ করেছে। বিদিশার রাত্রি তাঁর চুলের রূপকে ব্যবহৃত হয়েছে, যা একদিকে গভীরতা, রহস্য ও আকর্ষণের ইঙ্গিত দেয়। শ্রাবস্তীর কারুকার্যের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে তাঁর মুখাবয়ব, যা তাঁর সৌন্দর্যের মাধুর্যকে প্রকাশ করে। অগণিত নক্ষত্রের আলো দিয়ে তাঁর চোখের উজ্জ্বলতা বোঝানো হয়েছে, যা পাঠকের কল্পনায় এক স্বপ্নিল সৌন্দর্যের ছবি আঁকে। এসব উপমা কেবল এক নারীর রূপবর্ণনা নয়, বরং এটি এক আদর্শ সৌন্দর্যের প্রতীকায়ন, যা কল্পনাকে ছুঁয়ে যায়।

এই কবিতার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো নারী ও প্রকৃতির একাত্মতা। জীবনানন্দ দাশের কবিতায় প্রকৃতি এবং নারী প্রায়শই একে অপরের প্রতিরূপ হিসেবে প্রকাশ পায়। বনলতা সেন এখানে প্রকৃতির মতোই রহস্যময়, স্নিগ্ধ এবং শাশ্বত। প্রকৃতি যেমন অবিচল, তেমনই বনলতা সেনও এক স্থির সৌন্দর্যের প্রতীক। কবির কাছে বনলতা সেন শুধুমাত্র একজন ব্যক্তি নন, তিনি এক আদর্শ, এক স্বপ্ন, এক আশ্রয়।

‘বনলতা সেন’ কবিতাটি যে শিক্ষাগুলো প্রদান করে, তার মধ্যে অন্যতম হলো মানবজীবনের ক্লান্তি ও বিশ্রামের প্রয়োজনীয়তা। আমরা সবাই কোনো না কোনোভাবে পথিক, জীবনের অনন্ত পথে ছুটে চলেছি। এ পথচলায় ক্লান্তি আসে, একাকিত্ব আসে, তখন আমরা আশ্রয় খুঁজি। বনলতা সেন সেই আশ্রয়ের রূপক, যেখানে আমরা আমাদের মানসিক শান্তি খুঁজে নিতে চাই।

এছাড়াও, কবিতাটি আমাদের শেখায় যে সময় চিরন্তন, কিন্তু জীবন ক্ষণস্থায়ী। কবি তাঁর কবিতায় সময়ের দীর্ঘ প্রবাহকে ফুটিয়ে তুলেছেন, যেখানে মানুষের অস্তিত্ব যেন ক্ষণিকের এক বিন্দু মাত্র। কিন্তু সেই অস্থায়ী জীবনের মধ্যেও কিছু কিছু মুহূর্ত, কিছু কিছু স্মৃতি চিরস্থায়ী হয়ে ওঠে, যেমন বনলতা সেন।

জীবনানন্দ দাশের কবিতা বরাবরই এক বিমূর্ত সৌন্দর্যের দিকে ইঙ্গিত করে, যেখানে বাস্তবতা এবং কল্পনা মিলেমিশে এক অপূর্ব রূপ লাভ করে। ‘বনলতা সেন’ও সেই বিমূর্ততার দৃষ্টান্ত। এটি একদিকে বাস্তব, অন্যদিকে কল্পনার এক অসাধারণ ফসল। কবির নিখুঁত চিত্রকল্প, উপমা ও প্রতীকী ব্যবহারের কারণে কবিতাটি এক পরাবাস্তব অনুভূতির জন্ম দেয়, যা পাঠকের মনে গভীরভাবে গেঁথে যায়।

সর্বোপরি, ‘বনলতা সেন’ কেবল একটি কবিতা নয়, এটি এক অনুভূতি, এক আকাঙ্ক্ষা, এক অনন্তপথের শেষপ্রান্তে আশ্রয়ের সন্ধান। এটি সময়ের ওপারে দাঁড়িয়ে থাকা এক চিরসবুজ সৃষ্টি, যা পাঠকের মনে চিরকালীন এক আবেশ সৃষ্টি করে। জীবনানন্দ দাশ তাঁর সৃষ্টিশীল প্রতিভার মাধ্যমে বাংলা সাহিত্যে যে অসামান্য অবদান রেখেছেন, তার মধ্যে ‘বনলতা সেন’ নিঃসন্দেহে এক অনন্য কীর্তি। এ কবিতা প্রজন্মের পর প্রজন্ম পাঠকের হৃদয়ে এক নতুন আবেগ সৃষ্টি করবে, আর তার ব্যঞ্জনা কখনোই ম্লান হবে না।

দৃষ্টি আকর্ষণ!

কবি এবং সাহিত্যিকদের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে, যাঁদের লেখা জন্মভূমি সাপ্তাহিকে প্রকাশিত হয়, তাদের কবিতা সহ অন্যান্য লেখা জন্মভূমি অনলাইনে নিয়মিত আপলোড করা হচ্ছে । আপনার লেখা দেখতে ভিজিট করুন ঃ
www.jonmobhumi.com

## বই মেলাতে চল

### মমতা মজুমদার

বাবু সোনা ময়না সোনা
কোথায় গেলি বল?
নতুন বইয়ের গন্ধ নিতে
বই মেলাতে চল্।

রঙিন পাতায় ছন্দ তালে
লেখা ছড়ার বই
বই মেলাতে ঘুরে ঘুরেই
পাতবো নতুন সই।

মজার মজার বই কিনব
খাবো অনেক কিছু
তোদের হাতে হাতটা রেখে
ঘুরব পিছুপিছু।

বইয়ের সাথে ভাব বিনিময়
করব সবাই মিলে
আয়রে তোরা এবার সবাই
সেজে আকাশ নীলে।

## একুশ

### আসাদ সরকার

ফাগুন এলে গন্ধ ছড়ায়
মিষ্টি ফুলের ঘ্রাণে,
ফেব্রুয়ারি একুশ এলে
কষ্ট মায়ের প্রাণে।

ফাগুন এলে সবুজ বন যে
ভাসে ফুলের গন্ধে,
একুশ এলে বইয়ের পাতা
কবি গড়ে ছন্দে।

ফুল পাখিদের প্রেম জমে যায়
ফাগুনেরই সনে,
একুশ এলে চেতনাটা
জাগে জাতির মনে।

## মাতৃভাষা

### এম. আবু বকর সিদ্দিক

মাগো তোমায় বাংলা ভাষায়
মা বলেই ডাকি,
তোমার তরে শ্রদ্ধাভরে
নত করি আখি।

দোয়েল শ্যামা মায়ের ভাষায়
ডাকে মধুর সুরে,
ডানা মেলে যেদিক খুশি
বেড়ায় ঘুরে ঘুরে।

অ আ ই ক খ গ ঘ
আমার প্রাণের ভাষা,
এই ভাষাতে কথা বলে
মেটাই মনের আশা।

সালাম বরকত রফিক জব্বার
দেশের সেরা ছেলে,
ভাষার জন্য বুকের তাজা
রক্ত দিল ঢেলে।

মাতৃভাষার জন্য যারা
বিলিয়ে দিলে প্রাণ,
তোমরা শহীদ তোমরা অমর
তোমরা জাতির মান।

## একুশের কবিতা

### কনক কুমার প্রামানিক

ফেব্রুয়ারির একুশ তারিখ
মনে বড় ব্যথা,
বিষন্নতায় মনে পড়ে
শহিদ ভাইয়ের কথা।

রফিক শফিক ও বরকতের
রক্তে ভাসে দেশ,
ভাষার জন্য রক্তের বন্যা
হয়না যেন নিঃশেষ।

হায়েনাদের রক্ত চক্ষু
ডরে নাকো যে বীর,
মায়ের ভাষা ফিরে আনবে
উচ্চ করে নিজ শির।

## একুশ

### সুশান্ত কুমার দে

একুশ তুমি পূজ্য
পুব আকাশের সূর্য,
সবুজ বনে রক্তে রেঙে
বাজাও রণ তূর্য!

একুশ তুমি বীরত্ব গাঁথা
বর্ণমালার মিছিলে হাঁটা,
কৃষক শ্রমিক ছাত্র জনতা
একটা দাবীর জীবন সাঁটা।

একুশ তুমি মায়ের বুলি
ছোট্ট শিশুর রংয়ের তুলি,
বাংলা ভাষার পোক্ত দলিল
সোঁদা গন্ধের ধূসর ধূলি।

একুশ তুমি কবির কথা
সবুজ পাতায় নকশিকাঁথা,
পলাশের লাল আলপনায়
এক টুকরো স্বাধীনতা!

## বাংলা ভাষার গান

### মজনু মিয়া

আমার ভাষা মিটায় আশা
এই ভাষাটা মায়ের,
তপ্ত রোদে জুড়ায় দেহ
বট বৃক্ষ ছায়ের।

লেখতে ভালো বলতে ভালো
জ্বালিয়ে সুখ আলো,
মায়ের ভাষার গুণ গান গাই
দূর করতে সব কালো।

শহীদ হয়ে ভাষা লয়ে
অমর একুশের মাস,
শ্রদ্ধায় নতশিরে স্মরণ
চির অম্লান বিশ্বাস।

## একুশ

### শ্যামল বণিক অঞ্জন

একুশ আমার শোকের স্মৃতি
একুশ আমার আশা,
একুশ আমার দুচোখের জল
একুশ একটু হাসা।
একুশ আমার ভাইয়ের রক্তে
লেখা ইতিহাস
একুশ আমার মা বোনদের
তপ্ত দীর্ঘশ্বাস।
একুশ আমার নাড়ীর টানের
অসীম ভালোবাসা,
একুশ আমার নবজন্ম
একুশে জন্ম ভাষা,
আমার বাংলা ভাষা।

## একুশ দুঃখ আনে

### মাহবুব-এ-খোদা

বছর ঘুরে একুশ আসে
স্মৃতি চোখে ভাসে,
ভাষার জন্য জীবন দিয়ে
হয়তো তারা হাসে।
প্রভুর দেওয়া বাংলাভাষা
পাক নিতে চায় কেড়ে,
বাংলামায়ের দামাল ছেলে
তাই দিলো সব তেড়ে।
বুলেট বোমা ছুড়লো তারা
যাইনি তবু হেরে,
রাষ্ট্রভাষার স্বীকৃতি নেয়
পাক-হানাদার মেরে।
রফিক শফিক আরও কতো
প্রাণের বিনিময়ে,
উর্দুর আশা ত্যাগ করে যায়
লাঠিসোঁটার ভয়ে।
বাংলার জন্য রক্ত ঝরায়
একুশের গান ধরি!
দিনটি ছিল আটই ফাগুন
কেউ কি বলো স্মরি?

## বাংলা পেলাম

### নুশরাত রুমু

বাংলা একটি ভাষা
একটি প্রতিবাদের স্লোগান।
বাংলা আমাদের শিরায়
রক্তের স্রোতের মূল অভিধান।
বাংলার জন্য ফাগুনের আগুনে
সমস্বরে গর্জে ওঠা।
বাংলাকে পেতে প্রথম
নিষেধের দেয়াল ভাঙা।
রাজপথ মিছিলে উত্তাল হয়,
"রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই"
বাংলা পেলাম অবশেষে
রক্তগঙ্গা উজাড় করে।

## আমার ভাষা আমার আশা

### নবী হোসেন নবীন

আমার ভাষা আমার আশা
অধিকার প্রকাশের অধিকার।
আশার গুড়ে বালি দিয়ে
আমার মুখে যে লাগাবে তালা
তার বুকে ধরাব আমি
মরণ বিষের জ্বালা।
রক্ত দিয়ে কিনেছি ভাষা
প্রাণ দিয়ে প্রাণে জাগিয়েছি আশা
প্রাণ হতে প্রিয় তাই
আমার বাংলা ভাষা।
কথা বলার অধিকার
খর্ব করে জারি করা কোনো ফরমান
কোনো কালে মানেনি তরুণ
মানবে না কোনো নও-জোয়ান।

## একুশ মানে

### ইলিয়াছ হোসেন

একুশ মানে পাক শাসকের
উর্দু চেপে দিয়া,
একুশ মানে বীর বাঙালির
ক্ষোভে কাঁপে হিয়া।

একুশ মানে বাংলা রক্ষায়
তাঁরা শপথ করে,
মায়ের ভাষা রক্ষা করে
ফিরবে তবে ঘরে।

একুশ মানে সালাম বরকত
নামে রাজপথে,
গুলি খেয়ে রক্ত ঝরে
তাঁদের দেহ হতে।

একুশ মানে তাজা রক্তে
টিকে বাংলা ভাষা,
এই ভাষাতে কথা বলে
মেটে মনের আশা।

একুশ মানে শহিদ ভাইদের
একদিন স্মরণ নয়,
একুশ মানে সারা বছর
স্মরণ করতে হয়।

## রক্তে ভাসে বর্ণ

### বিজন বেপারী

ফাগুন দিনে শিমুল পলাশ
রক্তে রাঙা ঢেউ
ভাষার টানে পথে নামে
রয় না ঘরে কেউ।

উনিশশতো বাহান্ন সাল
একুশ তারিখ ভোরে
রফিক শফিক সালাম শহিদ
মায়রে হৃদয় পোড়ে।

রক্তে ভাসে শুকনো নদী
রক্তে ভাসে বর্ণ
জীবন দিলো ভাষা সৈনিক
ওঁরা দাতা কর্ণ।

www.jonmobhumi.com

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৭১৮-৩৮০-৬৭১২

ধর্ম

# যোগীর তত্ত্বাবধানে ‘ডিজিটাল মহাকুম্ভ’, বাস্তব হচ্ছে মোদির স্বপ্ন

প্রয়াগরাজে গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতীর সঙ্গমস্থলে ৪০ কোটি পুণ্যার্থীর জন্য গড়ে তোলা হচ্ছে এক অস্থায়ী নগরী।

হেমন্ত মৈথিল, মহাকুম্ভ নগর: প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ‘ডিজিটাল মহাকুম্ভ’-এর স্বপ্ন সার্থক করছেন উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। স্বপ্নের বাস্তবায়নে রাজ্যের নতুন প্রতিষ্ঠিত ৭৬তম জেলা ‘মহাকুম্ভ নগরে’ রেকর্ড সময়ে যাবতীয় নাগরিক পরিষেবা প্রদান করেছেন যোগী। এই মুহূর্তে কুম্ভমেলা ২০২৫-এর প্রস্ড়ুতি তুঙ্গে।

এবারই প্রথম মেলা আয়োজনে ডিজিটাল প্রযুক্তিকে ব্যাপক হারে কাজে লাগানো হয়েছে। যোগী সরকারর তরফে তৈরি করা হয়েছে ‘মহাকুম্ভ ল্যান্ড অ্যান্ড ফেসিলিটি অ্যালোকেশন’ অ্যাপ। সেখানে এক ক্লিকেই জানা যাচ্ছে পুণ্যার্থীদের প্রয়োজনের যাবতীয় তথ্য। এই অ্যাপের মাধ্যমেই পরিষেবা মিলছে দ্রুত। মেলায় অংশগ্রহণের আবেদন করা যাচ্ছে অ্যাপেই। মেলাপ্রাঙ্গনে স্থান পাওয়া এবং পরিষেবা সংক্রান্ড় অনুমোদনের মিলেছে কি না, তাও বলে দেবে অ্য়াপ। মুখ্যমন্ত্রীর যোগীর নজরদারিতে এবারে মেলায় বাড়ছে স্টলের সংখ্যাও। ২০১৯-এর মেলায় যেখানে ৫৫০০টি স্থান দেওয়া হয়েছিল সাধুদের আখড়া ও অনন্যা সংস্থা, পরিষেবার জন্য। সেখানে এবার তা দেওয়া হচ্ছে ১০ হাজার আখড়া, এবং সরকারি ও বেসরকারি পরিষেবা সংস্থাকে। প্রয়াগরাজে গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতীর সঙ্গমস্থলে ৪০ কোটি পুণ্যার্থীর জন্য গড়ে তোলা হচ্ছে এক অস্থায়ী নগরী। ১৫ বর্গমাইল এলাকায় গড়ে তোলা সেই অস্থায়ী নগরীর আয়তন নিউইয়র্ক নগরের ম্যানহাটান বরো এলাকার দুইতৃতীয়াংশ। ১৩ জানুয়ারি থেকে ২৬ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ড় চলবে ভারতে হিন্দু পুণ্যার্থীদের সবচেয়ে বড় সমাবেশ।

কুম্ভ মেলার মুখপাত্র বিবেক চতুর্বেদীর জানান, ৩৫ থেকে ৪০ কোটি মানুষ জড়ো হবেন। তাঁদের জন্য জরুরি সব ব্যবস্থা করা হচ্ছে। রাস্ত, সেতু, বিদ্যুৎ, পানীয় জল, নিকাশি ব্যবস্থার বন্দোবস্ড়। অসংখ্য তাঁবু খাটানো হচ্ছে। তৈরি করা হয়েছে দেড় লাখ অস্থায়ী শৌচাগার, বিদ্যুৎ সরবরাহে পোঁতা হয়েছে ৬৮ হাজার বিদ্যুতের খুঁটি। খাওয়াদাওয়ার জন্য থাকছে কমিউনিটি কিচেন। যেখানে একসঙ্গে ৫০ হাজার জন খেতে পারবেন।

মনে করা হচ্ছে, আগামী বছর মহাকুম্ভর আসর নির্বিঘ্নে উদযাপন করা হিন্দুত্ববাদী বিজেপি সরকারের বড় চ্যালেঞ্জ। সেই কাজ সাফল্যের সঙ্গে করছেন উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ড়্রী যোগী আদিত্যনাথ। বাস্তবায়িত হচ্ছে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির স্বপ্ন।

## প্রয়াগরাজে মহাকুম্ভে ৪০ কোটি পুণ্যার্থী সমাগমের আশা

প্রয়াগরাজ: প্রতীক্ষার একযুগ। ২০২৫ সালে মহাকুম্ভ অনুষ্ঠিত হচ্ছে প্রয়াগরাজে। আগামী বছরের ১৩ জানুয়ারি থেকে ২৬ ফেব্রুয়ারি চলবে মেলা। গঙ্গা, যমুনা এবং অন্ড়ঃসলিলা সরস্বতী নদীর সঙ্গমস্থল প্রয়াগরাজ। সেখানে সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণভাবে মেলা পরিচালনা করতে যোগীর প্রশাসনের ব্যস্ড় তা এখন তুঙ্গে। পুণ্যার্থীদের যাতে কোনওরকম অসুবিধা না হয়, তার সবরকম আয়োজন করা হচ্ছে। ২০১৯ সালে অর্ধকুম্ভ মেলায় ৩২ কোটি ভক্তের সমাগম হয়েছিল প্রয়াগরাজে। এবারের মহাকুম্ভে সেই সংখ্যা ৪০ কোটি পেরিয়ে যাবে বলে আশা যোগীর প্রশাসনের।

গত দু’মাস ধরে চলছে বিশ্বের বৃহত্তম মেলার প্রস্ড়ুতি। পরিকাঠামো থেকে নিরাপত্তা ব্যবস্থা সবকিছুই ঢেলে সাজানো হচ্ছে। কোটি কোটি পুণ্যার্থীদের কথা মাথায় রেখে ইতিমধ্যে তৈরি হয়ে গিয়েছে ১ লক্ষ ৬০ হাজার তাঁবু ও দেড় লক্ষের বেশি শৌচাগার। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখতে মেলা প্রাঙ্গণে নিযুক্ত থাকবেন ১৫ হাজারের বেশি সাফাইকর্মী। এছাড়াও ১২৫০ কিলোমিটার দীর্ঘ জলের পাইপলাইন, ৫০ হাজার পানীয় জলের সংযোগ, ৬৭ হাজার এলইডি লাইট, দু’হাজার সোলার লাইট, ২০০টি এটিএম এবং পরিবেশ সুরক্ষায় ৩ লক্ষের বেশি গাছের চারা বসানোর কাজ সম্পন্ন হয়েছে। মেলা প্রাঙ্গণে আসার জন্য ৯০টি রাস্ড়ার সংস্কার, স্নানের জন্য ১২টি অস্থায়ী ঘাটও তৈরি হয়েছে। নদীর তীরবর্তী এলাকায় ১২টি অস্থায়ী রাস্তা এবং সাতটি বাসস্ট্যান্ড নির্মাণও সম্পন্ন করে ফেলেছে প্রশাসন। আলাপনা এঁকে সাজানো হয়েছে রাস্তাঘাট। এছাড়াও ১০০ শয্যার এবং ২০ বেডের দু’টি সাব-সেন্টার হাসপাতালও তৈরি হয়েছে সেখানে।

এবার আড়েবহরে বাড়ানো হয়েছে মেলাপ্রাঙ্গণ। ২০১৯ সালে অর্ধকুম্ভ হয়েছিল ত্রিবেণী সঙ্গমে। তখন ৩,২০০ হেক্টর জমিতে মেলার আয়োজন করা হয়েছিল। এবার তা বেড়ে হয়েছে ৪ হাজার হেক্টর। পুণ্যলাভের আশায় ইতিমধ্যে ত্রিবেণী সঙ্গমের পথে রওনা দিয়েছেন অনেক পুণ্যার্থী।

ডাঃ ইফতেখার চৌধূরী নিয়মিত রোগী দেখছেন, যৌন সমস্যা, ডায়বেটিকস ও উচ্চ রক্তচাপ সহ জটিল , কঠিন রোগ সমূহের পরামর্শ নিতে আজই চলে আসুন

# ক্ষমা ও করুণার রাত শবেবরাত

### ফয়জুল্লাহ রিয়াদ

পাপ কাজের প্রতি তীব্র আকর্ষণ মানুষের স্বভাবজাত বৈশিষ্ট্য। এভাবেই মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে। মানুষ পাপে নিমজ্জিত হলেও, আল্লাহতায়ালা অতিশয় দয়ালু ও পরম ক্ষমাশীল। তিনি বান্দাকে ক্ষমা করতে ভালোবাসেন। মানুষ যখন পাপের কারণে অনুতপ্ত হয়ে তার দরবারে ফিরে এসে লুটিয়ে পড়ে ক্ষমা চায়, তিনি তখন খুশি হন এবং বান্দার সব গোনাহ ক্ষমা করেন। আল্লাহতায়ালা বান্দাকে ক্ষমা করার উপায় খোঁজেন। এজন্য তিনি বছরের বিভিন্ন দিন ও রাতকে ফজিলতপূর্ণ এবং মহিমান্বিত করে মানুষের প্রতি রহমত বর্ষণ ও ক্ষমতাপ্রাপ্তির সুযোগ করে দিয়েছেন। যেমন- প্রতিদিন শেষ রজনিতে আল্লাহতায়ালা বান্দাকে ডাকতে থাকেন, আছে কি কোনো অনুতপ্ত বান্দা, যে ক্ষমাপ্রাপ্তির সুসংবাদ নেবে? আছে কি কোনো বিপদগ্রস্ত, যে বিপদ থেকে মুক্তি পেতে চায়?

আছে কি কোনো জীবিকা অন্বেষী, যে আমার অফুরন্ত ভান্ডার থেকে জীবিকার নিশ্চয়তা নেবে? এমনভাবে মানুষের ছোটখাটো আমলের মাধ্যমে আল্লাহতায়ালা তাদের বড় বড় পুরস্কার প্রদান করেন এবং তাদের পাহাড়সম পাপরাশি ক্ষমা করতে থাকেন। হাদিস শরিফে এসেছে, মানুষ যখন ওজু করে, প্রতিটা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে প্রবাহিত পানির সঙ্গে তার গোনাহগুলো ধুয়েমুছে সাফ হতে থাকে। এমনভাবে অন্য আমলের মাধ্যমেও মানুষের পাপরাশি ঝরতে থাকে। ক্ষমা লাভের এমনই একটি সুযোগ হলো শাবান মাস। এটি রমজান মাসের ইবাদত-বন্দেগির ভূমিকা। মহানবি (সা.) এ মাসে বরকত লাভের দোয়া করতেন। হাদিস শরিফে, হজরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন ‘রাসূলুল্লাহ (সা.) রজব মাস আগমনে পর এ দোয়া করতেন, হে আল্লাহ! রজব এবং শাবানে আপনি আমাদের বরকত দান করুন এবং আমাদের রমজান পর্যন্ত পৌঁছে দিন।’ (শুআবুল ইমান, হাদিস : ৩৮১৫)। শাবান মাসের ১৫ তারিখ শবেবরাত। শব শব্দটি ফার্সি, এর অর্থ হলো রাত। বরাত শব্দটি আরবি ও ফার্সি উভয় ভাষায় ব্যবহৃত হয়। তবে দুই ভাষার অর্থের মধ্যে একটু পার্থক্য রয়েছে। বরাত শব্দটি আরবি ‘বারাআতুন’ থেকে ব্যবহৃত হলে এর অর্থ হবে মুক্তি। এক্ষেত্রে শবেবরাত অর্থ হবে মুক্তির রজনি। ফার্সিতে বরাত অর্থ ভাগ্য। সুতরাং শবেবরাত অর্থ হবে ‘ভাগ্যরজনি’। শব্দের উৎপত্তি যেখান থেকেই হোক এটা নিশ্চিতভাবেই বলা যায় যে, শবেবরাত শব্দটি কুরআন ও হাদিসে ব্যবহৃত কোনো শব্দ নয়। বরং এ রাতের ফজিলতের প্রতি লক্ষ রেখে কেউ এ নামটি উদ্ভাবন করেছেন, পরবর্তী সময়ে লোকমুখে তা প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। সরাসরি হাদিসের পরিভাষায়, এ রাতকে ‘অর্ধ শাবানের রাত’ বলা হয়েছে। শবেবরাতের বিশেষ গুরুত্ব ও ফজিলত রয়েছে। এ রাতে মুশরিক এবং বিদ্বেষ পোষণকারী ছাড়া সবাইকে ক্ষমা করে দেওয়া হয় মর্মে হাদিস শরিফে ঘোষণা এসেছে। হজরত মুয়াজ ইবনে জাবাল (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, ‘আল্লাহতায়ালা অর্ধ শাবানের রাতে (শবেবরাতে) সৃষ্টির দিকে (রহমতের) দৃষ্টি দেন এবং মুশরিক ও বিদ্বেষ পোষণকারী ছাড়া সবাইকে ক্ষমা করে দেন’। (সহিহ ইবনে হিব্বান, হাদিস : ৫৬৬৫)। অন্য হাদিসে হজরত আলী (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, ‘যখন অর্ধ শাবানের রাত আসে, তোমরা এ রাতে ইবাদত করো এবং দিনে রোজা রাখ। এ রাতে সূর্যাস্তের পর আল্লাহতায়ালা প্রথম আসমানে আসেন এবং ঘোষণা করেন, আছে কি কোনো ক্ষমাপ্রার্থী? আমি তাকে ক্ষমা করব। আছে কি কোনো জীবিকা অন্বেষী? আমি তাকে জীবিকা দেব। আছে কি কোনো বিপদগ্রস্ত? আমি তাকে বিপদ থেকে রক্ষা করব। এভাবে সকাল পর্যন্ত আল্লাহতায়ালা মানুষের প্রয়োজনের কথা বলে বলে ডাকতে থাকেন’ (সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদিস : ১৩৮৮)। সুতরাং, আমাদের উচিত বিশেষ এ রাতে আল্লাহতায়ালার কাছে তওবা, ক্ষমাপ্রার্থনা, কান্নাকাটি ও দোয়ার মাধ্যমে নিজেদের পাপ মোচন করা এবং আল্লাহর রহমত প্রত্যাশী হওয়া। রাসূলুল্লাহ (সা.) এবং সাহাবায়ে কেরামরা (রা.) প্রতিরাতেই বিভিন্ন ধরনের নফল ইবাদতে লিপ্ত থাকতেন। মহানবি (সা.)-**(বাকী ২৯ পাতায়)**

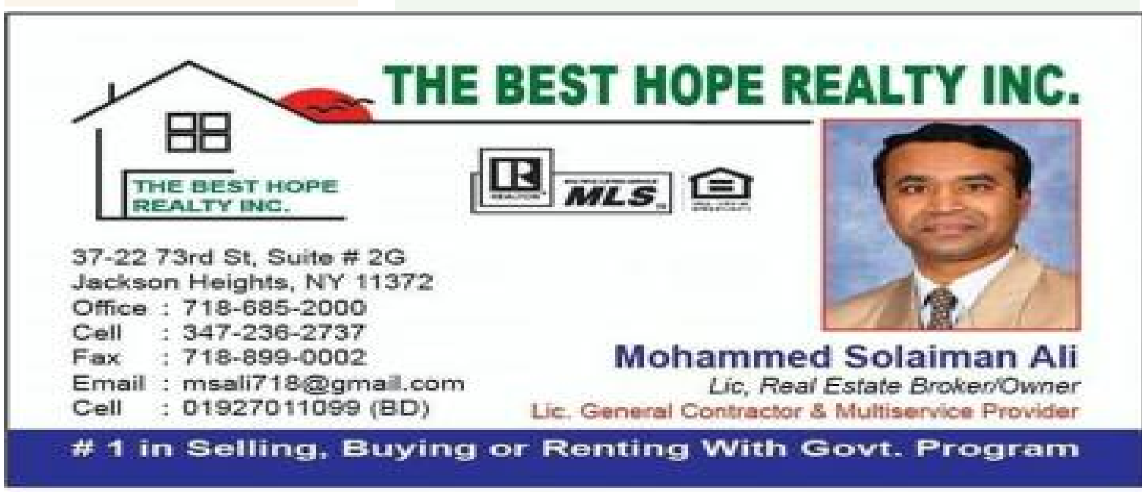


www.jonmobhumi.com

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৭১৮-৩৮০-৬৭১২

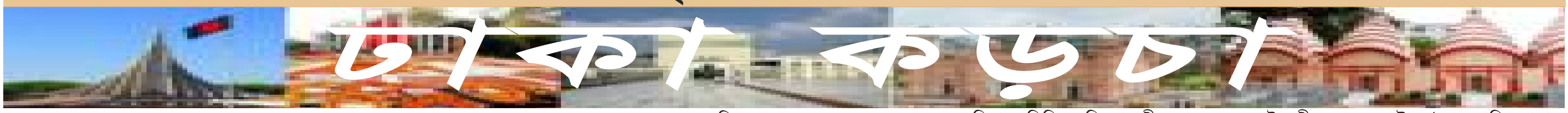

# যৌথ বাহিনীর বিশেষ অভিযান অপারেশন ডেভিল হান্টে সারা দেশে

ঢাকা, যৌথ বাহিনীর বিশেষ অভিযান অপারেশন ডেভিল হান্টে সারা দেশে আরও ৩৮৯ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। গতকাল ২৪ ঘণ্টায় তাদের গ্রেপ্তার করা হয়, এ ছাড়াও একটি দেশি পাইপ গান ও দেশি কুড়াল উদ্ধার করা হয়। গতকাল এ তথ্য জানায় পুলিশ সদর দপ্তর।

সূত্রটি বলছে, অপারেশন ডেভিল হান্ট ও অন্যান্য অপরাধে শনিবার বিকাল থেকে রবিবার বিকাল পর্যন্ত ১ হাজার ১৪০ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এর মধ্যে অপারেশন ডেভিল হান্টে গ্রেপ্তার হয়েছে ৩৮৯ জন এবং অন্য মামলা ও ওয়ারেন্টমূলে গ্রেপ্তার হয়েছে ৭৫১ জন।

চট্টগ্রাম : চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন পুলিশের (সিএমপি) ১৬ থানা এলাকায় অভিযান চালিয়ে ২৪ ঘণ্টায় আওয়ামী লীগ ও অঙ্গসহযোগী সংগঠনের আরও ২৩ জনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। গতকাল দুপুর ১টার দিকে সিএমপির পক্ষ থেকে গণমাধ্যমে পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়। শুক্রবার দিবাগত রাত থেকে শনিবার দিবাগত রাতের মধ্যে এসব অভিযুক্তদের গ্রেপ্তার করা হয়।

নাটোর : নাটোরের সিংড়া উপজেলা ছাত্রলীগের সাবেক সহসভাপতি ও উপজেলা যুবলীগের সাং-গঠনিক সম্পাদক জুবায়ের আহমেদ জয়কে গ্রেপ্তার করেছে থানা পুলিশ। শনিবার রাতে তাকে পৌর এলাকার বাসস্ট্যান্ড থেকে গ্রেপ্তার করা হয়। গ্রেপ্তারকৃত জয় সিংড়া পৌর শহরের সরকার পাড়া মহল্লার মৃত হামিদুল ইসলামের ছেলে।

ব্রাহ্মণবাড়িয়া : ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আশুগঞ্জ উপজেলা পরিষদের সাবেক মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান ও উপজেলা মহিলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জোছনা চৌধুরীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। গতকাল দুপুর ১২টার দিকে উপজেলার দক্ষিণ তারুয়া নিজ বাড়ি থেকে আশুগঞ্জ থানা পুলিশ তাকে আটক করে। আশুগঞ্জ থানা পুলিশ বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, অপারেশন ডেভিল হান্টের অংশ হিসেবে তাকে আটক করা হয়েছে। তাকে আশুগঞ্জ থানার একটি বিস্ফোরক আইনের মামলায় গ্রেপ্তার দেখিয়ে আদালতে প্রেরণ করা হয়েছে।

যশোর : যশোর জেলার বিভিন্ন স্থানে অভিযান চালিয়ে পুলিশ সাতজনকে আটক করেছে। শনিবার ভোর ৬টা থেকে রবিবার ভোর ৬টা পর্যন্ত এসব অভিযান পরিচালনা করা হয় বলে জানিয়েছেন যশোর পুলিশের মুখপত্র অতিরিক্ত পুলিশ সুপার নূর-ই-আলম সিদ্দিকী। আটকদের মধ্যে যশোর সদর উপজেলার দুজন এবং কেশবপুর, শার্শা, ঝিকরগাছা, অভয়নগর ও বাঘারপাড়া উপজেলার একজন করে রয়েছেন।

চুয়াডাঙ্গা : চুয়াডাঙ্গায় আওয়ামী লীগ ও অঙ্গসংগঠনের আট নেতা-কর্মীকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। শনিবার রাত ১২টা পর্যন্ত এদের গ্রেপ্তার করা হয়।

# আওয়ামী লীগ নিষিদ্ধ, হাসিনার বিচার দাবিতে নারী সমাবেশ

ঢাকা, রাজধানীর শাহবাগে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগকে নিষিদ্ধ ও শেখ হাসিনার বিচারের দাবিতে সমাবেশ করেছেন জুলাই আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী ও শহীদ পরিবারের নারী সদস্যরা। গতকাল রাজধানীর শাহবাগে জাদুঘরের সামনে 'জুলাইয়ের নারীরা' ব্যানারে সমাবেশ করেন তাঁরা।

আয়োজকরা বলেন, জুলাই আন্দোলনে নারীরা অগ্রদূত হিসেবে ভূমিকা পালন করেছেন। হলের তালা ভেঙে রাজপথে নেমেছেন। আমাদের ভাইদের যখন ধরে নিয়ে যাচ্ছিল, নারীরাই প্রিজন ভ্যানের সামনে দাঁড়িয়েছে। এই আন্দোলনসহ অতীতের সব আন্দোলনে নারীরা অগ্রণী ভূমিকা পালন করে এসেছে। তারপরও নারীরা অবহেলার শিকার, লাঞ্ছনার শিকার। মনে রাখতে হবে, এসব নারীর মধ্য থেকে রাজনীতিতে আসবে, দেশের ইতিহাস গড়বে। তাই যে কোনো আন্দোলনে নারীদের এগিয়ে আসতে হবে। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সমন্বয়ক নুসরাত তাবাসসুম বলেন, জুলাই আন্দোলনে আমরা নারীদের ব্যাপক অংশগ্রহণ দেখেছি। কিন্তু জুলাই পরবর্তী সময়ে বারবার আমাকে শুনতে হয়েছে জুলাইয়ের নারীরা কোথায় হারিয়ে গেল। এখনো সমাজে নারীদের ছবি, শরীর নিয়ে বুলিং করা হয়। তিনি বলেন, বাংলাদেশের রাজনীতিতে নারীদের অংশগ্রহণ সবচেয়ে কঠিন করেছে শেখ হাসিনা। শেখ হাসিনা ১৬ বছরে যে গুম, খুন, 'আয়নাঘরের' রাজনীতি কায়েম করেছিলেন তাতে বাংলাদেশের মানুষ নারী নেতৃত্বে বিশ্বাস করতে সময় নেবে। শেখ হাসিনার এই পাপের ফল আমাদের সবাইকে ভুগতে হচ্ছে। এ জন্য পুনরায় যদি নারীদের রাজনীতিতে ফিরিয়ে আনতে হয়, সবার আগে প্রয়োজন শেখ হাসিনার বিচার নিশ্চিত করা।

জুলাই আন্দোলনকারী অর্পিতা শ্যামা দাস বলেন, ২০১৮ সালে কোটা সংস্কার আন্দোলন থেকেই জুলাইয়ের নারীদের পদচারণ শুরু হয়েছে এবং ২০২৪ সালে এসে আমরা সফল হয়েছি। এই আন্দোলনে নারীরা লাঠি হাতে স্বৈরাচারী বাহিনীর বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছেন। তাদের এ অবদান একটি প্রতীকী ছবি হয়ে উঠেছে যে, নারীরা শুধু আন্দোলন করতেই জানে না, নারীরা নেতৃত্বও দিতে পারে। জাতীয় নাগরিক কমিটির মুখপাত্র সামান্থা শার-মিন বলেন, বাংলাদেশের জনগণের ৫৩ বছরের একটি সংগ্রামের ইতিহাস আছে। এ সংগ্রামের প্রতিটি পরতে পরতে নারীদের অবদান রয়েছে। জুলাই আন্দোলনেও নারীদের উল্লেখযোগ্য অবদান রয়েছে। সুতরাং, জুলাই পরবর্তী যে রাজনৈতিক দল আসবে, সেখানে আমরা নারীদের নেতৃত্ব স্থানীয় জায়গায় দেখতে চাই। জাতীয় নাগরিক কমিটির সদস্যসচিব আখতার হোসেন বলেন, ২৪-এর অভ্যুত্থানে বাংলাদেশের সর্বস্তরের সব শ্রেণির মানুষ অংশগ্রহণ করেছে। আন্দোলনে নারীদের সক্রিয় অংশগ্রহণের পাশাপাশি আমরা দেখেছি, মায়েরা খাবার রান্না করে খাইয়েছেন, আঁচল দিয়ে আহতদের কপাল বেঁধে দিয়েছেন।

এ ছাড়া নারী সমাবেশে জাতীয় নাগরিক কমি-টির (জানাক) আহ্বায়ক নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারীসহ জানাকের একাধিক নেতা বক্তব্য রাখেন।

### এসপির ইয়াবা কারবার

# মিলেমিশে সাড়ে ৩ লাখ পিস বিক্রি

ঢাকা, অবিশ্বাস্য হলেও খোদ পুলিশ সুপারের সম্মতি নিয়েই বড় ধরনের ইয়াবা চালান বিক্রি করা হয়েছে। বিক্রির মোটা অঙ্কের টাকা ভাগাভাগি করে নিয়েছেন এসপিসহ পুলিশের দুর্নীতিপরায়ণ কতিপয় সদস্য। এমনকি ঘুসের ভাগ হিসাবে সোর্স নামধারী চাকরিচ্যুত দুই পুলিশ কনস্টেবলকে দেওয়া হয়েছে ১ লাখ ৩০ হাজার পিস ইয়াবা। অভিযানে আটক হওয়া চারজনের মধ্যে তিন শীর্ষ মাদক ব্যবসায়ীকে ১ কোটি ২০ লাখ টাকার বিনিময়ে ছেড়েও দেওয়া হয়। গত ৬ জানুয়ারি চাঞ্চল্যকর এমন ঘটনাটি ঘটেছে দেশের ইয়াবা প্রবেশের অন্যতম রুট হিসাবে পরিচিত কক্সবাজারের রামুতে।

এদিকে যুগান্তরের অনুসন্ধানে এমন ভয়াবহ অপরাধের ঘটনা ধরা পড়ার পর প্রথমে অস্বীকার করেন অভিযুক্তরা। তবে পর্যাপ্ত তথ্যপ্রমাণ থাকায় পরে প্রতিবেদককে ম্যানেজ করার অপচেষ্টা করেন খোদ পুলিশ সুপার মুহাম্মদ রহমত উল্লাহ। এসপির নির্দেশে ডিবির ওসি জাহাঙ্গীর আলম প্রতিবেদকের সঙ্গে দেখা করে সব অভিযোগ স্বীকার করেন এবং রিপোর্ট বন্ধ করতে ব্যাগভর্তি মোটা অঙ্কের অর্থ নিয়ে আসেন। যুগান্তরের হাতে রিপোর্টের সপক্ষে অন্য প্রমাণাদি ছাড়াও এসপি, দুজন এএসপি এবং ওসিসহ বেশ কয়েকজনের ৫০ মিনিটের অডিও রেকর্ড সংরক্ষিত আছে।

আত্মসাৎ ও বিক্রি হয় যেভাবে : তথ্যানুসন্ধান ও পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ৬ জানুয়ারি ভোরে গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে রামু উপজেলার কচ্ছপিয়া থেকে ৪ লাখ ৯০ হাজার পিস ইয়াবাসহ টয়োটা কোম্পানির ল্যান্ড ক্রুজার প্রাডো গাড়ি (নম্বর : ঢাকা মেট্রো-ঘ ১৩-৬২০৯) জব্দ করা হয়। এ সময় গাড়িতে থাকা ৪ জনকে আটক করে জেলা গোয়েন্দা শাখার ওসি জাহাঙ্গীর আলম ও এসআই সমীর গুহের নেতৃত্বে ডিবির একটি অভিযানিক টিম। তবে ১ কোটি ২০ লাখ টাকার বিনিময়ে তাৎক্ষণিক তিন ইয়াবা কারবারিকে ছেড়ে দেওয়া হয়।

গুরুতর এ অপরাধ আড়াল করতে অভিযানে দেখানো হয় চকরিয়া থানাধীন ডুলহাজারার ইউনিয়ন। সেখানে ১ লাখ ৪০ হাজার ইয়াবা জব্দ এবং ইয়াবা বহনকারী গাড়ির চালক ইসমাইলকে গ্রেফতার দেখিয়ে চকরিয়া থানায় একটি মামলা করা হয় (মামলা নং- ১৬)। মামলার বাদী করা হয় এসআই সমীর গুহকে। নিয়মানুযায়ী জব্দ করা গাড়ি চকরিয়া থানায় হস্তান্তর করার কথা। কিন্তু তা না করে জেলা পুলিশ লাইনে এনে রাখা হয়।

অভিযানে ডিবির ওসি জাহাঙ্গীর আলম, এসআই সমীর গুহ, কনস্টেবল/৫১১ জাহিদ হাসান, কনস্টেবল/১৩৭৩ মো. সাইফুল হাসান, কনস্টেবল/১১৯১ রেজাউল করিম, কনস্টেবল/৬৫৬ মোহাম্মদ ইরফান (ওসি ডিবির একান্ত মুন্সি) এবং রিয়াজ মাহমুদ উপস্থিত ছিলেন। যারা সবাই মাদক কেলেঙ্কারির সঙ্গে জড়িত এবং টাকার ভাগ নিয়েছেন।

এদিকে অভিযান ধামাচাপা দিতে পুলিশের পক্ষ থেকে কোনো প্রেস রিলিজ বা সংবাদ সম্মেলন করা হয়নি। অথচ ৫০০ পিস ইয়াবা জব্দের ঘটনায় কক্সবাজার পুলিশ সুপার মুহাম্মদ রহমত উল্লাহ অন্তত ২০ জন সাংবাদিককে নিউজ করার জন্য প্রেস রিলিজ পাঠান। কিন্তু সম্প্রতি ৫ লাখ ইয়াবা চালান আটকের পর কোনো সাংবাদিককে জানানো কিংবা কোনো প্রেস রিলিজও দেওয়া হয়নি। ফলে সংবাদমাধ্যমে অভিযানের খবর প্রকাশিত হয়নি। এ রহস্য অনুসন্ধান করতে গিয়েই পুলিশের মাদক বিক্রির ভয়ানক তথ্য যুগান্তরের অনুসন্ধানে বেরিয়ে এসেছে।

ভাগাভাগিতে কনস্টেবল থেকে পুলিশ সুপার : দীর্ঘ অনুসন্ধানে পুলিশ সূত্রে জানা যায়, ওইদিন ডিবি অভিযানে মোট ৩৫ কাট ইয়াবা উদ্ধার করা হয়। ইয়াবার প্রতি প্যাকেটকে 'কাট' বলা হয় এবং প্রতি কাটে ১০ হাজার পিস ইয়াবা থাকে। অর্থাৎ ৩ লাখ ৫০ হাজার পিস ইয়াবা আত্মসাৎ করে পুলিশ। যার বর্তমান বাজারমূল্য পিসপ্রতি ৩০০ টাকা হিসাবে মোট ১০ কোটি ৫০ লাখ টাকা। আত্মসাৎ করা ইয়াবা থেকে অভিযানে সহযোগী সোর্স হিসাবে চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন পুলিশের চাকরিচ্যুত দুজন কনস্টেবলকে ১৩ কাট (১ লাখ ৩০ হাজার পিস) দিয়ে দেওয়া হয়। পুলিশ সূত্র বলছে, এসপির অনুমতি পাওয়ার পর বাকি ২ লাখ ২০ হাজার পিস ইয়াবা তড়িঘড়ি করে পিসপ্রতি ৯৫ টাকা করে ২ কোটি ৯ লাখ টাকায় ঘনিষ্ঠ কারবারিদের কাছে বিক্রি করে ডিবি। ইয়াবা বিক্রির দায়িত্ব পালন করে ওসি ডিবির ড্রাইভার কাম কনস্টেবল/২২৭৮ রিয়াজ মাহমুদ। মাদক বিক্রির ২ কোটি ৯ লাখ টাকা থেকে অভিযানে অংশ নেওয়া ৪ জন কনস্টেবল-জাহিদ হাসান, মো. সাইফুল হাসান, রেজাউল করিম এবং মোহাম্মদ ইরফানকে ৭ লাখ ৫০ হাজার টাকা করে মোট ৩০ লাখ টাকা এবং ইয়াবা বিক্রির দায়িত্ব পালন করায় ড্রাইভার কনস্টেবল রিয়াজকে ১০ লাখ টাকাসহ মোট ৪০ লাখ টাকা ভাগবাঁটোয়ারা হয়।

অপরদিকে পুলিশ সুপার রহমত উল্লাহকে ডিবি ওসি জাহাঙ্গীর আলম জানান, ২ লাখ ২০ হাজার পিস ইয়াবা ৫৫ টাকা রেটে বিক্রি করে মোট ১ কোটি ২১ লাখ টাকা পাওয়া গেছে। এরপর পুলিশ সুপার রহমত উল্লাহকে ৩০ লাখ টাকা এবং বাকি ৯১ লাখ টাকা ডিবির টিমের ৭ জন সদস্যের মধ্যে ভাগ করার কথা জানানো হয়। এতে প্রমাণিত যে, পুলিশ সুপার রহমত উল্লাহ শুরু থেকে পুরো বিষয়টি অবগত রয়েছেন। তবে ২ কোটি ৯ লাখ টাকার মধ্যে ৭০ লাখ টাকা বণ্টনের পর ওসি ডিবি ও এসআই সমীর ১ কোটি ৩৯ লাখ টাকা দুজনের মধ্যে ভাগ করে নেন। অপরদিকে প্রতি কনস্টেবলকে ১৭ লাখ করে দেওয়ার কথা থাকলেও সেই পরিমাণ টাকা না দেওয়ায় পুলিশের অভ্যন্তরে চাপা ক্ষোভ দেখা দেয়। এতে করে ঘটনা ফাঁস হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা দেখা দিলে কয়েক দফায় জড়িতদের সতর্ক করে বৈঠকে বসেন সংশ্লিষ্টরা।

অস্বীকারের পর স্বীকারোক্তি : প্রথমে অস্বীকার করলেও তথ্যপ্রমাণ উপস্থাপনের পর অভিযানে থাকা দুই পুলিশ কনস্টেবল নাম প্রকাশ না করার শর্তে যুগান্তরের কাছে সব অভিযোগ স্বীকার করেছেন। তারা বলেন, অভিযানের সময় হঠাৎ এসআই সমীর গুহ ইয়াবা আত্মসাৎ ও বিক্রির প্রস্তাব দেন। এরপর ওসি জাহাঙ্গীর স্যার ফোনে এসপি স্যারকে ম্যানেজ করে ইয়াবাগুলো বিক্রিতে রাজি করান। এসপি স্যার রাজি হওয়ায় সবকিছু সহজ হয়ে যায়। পরে চুপ থাকার জন্য আমাদের (কনস্টেবলদের) জনপ্রতি ১৭ লাখ টাকা করে দেওয়ার কথা থাকলেও মাত্র সাড়ে ৭ লাখ টাকা করে দেওয়া হয়েছে।

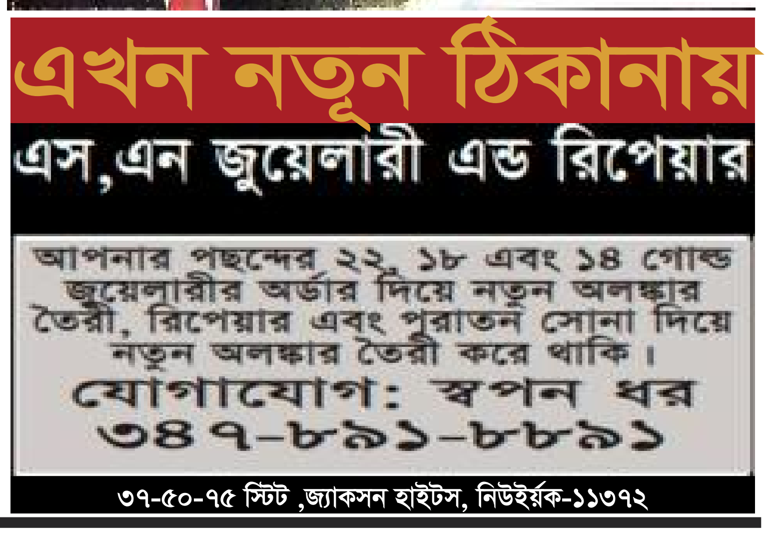



www.jonmobhumi.com

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৭১৮-৩৮০-৬৭১২

# শুভেন্দু-মমতার দ্বৈরথে মেরুকরণ স্পষ্ট, বিরোধী দলনেতার বক্তব্য নিয়ে মোদীকে লিখবেন দিদি

**কলকাতা ডেস্কঃ** শুভেন্দু সরাসরি রাজ্যের শাসকদলকে মুসলিম লিগ বলে তোপ দেগেছিলেন। মমতা তাঁর বক্তৃতায় অভিযোগ করেন, বিজেপি মুসলিম লিগের মতো দলের সাহায্য নিয়ে ভোটে জেতে।

বাংলাদেশে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের উপর হামলার অভিযোগ নিয়ে কলকাতার রাস্তায় নেমেছিল বিজেপি। সেই একই পর্বে রানি রাসমণি রোডে ওয়াকফ সংশোধনী বিলের প্রতিবাদে সংখ্যালঘু সেলকে দিয়ে বড় সমাবেশ করিয়েছিল তৃণমূল। সে দিনই স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল, আপাতত মেরুকরণের 'চক্রব্যূহ' থেকে বঙ্গ রাজনীতির বেরোনোর সম্ভাবনা নেই। মঙ্গলবারের বিধানসভা অধিবেশন দেখিয়ে দিল, ২০২৬-এর আগে সেই মেরুকরণ আরও চড়া দাগের হতে চলেছে। হিন্দুত্বকে 'হাতিয়ার' করে রাজ্য সরকার তথা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে আক্রমণ করলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। পাল্টা শুভেন্দুকে জবাব দিতে গিয়ে তাঁর 'হিন্দুদর্শন' তুলে ধরলেন মমতা। পাশাপাশিই, বার্তা দিলেন তিনি সর্বধর্ম সমন্বয়ের পক্ষে।

শুভেন্দু সরাসরি রাজ্যের শাসকদলকে 'মুসলিম লিগ' বলে তোপ দেগেছিলেন। অভিযোগ করেছিলেন, জম্মু-কাশ্মীর এবং বাংলাদেশের জঙ্গি সংগঠনের সঙ্গে মমতার যোগ রয়েছে। সেই কথা তুলে ধরে মমতা বলেছেন, ''বলছে আমি নাকি জঙ্গিদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখি! আমি নাকি মুসলিম লিগ! আমি প্রধানমন্ত্রীকে চিঠি লিখছি। যদি প্রমাণ করতে পারে, তা হলে এক মুহূর্তে মুখ্যমন্ত্রীর চেয়ার ছেড়ে দেব।'' পাল্টা মমতার একটি বক্তব্য তুলে শুভেন্দু বলেছেন, তিনি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রককে চিঠি লিখবেন। মমতা অধিবেশনে বলেছেন, ''সারা ক্ষণ একটা সম্প্রদায়কে কুৎসা করা হচ্ছে। তারা যদি রাস্তায় নামে, তুমি (শুভেন্দু) ঘরে থাকতে পারবে তো?'' শুভেন্দু যার প্রেক্ষিতে বলেছেন, ''উনি প্রধানমন্ত্রীকে চিঠি লিখুন। আমিও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রককে চিঠি লিখব। একজন মুখ্যমন্ত্রী বিরোধী দলনেতাকে কী বলে হুমকি দিচ্ছেন, দেশ জানুক।'' চাপানউতরের বাক্যবন্ধ এবং শব্দচয়নে বারংবার স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে, বঙ্গ রাজনীতি আপাতত মেরুকরণের কক্ষপথেই আবর্তিত হবে।

অধিবেশনে অ-সংসদীয় আচরণের জন্য সোমবার স্পিকার বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় শুভেন্দু-সহ বিজেপির চার বিধায়ককে নিলম্বিত (সাসপেন্ড) করেছিলেন। তার পরে শুভেন্দু বলেছিলেন, তিনি হিন্দুদের হয়ে কথা বলেছেন বলেই তাঁকে সাসপেন্ড করা হয়েছে। মঙ্গলবার মুখ্যমন্ত্রী যখন অধিবেশনে বক্তৃতা করছেন, ঠিক সেই একই সময়ে বিধানসভা চত্বরে পাল্টা কর্মসূচি করেন বিরোধী দলনেতা। শুভেন্দুদের বক্তব্য ছিল, বাংলায় সরস্বতী পুজোও বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে। অধিবেশনে যোগেশচন্দ্র ল' কলেজ এবং যোগেশচন্দ্র চৌধুরী কলেজে সরস্বতী পুজোর ছবি দেখিয়ে মমতা পাল্টা বলেন, পুজো সুষ্ঠু ভাবে হলেও বিজেপি রাজনীতি করছে।

মমতা তাঁর বক্তৃতায় অভিযোগ করেন, বিজেপি মুসলিম লিগের মতো দলের সাহায্য নিয়ে ভোটে জেতে। তাঁর কথায়, ''তোমাদের মুসলিম লিগের মতো দলকে দরকার হয় তৃণমূলকে হারাতে, অন্য দলকে হারাতে।'' বক্তৃতায় এক বারও শুভেন্দুর নাম করেননি মমতা। তবে নানা বিশেষণ ব্যবহার করেছেন বিরোধী দলনেতার উদ্দেশে। কখনও 'বাবুসোনা', কখনও 'সোনাবাবা'। শুভেন্দুকে মমতা মনে করিয়ে দেন, তিনি হিন্দু ব্রাহ্মণ বাড়ির মেয়ে। উল্লেখ্য, মঙ্গলবার বিধানসভা কক্ষের বাইরের কর্মসূচিতে বিধায়কদের পরনে ছিল সাদা টি-শার্ট। যাতে স্বামী বিবেকানন্দের উদ্ধৃতি লেখা ছিল– 'গর্ব করে বলো আমি হিন্দু'। মাথায় ছিল গেরুয়া পাগড়ি। সেই পাগড়ি পরানোর জন্য পেশাদার লোকও আনা হয়েছিল। যার পাল্টা মমতা বলেন, ''স্বামী বিবেকানন্দকে বুঝতে হলে শিকাগো বিশ্ব ধর্ম মহাসম্মেলনের বক্তৃতা শুনতে হবে।'' মমতার ৮২ মিনিটের বক্তৃতার অধিকাংশ জুড়েই ছিল 'হিন্দুত্ব' নিয়ে শুভেন্দুদের অভিযোগের জবাব। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ''আশা করি বকধার্মিকদের যোগ্য জবাব দিতে পেরেছি। যারা ধর্ম নিয়ে বকবক করে, ধর্ম বেচে খায়, তাদের জবাব দিয়েছি।''

মহাকুম্ভ এখন মৃত্যুকুম্ভ

মহাকুম্ভের অব্যবস্থা নিয়ে মঙ্গলবার ফের সরব হন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, ''বলছে নাকি ৩০ জন মারা গিয়েছে! হাজার হাজার মারা গিয়েছে। পবিত্র জল এখন বিষাক্ত হয়ে গিয়েছে। মৃতদেহ নিয়ে যারা 'হাইপ' তুলছেন আর কোটি কোটি টাকা কামাচ্ছেন, তাঁদের আমি ঘৃণা করি।'' কুম্ভে গরিব মানুষ এবং ভিভিআইপিদের জন্য পৃথক ব্যবস্থা নিয়েও সরব হন মমতা। উল্লেখ্য, সেই ভিভিআইপি জ়োনে কুম্ভস্নান সেরে এসে ব্যবস্থাপনার কথা বলতে গিয়ে আপ্লুত হওয়ার কথা জানিয়েছিলেন তৃণমূলেরই সাংসদ রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়। মমতার মঙ্গলবারের বক্তব্য রচনার উদ্দেশেও কি না, সেই প্রশ্নও আলোচিত হচ্ছে তৃণমূলের বিধায়কদের মধ্যে। তবে রচনা ছাড়াও তৃণমূলের অনেক নেতা-নেত্রী কুম্ভস্নান সেরে এসেছেন। দু'দিন আগেই প্রয়াগে ডুব দিয়েছেন কলকাতা পুরসভার মেয়র পারিষদ তথা রাসবিহারীর তৃণমূল বিধায়ক দেবাশিস কুমার। সঙ্গে ছিলেন স্ত্রী এবং অভিনেতা কন্যা। যদিও রচনা ছাড়া তৃণমূলের কেউই যোগীর ব্যবস্থাপনার প্রশংসা করেননি। আর মমতা বলেছেন, ''এই সব সিরিয়াস বিষয় নিয়ে এত হাইপ তুলতে নেই। প্রপার প্ল্যানিং (যথাযথ পরিকল্পনা) করতে হয়। মহাকুম্ভে এত লোক মারা গেল। ক'টা কমিশন করেছেন? এমনকি, আমার রাজ্যে যে ডেডবডি এসেছে, তাতে একটা ডেথ সার্টিফিকেট পর্যন্ত দেননি! এর পর তো বলবেন হার্ট অ্যাটাকে মারা গিয়েছে। যাতে ক্ষতিপূরণ দিতে না হয়।'' প্রথমে মহাকুম্ভকে মৃত্যুকুম্ভ বললেও পরে মমতা বলেন, ''আমি মহাকুম্ভকে শ্রদ্ধা করি। মা গঙ্গাকে শ্রদ্ধা করি'।'

জগন্নাথধাম আটকে দেখাও

দিঘায় জগন্নাথ মন্দির তৈরি হচ্ছে। গত মাসে তার প্রস্তুতি দেখে এসেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। ইতিমধ্যেই ঘোষিত যে, আগামী অক্ষয় তৃতীয়ার দিন মন্দিরের উদ্বোধন। মমতা সেই জগন্নাথধামের প্রসঙ্গ টেনে বলেন, ''বলছে জগন্নাথধাম করতে দেবে না। বুকের পাটা থাকলে আটকে দেখাও! আমরা সর্বধর্ম সমন্বয়ে বিশ্বাস করি। তোমাদের মতো ধর্ম বেচে খাই না।'' মমতা জানিয়েছেন, জগন্নাথধাম উদ্বোধনে রাজ্য সরকার কুম্ভের মতো কোনও 'উন্মাদনা' তৈরি করবে না।

মহার্ঘ ভাতা প্রসঙ্গে

রাজ্য বাজেটে রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের আরও ৪ শতাংশ মহার্ঘ ভাতা (ডিএ) বৃদ্ধির ঘোষণা করা হয়েছে, যা কার্যকর করা হবে আগামী ১ এপ্রিল থেকে। মমতা জানান, সিপিএম আমলে ৩৫ শতাংশ ডিএ দেওয়া হয়েছিল। তিনি বলেন, ''যাঁরা মাঝেমাঝে নাটক করে সরকারি কর্মচারীদের মাথা খারাপ করেন, তাঁদের জন্য বলছি, ''২০১১ সাল থেকে ডিএ বাবদ ২০২৫-'২৬ সাল পর্যন্ত সরকারের খরচ বেড়ে দাঁড়াবে ২ লক্ষ কোটি টাকা।'' মমতা বোঝাতে চেয়েছেন, এক দিকে কেন্দ্র টাকা দিচ্ছে না। সেই সমস্ত প্রকল্পের ভার বহন করছে রাজ্য। তার পরেও রাজ্য সরকার ওই পরিমাণ ডিএ দিয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী এ-ও স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের একাংশ যেমন কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারীদের ডিএ-র সঙ্গে ফারাকের শতাংশের হিসাব কষেন, তা 'অমূলক'।

# মণিপুরে ২ সহকর্মীকে হত্যা করে পুলিশ সদস্যের আত্মহত্যা

**কলকাতা ডেস্কঃ** ভারতের মণিপুর রাজ্যে দুই সহকর্মীকে গুলি করে হত্যা করেছেন দেশটির সেন্ট্রাল রিজার্ভ পুলিশ ফোর্সের এক সদস্য। এছাড়া তার গুলিতে আরও আটজন গুরুতর আহত হয়েছেন।

# ভারতে অস্ত্র বিক্রি বাড়ানোর ঘোষণা ট্রাম্পের

**কলকাতা ডেস্কঃ** ভারতে অস্ত্র বিক্রি বাড়ানোর ঘোষণা দিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। স্থানীয় সময় বৃহস্পতিবার (১৩ ফেব্রুয়ারি) ওয়াশিংটনে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে বৈঠক শেষে এ ঘোষণা দেন তিনি।

সংবাদ সম্মেলনে ট্রাম্প ভারতে অস্ত্র বিক্রি বাড়ানোর পাশাপাশি দিল্লিতে অত্যাধুনিক এফ-৩৫ যুদ্ধবিমান সরবরাহের কথাও জানান। এছাড়া ভারত আরও মার্কিন তেল ও গ্যাস আমদানি করবে বলেও বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয়।

ট্রাম্প সাংবাদিকদের বলেন, 'আমরা ভারতের কাছে বিলিয়ন ডলারের অস্ত্র বিক্রি বাড়াব। আমরা শেষ পর্যন্ত ভারতকে এফ-৩৫ যুদ্ধবিমান দেওয়ার পথ প্রশস্ত করছি।'

কবে থেকে অস্ত্র বিক্রি বৃদ্ধি করা হবে তার কোনও সময়সীমা জানাননি ট্রাম্প। তবে বিদেশি অস্ত্র বিক্রি, বিশেষ করে অত্যাধুনিক এফ-৩৫ যুদ্ধবিমানের মতো অত্যাধুনিক প্রযুক্তির জন্য সাধারণত কাজ করতে কয়েক বছর সময় লাগে।

এদিকে ওয়াশিংটন এবং নয়াদিল্লি সন্ত্রাসবাদের হুমকি মোকাবিলায় একসঙ্গে কাজ করবে বলেও জানিয়েছেন ট্রাম্প।

অন্যদিকে সংবাদ সম্মেলনে নরেন্দ্র মোদি জানান, যুক্তরাষ্ট্র এবং ভারত ২০৩০ সালের মধ্যে তাদের দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য দ্বিগুণ করে ৫০০ বিলিয়ন ডলারে উন্নীত করার লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে। এ সময়, মেইক ইন্ডিয়া গ্রেইট অ্যাগেইন স্লোগান দেন তিনি।

মার্কিন কংগ্রেসনাল রিসার্চ সার্ভিসের মতে, ভারত সামরিক বাহিনীকে আধুনিকায়ন করতে আগামী দশকে ২০০ বিলিয়ন ডলারের বেশি ব্যয় করবে বলে আশা করা হচ্ছে।

# যুক্তরাষ্ট্র থেকে বিপুল জ্বালানি কিনবে ভারত

**কলকাতা ডেস্কঃ** যুক্তরাষ্ট্রের কাছ থেকে বিপুল পরিমাণ জ্বালানি কিনবে ভারত। বাণিজ্যঘাটতি কমাতে এ সংক্রান্ত একটি চুক্তির ঘোষণা দিয়েছেন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। এ চুক্তির আওতায় যুক্তরাষ্ট্রের কাছ থেকে আরও তেল ও গ্যাস আমদানি করবে ভারত।

যুক্তরাষ্ট্রের স্থানীয় সময় গতকাল বৃহস্পতিবার সফররত ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ওয়াশিংটনে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। পরে তারা যৌথ সংবাদ সম্মেলন করেন। ট্রাম্প বলেন, 'তারা (ভারত) আমাদের কাছ থেকে অনেক তেল ও গ্যাস কিনতে যাচ্ছে। তাদের এসব জ্বালানি দরকার। আর আমাদের কাছে তা আছে।'

মোদি বলেন, 'ভারতের জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য আমরা তেল ও গ্যাস বাণিজ্যের ওপর গুরুত্ব দেব।'

এছাড়াও পরমাণবিক জ্বালানিতে আরও আরও বিনিয়োগের অঙ্গীকার করেন মোদি।

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট হিসেবে দ্বিতীয় ট্রাম্পের দায়িত্ব গ্রহণের পর প্রথমবারের মতো ওয়াশিংটন সফরে গেছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। দুই দিনের সফরে গতকাল বৃহস্পতিবার সকালে যুক্তরাষ্ট্রে পৌঁছেন নরেন্দ্র মোদি। এরপর তিনি দেশটির নতুন জাতীয় গোয়েন্দা পরিচালক তুলসী গ্যাবার্ডের সঙ্গে বৈঠক করেন।

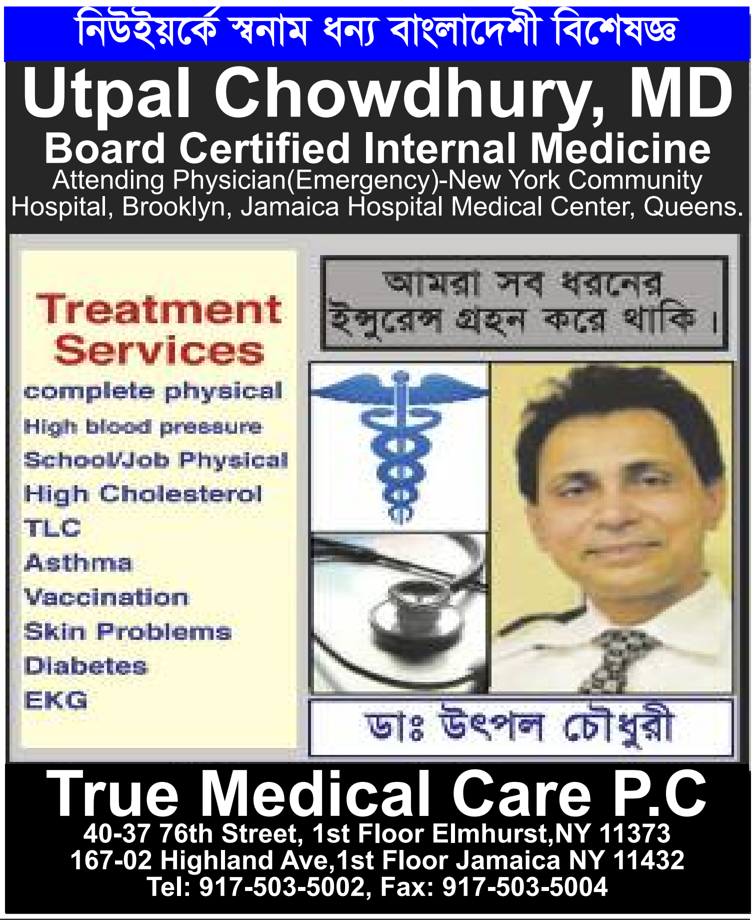


www.jonmobhumi.com

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৭১৮-৩৮০-৬৭১২

# ভারতে ভোটের জন্য ২.১০ লক্ষ ডলার ? মন্তব্যট্রাম্পের

ভারতে ভোটারদের বুথমুখী করতে ১৮২ কোটি টাকা (২ কোটি ১০ লক্ষ ডলার) অনুদান দিত আমেরিকা। ডোনাল্ডট্রাম্প ক্ষমতায় আসার পর সেই অনুদান বাতিল করে দেওয়া হয়েছে। আমেরিকায় ইলন মাস্কের সরকারি দক্ষতা বিষয়ক দফতর কিছু দিন আগে সেই অনুদান বাতিলের কথা ঘোষণা করেছে। সেই ঘোষণাকে সমর্থন করলেন প্রেসিডেন্টট্রাম্পও। তাঁর প্রশ্ন, ‘‘কেন ভারতকে এত টাকা আমরা দিতে যাব? ওরা তো আমাদের থেকে অনেক টাকা কর নেয়!’’

সম্প্রতি ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আমেরিকা সফর সেরে এসেছেন।ট্রাম্পের সঙ্গে তাঁর বৈঠকও হয়েছে। ভারত এবং মোদীকে সম্মান করেন, জানিয়েছেনট্রাম্প। কিন্তু তা সত্ত্বেও ভারতের জন্য এই বিপুল পরিমাণ অর্থ খরচ তিনি মেনে নিতে পারছেন না।ট্রাম্প বলেন, ‘‘আমরা ২ কোটি ১০ লক্ষ ডলার কেন ভারতকে দিচ্ছি? ওদের অনেক টাকা আছে। আমাদের থেকে ওরা অনেক কর নেয়। ওদের করের পরিমাণ এত বেশি বলে আমরা সে ভাবে বাণিজ্য করতে পারি না।’’ এর পরেই মোদীর কথা উল্লেখ করেনট্রাম্প। বলেন, ‘‘ভারত এবং তাদের প্রধানমন্ত্রীকে আমি যথেষ্ট শ্রদ্ধা করি। কিন্তু তাই বলে ভারতে ভোটের হার বৃদ্ধির জন্য ২.১০ লক্ষ ডলার?’’ অনুদান বাতিলের নথিতে স্বাক্ষরের পর এই মন্তব্য করেনট্রাম্প।

গত রবিবার ভারতের খাতে এই অনুদান বন্ধের কথা ঘোষণা করেছিল মাস্কের দফতর। শুধু ভারত নয়, তারা জানিয়েছিল, সারা বিশ্বেই বিভিন্ন খাতে বরাদ্দ বাতিল করা হচ্ছে। মাস্কের দফতর এই সমস্ত বরাদ্দ, তাদের প্রয়োজনীয়তা বিশ্লেষণ করেছে। তাদের যেগুলি বাড়তি মনে হয়েছে, সেগুলি বাতিলের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। কোপ পড়েছে মোট ৭২ কোটি ৩০ লক্ষ ডলার অনুদানে। ভারতের পড়শি বাংলাদেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতির উন্নয়ন খাতে ২ কোটি ৯০ লক্ষ ডলার (ভারতীয় মুদ্রায় ২৫১ কোটি টাকারও বেশি) অনুদান দিত আমেরিকা। তা-ও বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।

ভারতের ভোটের হার বৃদ্ধির জন্য এই বিপুল পরিমাণ মার্কিন অনুদানের কথা প্রকাশ্যে আসার পর অর্থনীতিবিদ সঞ্জীব সান্যাল আমেরিকার আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা (ইউএসএইড)-কে ‘মানবসভ্যতার সবচেয়ে বড় দুর্নীতি’ বলে উল্লেখ করেছেন। সঞ্জীব প্রধানমন্ত্রী মোদীর অর্থনৈতিক উপদেষ্টা কাউন্সিলেরও সদস্য। তিনি বলেন, ‘‘ভারতের ভোটের হার বৃদ্ধির জন্য এই টাকা কার হাতে গিয়েছে, তা জানতে আমি আগ্রহী। বাংলাদেশের জন্য বরাদ্দ টাকাই বা কার হাতে গিয়েছে? ইউএসএইড মানবসভ্যতার ইতিহাসে সবচেয়ে বড় দুর্নীতি।’’

তাঁর এই মন্তব্যের কয়েক দিন পরেইট্রাম্প এ বিষয়ে মন্তব্য করলেন।

আমেরিকার এই অনুদানকে ‘ভারতের নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় বহিরাগতের হস্তক্ষেপ’ বলে উল্লেখ করেছে। এর দায় পূর্বতন কংগ্রেস সরকারের উপরে চাপিয়েছে তারা। প্রাক্তন নির্বাচন কমিশনার কুরেশি জানিয়েছেন, ২০১২ সালে তিনি যখন দায়িত্বে ছিলেন, এই ধরনের কোনও বিদেশি অনুদান ভারতে আসেনি।

**ট্রাম্পের পদক্ষেপে বছরে ৭০০ কোটি ডলার ক্ষতি ভারতের!**

দ্বিতীয় মেয়াদে হোয়াইট হাউসে ফিরেই নানা পদক্ষেপ নিতে শুরু করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ডট্রাম্প। এরই অংশ হিসেবে এখন থেকে আর সুনির্দিষ্ট কোনও দেশকে নিশানা নয়, বরং ‘পারস্পরিক শুল্ক’ (রেসিপ্রোকাল ট্যারিফ) চাপানোর হুমকি দিয়েছেনট্রাম্প।

জানা গেছে, চলতি বছরের এপ্রিলের গোড়ায় নতুন শুল্ক নীতি চালু করতে যাচ্ছেট্রাম্প প্রশাসন। এতে ভারতের রফতানি বাণিজ্য মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কা প্রকাশ করেছে সমীক্ষক সংস্থা সিটি রিসার্চ। কোন কোন ক্ষেত্রে সর্বাধিক আঘাত আসতে পারে, তার তালিকাও দিয়েছে তারা।

সিটি রিসার্চের অনুমান,ট্রাম্প ‘পারস্পরিক শুল্ক’ চাপালে ভারতের সম্ভাব্য বার্ষিক লোকসানের পরিমাণ দাঁড়াবে ৭০০ কোটি ডলার। সবচেয়ে ক্ষতি হতে পারে গাড়ি নির্মাণকারী সংস্থাগুলোর এবং কৃষি ক্ষেত্রে।

সমীক্ষকেরা জানিয়েছেন, যুক্তরাষ্ট্রের নতুন শুল্ক নীতিতে ঝুঁকির মুখে পড়তে পারে রাসায়নিক, সঙ্কর ধাতুর তৈরি পণ্য, অলঙ্কার, ওষুধ, গাড়ি এবং খাদ্যপণ্য।

সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত ভারতের সরকারি তথ্যানুযায়ী, গত বছর যুক্তরাষ্ট্রে ৭,৪০০ কোটি ডলারের পণ্য রফতানি করে ভারত। এর মধ্যে মুক্তা, অন্য রত্ন এবং গয়নাই ছিল ৮৫০ কোটি ডলারের।

এছাড়াও গত বছর ৮০০ কোটি ডলারের ওষুধ এবং ৪০০ কোটি ডলারের পেট্রোপণ্য আমেরিকায় রফতানি করে একাধিক ভারতীয় সংস্থা। ২০২৩ সালে যুক্তরাষ্ট্র থেকে আমদানি করা পণ্যের উপর ১১ শতাংশ শুল্ক আরোপ করেছিল নয়াদিল্লি। এই অঙ্ক ছিল ভারতীয় পণ্যের উপর মার্কিন শুল্কের চেয়ে প্রায় ৮.২ শতাংশ বেশি।

অন্যদিকে গত বছর ৪,২০০ কোটি ডলার মূল্যের সামগ্রী আমেরিকা থেকে আমদানি করেছিল ভারত। এর মধ্যে কারু শিল্পজাত পণ্য এবং যন্ত্রপাতির উপর সাত শতাংশ, জুতো এবং পরিবহণ সরঞ্জামের উপর ১৫ থেকে ২০ শতাংশ এবং খাদ্যদ্রব্যের উপর ৬৮ শতাংশ শুল্ক আরোপ করে নয়াদিল্লি। ফলে ঘরোয়া বাজারে এই সামগ্রীগুলোর দাম যথেষ্টই চড়া ছিল।

নয়াদিল্লির শুল্কনীতি নিয়ে এর আগেও ক্ষোভ প্রকাশ করেছে ওয়াশিংটন। গত বছর আমেরিকার প্রেসিডেন্টের কার্যালয় হোয়াইট হাউস থেকে এ ব্যাপারে জারি করা বিবৃতিতে বলা হয়, মার্কিন কৃষিপণ্যের উপর ‘সর্বাধিক পছন্দের দেশ’গুলো (মোস্ট ফেভার্ড নেশনস) গড়ে পাঁচ শতাংশ শুল্ক নিয়ে থাকে। সেখানে ভারতে ওই শুল্কের পরিমাণ ৩৯ শতাংশ। যুক্তরাষ্ট্রের মোঁরবাইকের উপর রয়েছে ১০০ শতাংশ শুল্ক। সেখানে ভারতীয় গাড়ি নির্মাণকারী সংস্থাগুলো মাত্র ২.৪ শতাংশ শুল্ক দিয়ে আমেরিকার বাজারে বাইক বিক্রি করতে পারে।

সিটি রিসার্চের সমীক্ষকদের দাবি, ট্রাম্প প্রশাসন কৃষিপণ্যের উপর পারস্পরিক শুল্ক আরোপ করলে আখেরে লোকসান হবে ভারতেরই। কারণ, যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে কৃষি ও খাদ্যশস্য কম পরিমাণে রফতানি করে নয়াদিল্লি। শুল্কের পার্থক্য বেশি হওয়ার কারণেই এত দিন এতে লাভের মুখ দেখা যাচ্ছিল। সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদন অনুযায়ী, কম শুল্ক-পার্থক্যের কারণে ভারত-মার্কিন বাণিজ্যে কাপড়, চামড়া এবং কারুশিল্প বা কাঠের তৈরি পণ্যের ক্ষেত্রে ঝুঁকি তুলনামূলকভাবে কম। বহু মার্কিন সংস্থা এই পণ্যগুলো দক্ষিণ এশিয়াতেই তৈরি করে। যুক্তরাষ্ট্রের ঘরোয়া বাজারে কম শুল্ক থাকায় সেখানে এই পণ্যগুলো বিক্রি করে বেশি লাভ করতে পারেন তারা।

স্ট্যান্ডার্ড চাঁর্ড ব্যাংকের আর্থিক বিশ্লেষকদের আবার দাবি, ভারত থেকে আমদানি করা পণ্যের উপর মার্কিন প্রশাসন ১০ শতাংশ শুল্ক আরোপ করলে, সেটা হবে সবচেয়ে খারাপ পরিস্থিতি। এতে নয়াদিল্লির অর্থনীতি ৫০ থেকে ৬০ বেসিস পয়েন্ট ক্ষতির মুখে পড়বে। আর যুক্তরাষ্ট্র থেকে আমদানি হ্রাস পাবে ১১ থেকে ১২ শতাংশ।

বিশেষজ্ঞদের দাবি, এই বিষয়টি আশঙ্কা করেই আমদানি করা কয়েকটি পণ্যের উপর শুল্ক হ্রাসের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন। সেই তালিকায় রয়েছে দামি মোঁরবাইক। এতে আগে শুল্কের পরিমাণ ছিল ৫০ শতাংশ। বর্তমানে তা কমিয়ে ৩০ শতাংশ করেছেন তিনি।

এছাড়া শুল্কহ্রাস করা হয়েছে বোরবন হুইস্কির উপরেও। ১৫০ শতাংশ থেকে কমিয়ে এতে শুল্ক ১০০ শতাংশ করা হয়েছে। অতিরিক্ত শুল্কের বিষয়টি নিয়ে পর্যালোচনা করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে নয়াদিল্লি। বিশ্লেষকদের একাংশের দাবি, এ ব্যাপারে আমেরিকার মন গলাতে আগামী দিনে যুক্তরাষ্ট্র থেকে জ্বালানি এবং প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম আমদানি বৃদ্ধি করার রাস্তায় হাঁটতে পারে নরেন্দ্র মোদি সরকার।

চলতি বছরের ২০ জানুয়ারি দ্বিতীয় মেয়াদে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট হিসেবে শপথ নেন ট্রাম্প। ক্ষমতার মসনদে বসেই কানাডা ও মেক্সিকোর উপর ২৫ শতাংশ শুল্ক আরোপ করেন তিনি। একইভাবে চীনের উপর চাপিয়েছেন ১০ শতাংশ অতিরিক্ত শুল্ক। পাশাপাশি ইস্পাত ও অ্যালুমিনিয়ামের উপরও ২৫ শতাংশ শুল্ক নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট।

ট্রাম্পের এই সিদ্ধান্তের সঙ্গে সঙ্গে পাল্টা পদক্ষেপ নিয়েছে বেইজিংও। আমেরিকা থেকে আমদানি করা পণ্যের উপরও ১০ থেকে ১৫ শতাংশ শুল্প আরোপ করে শি জিনপিংয়ের সরকার।অন্যদিকে মেক্সিকো এবং কানাডার অনুরোধে সাময়িকভাবে এই দুই দেশের ক্ষেত্রে শুল্কের বিষয়টি স্থগিত রেখেছেনট্রাম্প।

গত ১৩ এবং ১৪ ফেব্রুয়ারি আমেরিকা সফর করেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। তিনি ওয়াশিংটেন পা দেওয়ার আগেই ‘পারস্পরিক শুল্ক’ চাপানোর কথা ঘোষণা দেন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প। এই নীতি কার্যকর হলে যে দেশ মার্কিন পণ্যের উপর যতটা শুল্ক নেবে, আমেরিকাও তার উপর ঠিক একই পরিমাণ শুল্ক আরোপ করবে।

# ভাষার প্রশ্নে মানুষই ভরসার কেন্দ্র

দিই, আমাকে হাঙ্গরে কুমিরে বক্ষোন করুক।’ওই যে ‘বক্ষোন’ ওই আওয়াজ কে দিতে পারবে এ সংসারে, খাঁটি বাঙাল ছাড়া? টেলিভিশনে হঠাৎ সেদিন ওই ভক্ষণের আওয়াজ যেন আবার শুনলাম। নিজ কানে। যিনি বলছিলেন, তার পরিচয়টা ঠিক ধরতে পারিনি, কিন্তু আগ্রহ নিয়ে শুনছিলাম, কেননা তিনি মাছের কথা বলছিলেন। মাছের ব্যাপারে আশ্বস্ত করবেন আশা করছিলাম; ভরসা দেবেন, ভ্রান্তধারণার নিরসন করে দেবেন, বলবেন, মাছ খাওয়া যাবে। না, উলটো বললেন কথা, বললেন মাছ ভক্ষণ করবেন না। তা তো বুঝলাম, কিন্তু কী যে ভক্ষণ করব, তা তো বুঝলাম না, জনাব। সেটা তো কেউ বলে না, বলে দেয় না।

তবে অত দুঃখের মধ্যেও ভক্ষণ দেখি আমাকে ছাড়ে না। বেড়ে বলেছেন, ভাই, ভক্ষণ করবেন না। আসলে তো আমরা ভক্ষণই করি। বিশেষ করে মাছ, বাঙালির ভেতরে একটা বিড়াল আছে, মাছ দেখলে চাঞ্চল্যকে শাসন করা কঠিন হয়ে পড়ে। লম্ফঝম্প দিতে থাকে। কিন্তু মাছ পেলে বিড়ালের মতো ভদ্রভাবে খাই না, গপাগপ গিলতে চাই। রাক্ষসের মতো ভক্ষণ করি। কেবল মাছ বলে নয়, এমনকি কোনো খাবার আছে, যা পেলে ভক্ষণ করি না? শান্তভাবে খাই?তবে মাছের এখন সত্যি সত্যি দুর্দিন। সহকর্মীর ভাগিনা গিয়েছিল দেশে। ভাটি অঞ্চলে দেশ তার। ভাগিনার বাবা বাজারে খুঁজে ঢুকে জিয়ল শিংমাছ নিয়ে এসেছে দশটা। পরের দিন সকালে উঠে দেখেন মরে ভেসে রয়েছে সবকটিই। গায়ে তাদের ফোসকা। বসন্ত হয়েছে। পানির মাছের গায়ে পানি বসন্ত। কে কবে শুনেছিল অমন অলক্ষণে কথা। একি তবে প্রকৃতির প্রতিশোধ? বসন্তকে দেশছাড়া করব বলে আস্ফালন করেছি, তাই কি প্রতিশোধ নিল বসন্ত; মাছের গায়ে ফুটে উঠে? এরপরে কি তরকারির বসন্ত হবে? তারপরে চাল-ডালের? কলিকালের মনে হয় খুব আর বিলম্ব নেই।

অনেকে আছেন এমনিতেই হতাশাবাদী; তাদের ইমান আরও পোক্ত হয় এসব দেখে। তারা বলেন, সব শেষ হয়ে যাবে। দেখছ না লক্ষণ?কেমন খরা পড়েছে। মরুভূমি হয়ে যাবে সারা দেশ। খেজুর গাছ দেখবে চারদিকে। তার নিচে হয়তো পাওয়া যাবে তরল সোনা, অর্থাৎ খনিজ তেল, কিন্তু তাতে তোমার আমার কী লাভ, ব্রাদার, তুমি আমি তো ততদিন টিকব না। আমি অবশ্য হতাশাবাদী নই। বিলোপবাদ পোষায় না আমার। যদি নিশ্চিহ্ন হয়ে যাই-ই, তবে জৈবসার হিসাবে তো অন্তত একটা ভূমিকা থাকবে। আবার আসিব ফিরে। সার হয়ে ভূমিকে উর্বর করতে পারব। তাতে গাছ হবে। গাছ হলে বৃষ্টি হবে, বৃষ্টি হলে আর পায় কে, সোনার বাংলা তখন আবার শ্যামল হয়ে উঠবে। কিন্তু ওই যে প্রশ্ন, তাতে তোমার কী, আমার কী? ও বড় মারাত্মক প্রশ্ন, সত্যি সত্যি, আমি গেলে রইল কী?

ভক্ষণ বড়ই সত্য হয়ে উঠেছে, কেবল আমরা যে ভক্ষণ করি তা নয়, আমাদের ভক্ষণ করা হয়। দারিদ্র্য আমাদের ভক্ষণ করে, হতাশা খুবলে খুবলে খায়। মহানন্দে মশাগুলোও ছাড়ে না। কারও ইচ্ছা ধর্মীয় রাষ্ট্র করা হোক বাংলাদেশকে, ওদিকে মানুষের ধর্মকর্ম করার স্বাধীনতাটুকু পর্যন্ত যে বিপন্ন, তা তো দেখছে না কেউ। পরিচ্ছন্ন থাকার মতো বাড়তি কাপড় নেই, সম্ভ্রম রক্ষা করার মতো আড়ালটুকু অবলুপ্ত, ওজু করার পানি নেই। বাংলাদেশের মেয়েরা বিশ্বের বাজারে বাজারে বিক্রি হচ্ছে। এমনকি মধ্যবিত্ত ঘরেও শবেবরাতে দেখলাম খাওয়া-দাওয়া কমে এসেছে। যে দুটো চাকরি করে, সে তিনটে চাকরি খুঁজছে। ওদিকে বেকার মানুষ কী খায়, কোথায় ঘুমায় হদিস নেই। আমরা ভক্ষণ করব না তো ভক্ষণ করবে কে? হয় ভক্ষণ করব, নয় তো ভুক্ত হব। আমাদের দেশ ক্ষুধার দেশ। কেবল মানুষ নয়, মশা, মাছি, রোগ, শোক, কুকুর, শৃগাল সবাই এখানে বিলক্ষণ ক্ষুধার্ত। ভক্ষণ, শুধু ভক্ষণ।মনুষ্যত্ব তো বিপন্ন হচ্ছেই, এমনকি বাঙালিত্বও খাবি খাচ্ছে, দেখতে পাই। দুধ ছিল, দুধ গেছে। সেই যে প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকে মাছ খেয়ে আসছি আমরা, বিকাশ তা-ও কি যাবে চলে পানির স্রেতো শুনি হাঙ্গরে কুমিরেই, নয়তো ধরে নিয়ে যায় জলদস্যুরা।

২.

আমরা কি বলব যে, ভাষা রাজনীতির অধীন? হুকুমের দাস? না, তা নয়। ভাষা কারও একার সৃষ্টি নয়, কোনো শ্রেণি বা গোষ্ঠীর সৃষ্টিও নয়, যেজন্য ভাষার শব্দ বাড়ে, শব্দের বানান ও উচ্চারণ বদলায়, কিন্তু ব্যাকরণ ঠিক থাকে এবং রাজনৈতিক বিপ্লবের পরেও ভাষা বদলায় না। যেজন্য বলা হয়, ভাষা মূল কাঠামোরই উপাদান বটে, উপরকাঠামোর রাজনীতি এ মূল কাঠামোকে বারে বারে ও নানাভাবে আক্রমণ করতে পারে, করে থাকে। আমাদের দেশের মানুষ একের পর এক বিদেশিদের ভাষা শিখেছে। ফারসি ও ইংরেজি তাকে শিখতে হয়েছিল, উর্দুও শিখতে হতো। কারণটা ভাষাতাত্ত্বিক নয়, কারণটা রাজনৈতিক।

www.jonmobhumi.com

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৭১৮-৩৮০-৬৭১২

## কুয়েটে সংঘর্ষ: বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন এবং শিবিরের সন্ত্রাসীদের

ছাত্রদলের ইতিবাচক রাজনীতিকে শিক্ষার্থীদের কাছে দোষারোপ করতে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন এবং শিবিরের সন্ত্রাসীরা শুরুতে এ হামলা করেছে। তারপরও জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল গতকাল খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ে যে ঘটনা ঘটেছে, সে জন্য দুঃখপ্রকাশ করছে।

তিনি আরও বলেন, যে হামলা বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের নেতারা শুরুতে ছাত্রদলের ওপর করেছে, সে হামলায় যদি তারা অংশগ্রহণ না করত তাহলে এ রকম সংঘাত কখনই ছড়িয়ে পড়তো না। বাংলাদেশে যত বড় বড় অগ্নিকা– হয়েছে, তার উৎস ছিল ছোঁ ছোঁ শর্ট সার্কিট। গতকাল সেই কাজ শুরু করেছে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের বিশৃঙ্খল 'মব'। এটির নেতৃত্ব দিয়েছে কুয়েটের বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের আহ্বায়ক ওমর ফারুক। কেন্দ্রীয়ভাবে সেটি মনিটরিং করেছে হাসনাত আব্দুল্লাহ।

বুধবার কুয়েটের ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসসি গেমস রুমে ছাত্রদল আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে এসব কথা বলেন নাছির উদ্দীন। সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য রাখেন ছাত্রদল সভাপতি রাকিবুল ইসলাম। এ সময় ছাত্রদলের অন্যান্য নেতারা উপস্থিত ছিলেন।

সংবাদ সম্মেলনের শুরুতে নাছির বলেন, ছাত্রদলের রাজনীতির অংশ হিসেবে কুয়েটে আমরা সদস্য ফরম বিতরণ করেছি। কিন্তু ফরম বিতরণের দুই দিন পরে ছাত্রদলের তিনজন নেতাকর্মীকে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের আহ্বায়ক ওমর ফারুকের নেতৃত্বে এবং শিবিরের সন্ত্রাসীরা অমানবিক নির্যাতন করেছে। নির্যাতনের মাত্রা এতই ছিল যে তারা দোকানে আশ্রয় নিলে সেখানে গিয়ে হামলা করেছে। পরে গ্রামবাসীর সঙ্গে কথিত ছাত্রদলের অনাকাঙ্ক্ষিত হামলার ঘটনা ঘটেছে। এরপর ছাত্রদলের নামে এক ধরনের 'মব' তৈরি করা হয়েছে।

নাছির বলেন, বাংলাদেশের যেকোনো সংগঠনে রাজনীতি করার সাংবিধানিক অধিকার রয়েছে। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন কীভাবে ছাত্রদলের তিনজন নেতার ওপর হামলা করে, সে প্রশ্ন আমরা রাখতে চাই। শিবিরের কাছে আমরা প্রশ্ন রাখতে চাই কুয়েটে তাদের কমিটি আছে কিনা,

গতকাল যে হামলা হয়েছে তার ব্যাখ্যা দিতে হবে। আর কোনো ক্যাম্পাসে যদি বিনা কারণে হামলার ঘটনা ঘটে, তাহলে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনকে দায় নিতে হবে।

লিখিত বক্তব্যে ছাত্রদলের সভাপতি রাকিবুল ইসলাম রাকিব বলেন, ছাত্রদলের সিনিয়র সহসভাপতি আবু আফসান ইয়াহিয়ার নেতৃত্বে একটি সরেজমিন তদন্ত টিম খুলনা গেছেন। তাদের প্রতিবেদন ও পুলিশি বা প্রশাসনিক তদন্ত প্রতিবেদন আসার আগে পর্যন্ত কোনো পক্ষ থেকেই কোনো উপসংহার টানা সম্ভব বা সমীচীন নয়। তবে ভুক্তভোগী শিক্ষার্থীদের বয়ান, সংবাদমাধ্যমে আসা প্রতিবেদন, ছবি ও ভিডিও প্রমাণের ভিত্তিতে আমরা যতটুকু জানতে পেরেছি, বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের কুয়েট শাখার আহ্বায়কের উস্কানিতেই হামলার সূত্রপাত ঘটেছে।

রাকিবুল বলেন, গতকালকের এই অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনার সূত্রপাত হয় বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের ব্যানারে একটি মিছিল থেকে কতিপয় ছাত্রদল সমর্থকের ওপর অতর্কিত হামলার মধ্য দিয়ে। ছড়িয়ে পড়া ভিডিওতে দেখা যায়, ভুক্তভোগী শিক্ষার্থীরা ক্লাস শেষে অতি সাধারণভাবেই মিছিলটির পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের কুয়েট কমিটির আহ্বায়ক ওমর ফারুকের প্রত্যক্ষ উস্কানিতে কতিপয় মিছিলকারী তাদের দিকে অতর্কিতভাবে তেড়ে গিয়ে হামলার সূচনা করে।

ছাত্রদল সভাপতি আরও বলেন, কোনোরূপ তথ্য প্রমাণ ছাড়াই স্থানীয় জনতার সঙ্গে কুয়েট শিক্ষার্থীদের ন্যক্কারজনক সহিংসতায় সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছাত্রদলের হামলা বলে ভিন্নখাতে প্রবাহিত করে রাজনৈতিক ফায়দা লুটার চেষ্টা চালানো হয়েছে।

হামলার নিন্দা জানিয়ে রাকিবুল ইসলাম বলেন, যেই জড়িত থাকুক না কেন, সুষ্ঠু তদন্ত করে তাদের সবাইকে বিচারের আওতায় এনে সর্বোচ্চ শাস্তি নিশ্চিত করতে হবে। ছাত্রদল তার সংগঠনের নেতাকর্মীর বিরুদ্ধে কোনো অপরাধের অভিযোগ পেলে বা তা প্রমাণিত হলে তার বিরুদ্ধে সাংগঠনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে। কিন্তু তার বিচারের দায়িত্ব রাষ্ট্রকেই নিতে হবে।

হামলার সূত্রপাত ঘটানো বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের কুয়েটের নেতাকর্মীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে কিনা মন্তব্য করে রাকিবুল বলেন, আমরা দেখব তারা কোনো ব্যবস্থা নেয় কিনা দায় স্বীকার করে কিনা। যেভাবে যুবদলের একজনকে চিহ্নিত করে বহিষ্কার করা গেছে। কিন্তু ফেসবুকে যে ভিডিও সয়লাব হয়েছে বৈষম্যের ভূমিকা তাদের কোনো বক্তব্য পাচ্ছি না।

### বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন-শিবির-ছাত্রলীগ দায়ী করল ছাত্রদল

খুলনা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে (কুয়েট) সংঘর্ষের ঘটনায় বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন, ছাত্রশিবির এবং ক্যাম্পাসে রয়ে যাওয়া নিষিদ্ধ সংগঠন ছাত্রলীগের কর্মীদের দায়ী করেছেন ছাত্রদলের নেতারা। বুধবার দুপুরে ছাত্রদল খুলনা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় শাখা আয়োজিত জরুরি সংবাদ সম্মেলনে এ অভিযোগ করা হয়েছে। ক্ষোভ প্রকাশ করে ছাত্রদল নেতারা বলেছেন, সারা দেশের ক্যাম্পাসগুলোতে শুধু বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন রাজনীতি করতে পারবে, আর অন্য কোনো সংগঠন করতে পারবে না- এটা হতে পারে না।উল্লেখ্য, মঙ্গলবার কুয়েটে ছাত্রদল ও শিক্ষার্থীদের মধ্যে দফায় দফায় সংঘর্ষ হয়। দুপুর থেকে শুরু হওয়া পালটাপালটি ধাওয়া বিকাল পর্যন্ত চলে। এ ঘটনায় অন্তত ৬০ জন শিক্ষার্থী আহত হন। এর মধ্যে গুরুতর আহতাবস্থায় খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ১০ জন শিক্ষার্থী ভর্তি হয়েছেন।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছিলেন, মঙ্গলবার সকাল থেকে কুয়েটের ক্যাম্পাসে ছাত্রদলের নেতাকর্মীরা সংগঠনের নতুন সদস্য অন্তর্ভুক্ত করার জন্য ফরম বিতরণ শুরু করেন। এ খবরে শিক্ষার্থীরা দুপুরে বিক্ষোভ মিছিল বের করেন। ক্যাম্পাসের গুরুত্বপূর্ণ সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে প্রশাসনিক ভবনের সামনে অবস্থান নেন তারা। এ সময় তারা 'ছাত্র রাজনীতির ঠিকানা, এই কুয়েটে হবে না', 'দাবি মোদের একটাই, রাজনীতি মুক্ত ক্যাম্পাস চাই', 'এই ক্যাম্পাসে হবে না, ছাত্র রাজনীতির ঠিকানা'-সহ বিভিন্ন স্লোগান দিতে থাকে।

শিক্ষার্থীদের মিছিলটি কেন্দ্রীয় জামে মসজিদের সামনে এলে ছাত্রদল সমর্থিতদের সঙ্গে শিক্ষার্থীদের মধ্যে উত্তেজনা দেখা দেয়। এক পর্যায়ে দুগ্রুপের মধ্যে ধাওয়া-পালটা ধাওয়া ও সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। এতে উভয়পক্ষের অর্ধশতাধিক আহত হন। একপর্যায়ে সংঘর্ষ ক্যাম্পাসের বাইরে ছড়িয়ে পড়ে।

জানা গেছে, সংঘর্ষের সময় ছাত্রদলের সঙ্গে বহিরাগতরা ছিল। পাশাপাশি সাধারণ শিক্ষার্থীদের সঙ্গে ছাত্রশিবিরের নেতাকর্মীদের উপস্থিতি দেখা গেছে।

এদিকে মঙ্গলবারের সংঘর্ষের সময় রামদা হাতে দাঁড়িয়ে থাকা যুবদল নেতা মাহবুবুর রহমানকে বহিষ্কার করেছে যুবদলের কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটি। রামদা হাতে তার দাঁড়িয়ে থাকার ছবিটি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ার পরই এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

## সরকারে থেকে 'কতিপয় উপদেষ্টা'কে দল গোছাতে দেবে না দেশের মানুষ : মির্জা ফখরুল

পারবে। এর থেকে এটাই প্রমাণিত হয় যে তারা এখন নিজেদের স্বার্থে ফ্যাসিস্টদের জায়গা দিতে চায়। তিনি যে কথাঁা বলেছেন, ইট ইজ ডেঞ্জারাস। তার মানে কি আমরা ধরে নেব যে তারা সরকারে থেকে দল গুছানোর জন্য বিভিন্ন কৌশল নিচ্ছেন। ওই কৌশল নিলে আমরা তা হতে দেব না। এ দেশের মানুষ তা হতে দেবে না।'

বুধবার দুপুরে জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের এক অনুষ্ঠানে বিএনপি মহাসচিব এমন মন্তব্য করেন।

বিএনপি মহাসচিব বলেন, 'অন্তবর্তীকালীন সরকারকে আমরা সমর্থন দিয়েছি। তারা চেষ্টা করছেন অতিদ্রুত কিছু কাজ শেষ করে নির্বাচনের দিকে যাওয়ার। কিন্তু এর মধ্যেই মানুষের মধ্যে কতগুলো সন্দেহ সৃষ্টি হয়েছে। এর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে, আদৌও নির্বাচনের ব্যাপারে এরা আন্তরিক কিনা।'

তিনি আরো বলেন, 'আমরা খুব পরিস্কার করেই বলছি, অবশ্যই নতুন রাজনৈতিক দল গঠন হবে তাকে আমরা স্বাগত জানাবো। ছাত্র সংগঠন ইতোমধ্যে করেছেন। আমরা স্বাগত জানাচ্ছি। যখন দল তৈরি করবেন, আমরা স্বাগত জানাবো। তার মানে এই নয় যে আপনারা সরকারে বসে, সরকারের সকল সুযোগ-সুবিধা নিয়ে দল গঠন করবেন। সেটা কখনই মেনে নেয়া হবে না। জনগন মেনে নেবে না।'

মির্জা ফখরুল বলেন, 'আমি অন্তবর্তীকালীন সরকার এবং সরকার প্রধানকে বলতে চাই, আপনি অবিলম্বে এ বিষয়গুলোর ব্যাপারে ব্যবস্থা নিন। তা না হলে জনগণের যে আস্থা আপনাদের ওপরে আছে, ওই আস্থাও থাকবে না।'

তিনি বলেন, 'আমি যখন প্রথম বলেছিলাম যে যদি এই অন্তবর্তীকালীন সরকার নিরপেক্ষতা হারায়, তাহলে আরেকটি নিরপেক্ষ সরকারের প্রয়োজন হবে। কেনো বলেছিলাম, তা এখন প্রমাণ হচ্ছে। তখন একজন (উপদেষ্টা) বলেছিলেন, আমি একটি এক/এগারোর দিকে নজর দিচ্ছি। আমরা এক/এগারোর ভুক্তভোগী। এক/এগারো যারা সৃষ্টি করেছিল, তারা টিকতে পারেনি জনগণের কাছে।'

তিনি হুঁশিয়ার করে বলেন, যদি আবার কেউ সেই এক/এগারোর কথা চিন্তা করেন, গণতন্ত্রকে বিসর্জন দিয়ে আবার এক দলীয় শাসন- ফ্যাসিস্ট সরকারের দিকে যেতে চান, তাহলে কখনোই জনগন তা মেনে নেবে না।'

রাজধানীর ফার্মগেইটে কৃষিবিদ ইন্সটিটিউশন মিলনায়তনে জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের উদ্যোগে 'গণ-অভ্যুত্থান পরবর্তী বাংলাদেশে নতুন ধারার রাজনীতি' শীর্ষক এই আলোচনা সভা হয়। অনুষ্ঠানের শুরুতে ছাত্রদল ঢাকা মহানগরের সদস্য সংগ্রহ, ফরম বিতরণ ও সদস্য নবায়ন কার্যক্রমে নতুন শিক্ষার্থীদের মধ্যে ফরম বিতরণ করে উদ্বোধন করেন বিএনপি মহাসচিব।

ছাত্রদলের নেতা-কর্মীদের 'জ্ঞান চর্চা'র ওপর গুরত্বারোপ করে বিএনপি মহাসচিব বলেন, 'আমাদের শুধুমাত্র আন্দোলন, শুধুমাত্র সংগঠন, এসব করলেই চলবে না, আমাদের সংগঠনকে শক্তিশালী করার জন্য অবশ্যই জ্ঞানচর্চাা করতে হবে। জ্ঞানচর্চাই হবে আমাদের এই প্রতিষ্ঠানে মূলকেন্দ্র। তা না হলে আমরা এগুতে পারব না।'

তিনি আরো বলেন, 'যারা মেধাবী, তাদেরকে সামনে আনতে হবে। প্রতিটি বিষয় সম্পর্কে জানতে হবে, ধারণা থাকতে হবে। আমি নিজেই ছাত্র রাজনীতির প্রোডাক্ট। আমি ৬০-এর দশকে ছাত্র রাজনীতি করেছি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে। সেই সময়ে আমাদের সংগঠন পড়াশুনার জন্য স্টাডি সেল তৈরি করতো, সেখানে পড়াশুনা হতো, পরীক্ষা হতো, তারপরে পদোন্নতি হতো। পদ পাওয়া নির্ভর করতো যে আমি কতটুকু জানি তার ওপরে, এই বিষয়টা যদি আমরা ছাত্রদলের মধ্যে চালু করতে পারি, নিঃসন্দেহে ছাত্রদল হবে শক্তিশালী সংগঠন। আমি অনুরোধ রাখব এমন চিন্তাভাবনা নিয়ে আসতে হবে।'

বিগত ফ্যাসিস্ট সরকারের আমলে 'সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে শিক্ষা খাত' দাবি করে মির্জা ফখরুল বলেন, 'আমাদের ছেলে-মেয়েরা এমবিবিএস পাস করে বিদেশে সরাসরি ভর্তি হতে পারে না। কারণ ওরা (বিদেশ) মনে করে যে এখানে যে এমবিবিএস পড়াশুনা হয়, সেটা সঠিক হয় না। আমাদের ছেলে-মেয়েরা দেশে মাস্টার্স পাস করে উচ্চ শিক্ষায় বিদেশে গেলে তাদের আবার ল্যাংগুয়েজসহ বিভিন্ন পরীক্ষা দিতে হয়, যেটা আগে ছিলো না। কারণ, শিক্ষার ব্যবস্থাঁা আগে এমন ছিল যে একজন শিক্ষার্থী সর্ববিষয়ে পারদর্শী হতে পারে তার ব্যবস্থা ছিল। শিক্ষার ওপর কতটুকু গুরুত্ব দিয়েছিলেন শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান, যিনি সকল প্রতিষ্ঠানের মেধাবী ছাত্রদের নিয়ে জাহাজে সমুদ্রে দেখতে নিয়ে গিয়েছিলেন। সেটা শুধু সমুদ্র দেখার জন্য নয়, ওখানে বসে সমুদ্রে নিচে কী সম্পদ আছে, সমুদ্র যে কী একটা বিশাল সম্পদের ক্ষেত্র, যেখান থেকে বাংলাদেশের অর্থনীতির পরিবর্তন হতে পারে, যেটাকে ব্লু ইকোনমি বলা হয়, সেই বিষয়টা শহীদ প্রেডিডেন্ট ৭৯-৮০ সালে দেখেছিলেন। সেজন্য আমরা তাকে বলি একজন ক্ষণজন্মা নেতা। ছাত্রদেরও বলব, তোমরা বেশি করে জ্ঞান অর্জন কর।'

মির্জা ফখরুল বলেন, 'এই লড়াইটা আমরা এখন একটা ক্রান্তিকালের লড়াইয়ে এসে পৌঁছেছি। এই লড়াইয়ে আমাদের সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন ধৈর্য, টলারেন্স এবং মেধার চর্চা করা। আর সাইবার ওয়্যার, সোশ্যাল মিডিয়ায় তোমাদেরকে সক্রিয় হতে হবে।'

তিনি বলেন, 'শুধুমাত্র নিজেদের ছবি দিয়ে, একটা মিছিলের ছবি দিয়ে, পোস্টারের ছবি দিয়ে কাজ করা করে আসল বিষয় নিয়ে তোমরা সোশ্যাল মিডিয়ায় কথা বলতে শুরু কর। এটা তোমাদের দায়িত্ব। তোমরা মোবাইল সেটটা ভালো বুঝ, ওখানে লড়াইটা চালাও, ওই জায়গায় যদি তোমরা লড়াই করতে পারো, তাহলে কেউ তোমাদের বিজয় ঠেকাতে পারবে না।'

আলোচনা সভায় এবার 'শ্লোগান' না থাকায় নিজের অভিব্যক্তি প্রকাশ করে বিএনপি মহাসচিব বলেন, 'আজকে খুব ভালো লাগছে যে কোনো শ্লোগান হয়নি, হচ্ছে না। এটা আমার খুব আনন্দ লাগছে। আমার মনে হচ্ছে, এতোদিন যে কথা বলেছি অন্তত আজকে একটা বাস্তবায়ন হয়েছে। কারণ ছাত্রদল ছাত্রদল। উত্তর-দক্ষিল? শ্লোগান দাও যে মাঝে-মধ্যে ওমুক ভাই এগিয়ে চলো, আমরা আছি তোমার সাথে। এটাও দরকার নাই। আমাদের ভাই একজনই- তারেক রহমান। আমাদের নেত্রী একজনই- দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়া। আমাদের দার্শনিক আমাদের দলের প্রতিষ্ঠাতা একজনই- শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান। মাঝখানে কোনো ভাই-টাই নেই। সবাই ডিসিপ্লিন মানতে হবে, ছাত্রদলের নেতা রাকিব-নাছিরের নেতৃত্বে মানতে হবে অর্থাৎ একটা সুসংগঠিত ছাত্রদল গড়ে তুলতে হবে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানভিত্তিক সংগঠন গড়ে তুলতে হবে।'

ছাত্রদলের সভাপতি রাকিবুল ইসলাম রাকিবের সভাপতিত্বে সাধারণ সম্পাদক নাছির উদ্দীন নাছিরের সঞ্চালনায় আলোচনা সভায় বিএনপির ছাত্রবিষয়ক সম্পাদক রকিবুল ইসলাম বকুল, ঢাকা মহানগর দক্ষিণ বিএনপি আহ্বায়ক রফিকুল ইসলাম মজনু, উত্তরের আহ্বায়ক আমিনুল হক, দক্ষিণের সদস্য সচিব তানভীর আহমেদ রবিন, উত্তরের মোস্তফা জামান, ছাত্রদলের পূর্বের সভাপতি সোহাগ ভূঁইয়া, উত্তরের সভাপতি সালাহউদ্দিন আহমেদ, দক্ষিণের সভাপতি শামীম মাহমুদ ও পশ্চিমের সভাপতি রবির খান বক্তব্য রাখেন।

Wanted
Priest and Chaaplain,
Ratan K Chakrobarty
durg Puja, Kali Puja, santiSwastyan,
marriage, register, annaprsashan,
srdaah et. NYScertified priest and
Chaplin License no-4677.

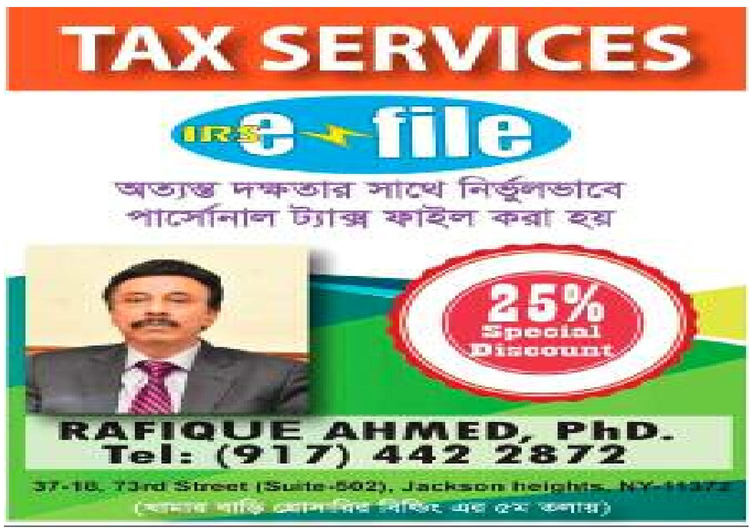

www.jonmobhumi.com

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৬৪৬-৩২৭-৭৯৬৪

# বাংলাদেশ, ভারতসহ বিভিন্ন দেশে প্রকল্পে অর্থায়ন বাতিল করল যুক্তরাষ্ট্র

হয়েছে।

স্থানীয় সময় শনিবার দিবাগত রাতে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে এক পোস্টে এই অর্থায়ন বাতিলের কথা জানায় ডিওজিই। তাতে বলা হয়েছে, 'যুক্তরাষ্ট্রের করদাতাদের দেওয়া অর্থ নিম্নোক্ত ক্ষেত্রগুলোয় (প্রকল্প) খরচ হতে যাচ্ছিল, যেগুলোর সব কটি বাতিল করা হয়েছে।' এরপর ধারাবাহিকভাবে ওই প্রকল্পগুলো, প্রকল্প বাস্তবায়নের দেশ ও অঞ্চল এবং অর্থের পরিমাণ উল্লেখ করা হয়েছে।

যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক সংস্থা ডেমোক্রেসি ইন্টারন্যাশনালের ওয়েবসাইটে দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, স্ট্রেনদেনিং পলিটিক্যাল ল্যান্ডস্কেপ ইন বাংলাদেশ (এসপিএল) প্রকল্পে অর্থায়ন করে যুক্তরাষ্ট্রের আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা ইউএসএআইডি ও যুক্তরাজ্যের ডিপার্টমেন্ট ফর ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট (ডিএফআইডি)। এই প্রকল্পের আওতায় বাংলাদেশে রাজনৈতিক দলগুলোর সক্ষমতা বৃদ্ধি, রাজনৈতিক দলগুলো ও ভোটারদের মধ্যে সম্পর্ক জোরদার করা এবং রাজনৈতিক সহিংসতা কমানোর লক্ষ্যে কাজ করা হয়।

এক্সে ডিওজিইর পোস্ট অনুযায়ী, বাংলাদেশের প্রতিবেশী দেশ ভারত ও নেপালেও বিভিন্ন প্রকল্পে অর্থায়ন বাতিলের সিদ্ধান্ত নিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র সরকার। ভারতে ভোটার উপস্থিতি বাড়ানো-সংক্রান্ত প্রকল্পে ২ কোটি ১০ লাখ ডলারের অর্থায়ন বাতিল করা হয়েছে। আর নেপালের একাধিক প্রকল্পে বাতিল করা হয়েছে ৩ কোটি ৯০ লাখ ডলার। এ ছাড়া এ তালিকায় থাকা দেশগুলোর মধ্যে রয়েছে মোজাম্বিক, কম্বোডিয়া, সার্বিয়া, লাইবেরিয়া, মালি ও মিসর। এশিয়া মহাদেশ ও আফ্রিকার দক্ষিণাঞ্চলকেন্দ্রিক দুটি প্রকল্পেও অর্থ দেবে না যুক্তরাষ্ট্র।

গত ২০ জানুয়ারি যুক্তরাষ্ট্রের ৪৭তম প্রেসিডেন্ট হিসেবে ক্ষমতায় বসার পর দেশটিতে সরকারি দক্ষতা বিভাগ বা ডিওজিই নামের বিভাগটি প্রতিষ্ঠা করেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। এই বিভাগের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে ট্রাম্পের ঘনিষ্ঠ ও বিশ্বের শীর্ষ ধনকুবের ইলন মাস্ককে। ডিওজিইর মাধ্যমে সরকারি ব্যয় সংকোচনের লক্ষ্যে কাজ করছেন তিনি।

যুক্তরাষ্ট্রের সরকারি ব্যয় সংকোচনে এরই মধ্যে নানা পদক্ষেপ নেওয়া শুরু করেছেন ইলন মাস্ক। গত শুক্রবার যুক্তরাষ্ট্রে কেন্দ্রীয় সরকারের ৯ হাজার ৫০০ জনের বেশি কর্মীকে বরখাস্ত করা হয়েছে। এর আগে বিশ্বব্যাপী ইউএসএআইডির সহায়তা স্থগিত করার ঘোষণা দেয় ট্রাম্প প্রশাসন। বাংলাদেশসহ বিভিন্ন দেশে আর্থিক সহায়তা দিয়ে আসছিল ইউএসএআইডি।

এ সিদ্ধান্তের ফলে কী প্রভাব পড়তে পারে, জানতে চাইলে ওয়াশিংটনে বাংলাদেশের সাবেক রাষ্ট্রদূত মো. হুমায়ুন কবীর বলেন, যুক্তরাষ্ট্র শুধু বাংলাদেশই নয়, বেশ কয়েকটি দেশের জন্য নির্ধারিত খাতে অর্থায়ন বাতিল করেছে। রাজনৈতিক খাতের প্রকল্পে অর্থায়ন বাতিল হওয়ায় বাংলাদেশ কিছুটা বঞ্চিত হবে। তবে এই প্রেক্ষাপটে উন্নয়ন সহযোগী দেশগুলো এগিয়ে আসবে। বিশেষ করে বাংলাদেশের বর্তমান উত্তরণের প্রেক্ষাপটে ইউরোপীয় ইউনিয়ন, জাপানসহ অনেকে যুক্তরাষ্ট্রের পরিবর্তে আর্থিক সহায়তা দিতে আগ্রহী হবে। ফলে যুক্তরাষ্ট্র ২ কোটি ৯০ লাখ ডলারের অর্থায়ন বাতিল করে দিলেও এতে বড় ধরনের কোনো প্রভাব পড়বে না।

www.jonmobhumi.com

# লেবাননে ইসরাইলি সেনা প্রত্যাহারে বিলম্ব, জাতিসংঘের কড়া প্রতিক্রিয়া

ভিত্তি তৈরি করেছিল।

এক যৌথ বিবৃতিতে বলা হয়, আজ ইসরাইলি প্রতিরক্ষা বাহিনীর (আইডিএফ) প্রত্যাহার এবং লেবাননের সেনাবাহিনীর দক্ষিণ লেবাননে অবস্থান গ্রহণের সময়সীমার শেষ দিন, এই প্রক্রিয়ার আরেকটি বিলম্ব আমাদের প্রত্যাশিত ছিল না, বিশেষ করে কারণ এটি জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের ১৭০১ (২০০৬) নম্বর প্রস্তাবের লঙ্ঘন।

মঙ্গলবার, ইসরাইলি বাহিনী দক্ষিণ লেবাননের প্রায় সব এলাকা থেকে সরে যায়, তবে পাঁচটি কৌশলগত অবস্থানে রয়ে গেছে। এতে ধ্বংসস্তূপে পরিণত হওয়া সীমান্ত গ্রামগুলোতে বাস্তুচ্যুত বাসিন্দারা ফিরতে শুরু করেছেন।

কফার কিলায় ফিরে আসা আলা আল-জেইন বলেন, পুরো গ্রামটি ধ্বংস হয়ে গেছে। এটি একটি ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে।

অনেকে ধ্বংসপ্রাপ্ত ঘরবাড়ি, কৃষিজমি এবং ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ফিরে পেয়েছেন। দেড় বছরের সংঘর্ষের মধ্যে দুই মাসের পুরোদস্তুর যুদ্ধের পর ২৭ নভেম্বরের যুদ্ধবিরতিতে এ অবস্থা তৈরি হয়েছে।

ইসরাইল যুদ্ধবিরতির শর্ত অনুযায়ী সেনা প্রত্যাহারের শেষ মুহূর্তে ঘোষণা করেছিল, তারা সীমান্তের কাছে পাঁচটি কৌশলগত অবস্থানে সেনা রাখবে। মঙ্গলবার ইসরাইলের প্রতিরক্ষামন্ত্রী ইসরাইল কাটজ এই অবস্থান নিশ্চিত করে বলেন, হিজবুল্লাহর যেকোনো লঙ্ঘনের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

এদিকে লেবানন সরকার বলেছে, ইসরাইলের যে কোনো সেনা উপস্থিতি তাদের ভূমিতে দখলদারিত্ব হিসেবে গণ্য হবে। দেশটি এই বিষয়ে জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের কাছে অভিযোগ জানাবে এবং লেবাননের সেনাবাহিনী সীমান্তের দায়িত্ব নেওয়ার জন্য প্রস্তুত রয়েছে বলে জানিয়েছে।

লেবাননের সেনাবাহিনী সোমবার রাত থেকে ১১টি সীমান্ত গ্রাম ও অন্যান্য এলাকায় মোতায়েন হয়েছে, যেসব এলাকা থেকে ইসরাইলি বাহিনী সরে গেছে।

জাতিসংঘ দূত জ্যানিন হেনিস-প্ল্যাসচার্ট এবং ইউ-নিফিল শান্তিরক্ষা বাহিনী এক যৌথ বিবৃতিতে বলেছে, ইসরাইলের প্রত্যাহারের নির্ধারিত সময় শেষ হয়ে যাওয়ার পরও বিলম্ব কোনোভাবেই কাঙ্ক্ষিত ছিল না এবং এটি ২০০৬ সালের নিরাপত্তা পরিষদ প্রস্তাবের লঙ্ঘন।

যুক্তরাষ্ট্রের গবেষণা প্রতিষ্ঠান ফাউন্ডেশন ফর ডিফেন্স অব ডেমোক্রেসিসের (এফডিডি) জ্যেষ্ঠ ফেলো এবং সাবেক ইসরাইলি সেনা মুখপাত্র জোনাথন কনরিকাস বলেন, একবার লেবাননের সেনাবাহিনী পুরোপুরি দক্ষিণে মোতায়েন হলে, ইসরাইলি বাহিনীও সম্ভবত তাদের প্রত্যাহার সম্পন্ন করবে, যদি হিজবুল্লাহ চুক্তির শর্ত মেনে চলে।

লেবাননে পুনর্গঠনের ব্যয় ১০ বিলিয়ন ডলারের বেশি হতে পারে বলে জাতিসংঘের অনুমান। এখনও ১ লাখের বেশি মানুষ বাস্তুচ্যুত অবস্থায় রয়েছে।

অনেকে ধ্বংসস্তূপের নিচে স্বজনদের মরদেহ খুঁজতে ফিরেছেন। তাদের মধ্যে সামিরা জুমা নামে এক নারীও রয়েছেন, যিনি পাঁচ মাস আগে কফার কিলায় নিহত হওয়া তার হিজবুল্লাহ যোদ্ধা ভাইয়ের মরদেহ খুঁজতে এসেছেন।

সামিরা বলেন, আমরা জানি তারা শহীদ হয়েছেন। আমি এসেছি আমার ভাইকে দেখতে এবং সেই ভূমি স্পর্শ করতে, যেখানে সে ও তার সঙ্গীরা লড়াই করেছে।

এদিকে, লেবাননের দক্ষিণের টাইবে ও ওদাইসেহ গ্রামের প্রবেশপথে সেনা চৌকির সামনে কয়েক ডজন গাড়ি অপেক্ষা করছে, যাতে করে মানুষ তাদের গ্রামে ফিরে যেতে পারে। স্থানীয় নারীরা হিজবুল্লাহ যোদ্ধাদের ছবি বহন করছিলেন এবং অনেকে ইরান-সমর্থিত এই গোষ্ঠীর হলুদ পতাকা উঁচু করে ধরে রেখেছিলেন। হিজবুল্লাহর শক্ত ঘাঁটিগুলো, বিশেষ করে দক্ষিণ ও পূর্ব লেবানন এবং বৈরুতে ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞের শিকার হয়েছে। গাজা যুদ্ধের প্রেক্ষিতে হামাসকে সমর্থন দিতে গিয়ে হি-জবুল্লাহ এই সংঘাতে জড়িয়ে পড়ে। যুক্তরাষ্ট্র ও ফ্রান্সের মধ্যস্থতায় হওয়া যুদ্ধবিরতি অনুযায়ী, ইসরাইলি বাহিনী ৬০ দিনের মধ্যে লেবানন থেকে সরে যাবে, যা ১৮ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছিল।

লেবাননে ইসরাইলি সেনা প্রত্যাহারে বিলম্ব, জাতিসংঘের কড়া প্রতিক্রিয়া

জাতিসংঘের লেবাননবিষয়ক দূত এবং শান্তিরক্ষা বাহিনী মঙ্গলবার জানিয়েছে, ইসরাইলের দেরিতে

সেনা প্রত্যাহার জাতিসংঘের সেই প্রস্তাব লঙ্ঘন করছে, যা ২০০৬ সালের হিজবুল্লাহ-ইসরাইল যুদ্ধের অবসান ঘটিয়েছিল এবং সাম্প্রতিক যুদ্ধবিরতির ভিত্তি তৈরি করেছিল।

এক যৌথ বিবৃতিতে বলা হয়, আজ ইসরাইলি প্রতিরক্ষা বাহিনীর (আইডিএফ) প্রত্যাহার এবং লেবাননের সেনাবাহিনীর দক্ষিণ লেবাননে অবস্থান গ্রহণের সময়সীমার শেষ দিন, এই প্রক্রিয়ার আরেকটি বিলম্ব আমাদের প্রত্যাশিত ছিল না, বিশেষ করে কারণ এটি জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের ১৭০১ (২০০৬) নম্বর প্রস্তাবের লঙ্ঘন। ইসরাইলি বাহিনী দক্ষিণ লেবাননের প্রায় সব এলাকা থেকে সরে যায়, তবে পাঁচটি কৌশলগত অবস্থানে রয়ে গেছে। এতে ধ্বংসস্তূপে পরিণত হওয়া সীমান্ত গ্রামগুলোতে বাস্তুচ্যুত বাসিন্দারা ফিরতে শুরু করেছেন। কফার কিলায় ফিরে আসা আলা আল-জেইন বলেন, পুরো গ্রামটি ধ্বংস হয়ে গেছে। এটি একটি ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে।

অনেকে ধ্বংসপ্রাপ্ত ঘরবাড়ি, কৃষিজমি এবং ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ফিরে পেয়েছেন। দেড় বছরের সংঘর্ষের মধ্যে দুই মাসের পুরোদস্তুর যুদ্ধের পর ২৭ নভেম্বরের যুদ্ধবিরতিতে এ অবস্থা তৈরি হয়েছে।

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৬৪৬-৩২৭-৭৯৬৪

# জুলাই অভ্যুত্থানে মেয়েদের যৌন নির্যাতন করে নিরাপত্তা বাহিনী ও আ'লীগ ঃ জাতিসঙ্ঘ

শারীরিক আক্রমণ প্রায়শই মুখ, বুক, শ্রোণী এবং নিতম্বের মতো নির্দিষ্ট শরীরের অংশগুলোকে লক্ষ্য করে করা হতো, কারণ অপরাধীরা কেবল ব্যথা দেয়ার জন্যই নয় বরং স্পষ্টতই নারীদের তাদের লিঙ্গের ভিত্তিতে অপমানিত ও অবমাননা করার চেষ্টা করেছিল।'

ওএইচসিএইচআর গত ১২ ফেব্রুয়ারি জেনেভা অফিস থেকে '২০২৪ সালের জুলাই ও আগস্টের বিক্ষোভের সাথে সম্পর্কিত মানবাধিকার লঙ্ঘন ও নির্যাতন' শীর্ষক তথ্য অনুসন্ধান প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, নারী প্রতিবাদকারীদের লক্ষ্য করে সহিংসতা প্রায়শই লিঙ্গভিত্তিক ছিল, যা বিশেষভাবে নারী ও মেয়েদের বিরুদ্ধে পরিচালিত অপমানজনক ধরণগুলোকেই প্রতিফলিত করে।

পর্যালোচনায় দেখা গেছে, অপরাধীরা নারীদের অংশগ্রহণকে বাধাগ্রস্ত করার, আন্দোলনের মধ্যে নারী নেতৃত্বকে দুর্বল করার এবং প্রতিষ্ঠিত পুরুষতান্ত্রিক রীতিনীতিকে শক্তিশালী করার হাতিয়ার হিসেবে লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতা চালিয়েছিল।

শারীরিক সহিংসতার পাশাপাশি নিয়মিতভাবে লিঙ্গভিত্তিক অপমান করা হতো, মহিলা বিক্ষোভকারীদের প্রায়শই নানা ধরনের অন্যান্য অবমাননাকর শব্দ যেমন 'বেশ্যা', 'মাগী' এবং 'পতিতা' বলে উল্লেখ করা হতো।

ওএইচসিএইচআর উল্লেখ করেছে, আওয়ামী লীগ ও ছাত্রলীগের পুরুষ এবং পুলিশ অফিসাররা প্রায়শই ধর্ষণ, জোরপূর্বক নগ্ন করা এবং মহিলাদের বিরুদ্ধে অন্যান্য ধরণের যৌন সহিংসতার মৌখিক হুমকি দিয়ে আসছিলেন।

জাতিসঙ্ঘের মানবাধিকার সংস্থা দাবি করেছে যে, তারা আওয়ামী লীগ সমর্থকদের দ্বারা শারীরিক যৌন সহিংসতার শিকার ব্যক্তির নির্যাতনের বিশ্বাসযোগ্য বিবরণ পেয়েছে।

একটি ঘটনায়, আগস্টের শুরুতে ঢাকায় বাঁশের লাঠি হাতে একদল লোক একজন মহিলাকে আঁক করে এবং জিজ্ঞাসাবাদ করে যে, সে একজন বিক্ষোভকারী কিনা।

জাতিসঙ্ঘের তথ্য-অনুসন্ধান প্রতিবেদন অনুসারে, তার ব্যাগ ও ফোন তল্লাশি করে একটি বাংলাদেশী পতাকা পাওয়ার পর তারা তাকে শারীরিকভাবে লাঞ্ছিত করে, তার চুল ছিঁড়ে ফেলে, তার জামা ছিঁড়ে ফেলে, তার স্তন ও নিতম্বে হাত দেয়, তার বুকে আঁচড় দেয় এবং যৌনতাসূচক গালিগালাজ করে।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে যে- জুলাই মাসে ঢাকায় ঘটে যাওয়া আরেকটি ঘটনায় ছাত্রলীগের দুই সমর্থক একজন বিক্ষোভকারী মহিলা, তার মা এবং তার পরিবারের সকল মহিলাকে ধর্ষণের হুমকি দেয় এবং তাকে শারীরিকভাবে লাঞ্ছিত করে, যৌনতাসূচক অশ্রাব্য গালিগালাজ করার সময় তার স্তন ও যৌনাঙ্গে হাত দেয়।

ঘটনার পর ফোন করে ভুক্তভোগী তার ও পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের আবার ধর্ষণের হুমকি দেয়া হয়েছিল।

প্রত্যক্ষদর্শীরা আরো জানিয়েছেন যে- ছাত্রলীগের লোকেরা কুমিল্লায় বেশ কয়েকজন মহিলাকে লাঞ্ছিত করেছিল, এদের মধ্যে দু'জন ছাত্রীকে তারা আঁক ও হাত দিয়ে নির্যাতন করে এবং পরে পুলিশে সোপর্দ করে।

বাংলাদেশের ভুক্তভোগীরা প্রায়শই কার্যকর রিপোর্টিং ব্যবস্থার অভাব, অপরাধীদের কাছ থেকে প্রতিশোধের ভয়, বিশেষ করে যদি তারা আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্য হন এবং ব্যাপক সামাজিক কলঙ্কের ভয়ে যৌন সহিংসতার রির্পো করা থেকে বিরত থাকেন।

জাতিসঙ্ঘের অধিকার সংস্থা আরো বলেছে, ঘটনার শিকার ব্যক্তিরা অনেক সময় প্রয়োজনীয় চি-কিৎসা, মনোসামাজিক এবং আইনি পরিষেবাও পান না। এমনকি যদি তারা রির্পো করতে ইচ্ছুক হন, তবুও তাদের পর্যাপ্ত সুরক্ষা, সম্মান ও প্রাতিষ্ঠানিক সহায়তা দেয়া হয় না।

ওএইচসিএইচআর বলেছে, সম্ভবত তারা ঘটনা নথিভুক্ত করেছে তার চেয়ে অনেক বেশি ঘটনা ঘটেছে এবং তাই যৌন ও লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতাকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে লিঙ্গ-সংবেদনশীল ঘটনা তদন্তের জন্য দৃঢ়ভাবে সুপারিশ করছে।

# গাজা দখলের পরিকল্পনা থেকে সরে আসছেন ট্রাম্পঃ মিসর

করেছে' তার ভিতরে আছেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডনাল্ড ট্রাম্প।

জেলেনস্কি আরো পরিষ্কার করে বলেন, তার দেশ বিক্রির জন্য নয়। ইউক্রেনকে যুক্তরাষ্ট্র ৫০০০০ কোটি ডলার দিয়েছে বলে ট্রাম্প যে দাবি করেছেন, তা নিয়েও আপত্তি তুলেছেন তিনি। বলেছেন, একটি খনি অনুসন্ধানের চুক্তির মাধ্যমে এই অর্থ ফেরত দেবে কিয়েভ। এটা গুরুতর কোনো কথা নয়। তিনি বলেন, দেখুন আমরা সবাই বিজয় চাই।ট্রাম্প বিজয়ী হোন, তাও চাই। ইউক্রেন বিজয়ী হোক তা চাই। আমরা সবাই সফল হতে চাই। কিন্তু কোনো কিছুই এখন পরিষ্কার নয়। আমি শুধু ইউক্রেনকে রক্ষা করছি। এ দেশকে বিক্রি করতে পারবো না। সৌদি আরবের যুক্তরাষ্ট্র ও রাশিয়ার কর্মকর্তাদের মধ্যে বৈঠক হয় মঙ্গলবার। কিন্তু তা থেকে পুরো অন্ধকারে রাখা হয় কিয়েভকে। ওই বৈঠকের পরদিন বুধবার ট্রাম্পের মন্তব্যের কড়া প্রতিবাদ জানিয়েছেন জেলেনস্কি। তিনি বলেন, অনেক বছর ধরে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় আছেন পুতিন। তাকে সেই অবস্থা থেকে বেরিয়ে আসতে সাহায্য করেছে যুক্তরাষ্ট্র। ইউক্রেনের ওপর ইতিবাচক কোনো প্রভাব নেই এতে। উল্লেখ্য, মঙ্গলবার রাতে রাশিয়ার আগ্রাসনের জন্য কিয়েভকে দৃশ্যত দায়ী করেন ট্রাম্প। এ সময় তিনি দ্রুত যুদ্ধবিরতির চুক্তি না করার জন্য জেলেনস্কির সমালোচনা করেন।

অন্যদিকে কিয়েভকে ন্যাটোর সামরিক জোটে নেয়ার চেষ্টায় যুদ্ধ এমন দাবি করে প্রকাশ্যে এবং জোরালোভাবে যুক্তরাষ্ট্রের নেতা ট্রাম্পের প্রশংসা করেছেন রাশিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী সের্গেই ল্যাভরভ। তিনি ট্রাম্পের উদ্দেশে বলেছেন, তিনিই প্রথম এবং একমাত্র পশ্চিমা নেতা, যিনি এই কাজগুলো করছেন। মঙ্গলবার রাতে মার এ লাগোতে ব্রিফিং করেন ট্রাম্প। এতে তিনি জেলেনস্কির বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। ট্রাম্পের এ অবস্থানকেও স্বাগত জানিয়েছে মস্কো।

# সুনীতাদের মহাকাশ থেকে ফেরাতে চায়নি বাইডেনঃ মাস্ক

ইলন মাস্কের স্পেসএক্সের ক্রিউ-১০ যান আগামী ১২ মার্চ তাদের ফিরিয়ে আনার উদ্দেশে রওনা দেবে। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডনাল্ড ট্রাম্প আগেই অভিযোগ করেছিলেন যে, বাইডেন প্রশাসনের জন্যই এতদিন মহাকাশে আঁকে থাকতে হচ্ছে সুনীতাদের। এবার ট্রাম্পের মন্তব্যকে সমর্থন করে বিস্ফোরক দাবি করলেন স্পেস এক্স কর্তা তথা ট্রাম্পের অন্যতম উপদেষ্টা ইলন মাস্কও। ফক্স নিউজের শান হ্যানিটির সঙ্গে প্রথম যৌথ সাক্ষাৎকারে হাজির হন ডনাল্ড ট্রাম্প এবং ইলন।

সাক্ষাৎকারে হ্যানিটি ট্রাম্প ও মাস্ককে জিজ্ঞাসা করেন, আপনারা কি মনে করেন যে, ওই দুই নভোচারীকে ইচ্ছাকৃতভাবে ফেলে রাখা হয়েছিল? মাস্ক বলেন, 'প্রেসিডেন্টের (ট্রাম্প) নির্দেশে আমরা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব মহাকাশচারীদের ফিরিয়ে আনার চেষ্টা চালাচ্ছি। যা একরকম অযৌক্তিকভাবেই স্থগিত করা হয়েছিল।' সে সময়ই ট্রাম্প বলে ওঠেন, 'তাদের মহাকাশেই রেখে দেয়া হয়েছিল।' ট্রাম্পের মন্তব্যকে সমর্থন জানিয়ে মাস্ক বলেন, 'হ্যাঁ, রাজনৈতিক কারণে সুনীতাদের মহাকাশ থেকে ফেরাতে চায়নি বাইডেন প্রশাসন, যা মোটেই গ্রহণযোগ্য নয়।' যদিও বাইডেনের আমলেই মাস্কের সংস্থা স্পেসএক্স-কে সুনীতাদের মহাকাশ থেকে ফিরিয়ে আনার দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল। তবে ট্রাম্পের দাবি, মাস্কের সংস্থা বাইডেন প্রশাসনের থেকে ঠিকভাবে কোনও অনুমোদনও পায়নি। অনেক কিছুতে বাধা দেয়া হয়েছে।

তিনি বলেন, 'বাইডেন মহাকাশচারীদের ফিরিয়ে আনার কোনও পরিকল্পনাই করেননি। আমার মনে হয় তিনি সত্যিই তাদের মহাকাশে আঁকে রাখতে চেয়েছিলেন।' নাসার তরফে জানানো হয়েছে, সুনীতাদের উদ্ধার করতে যে অভিযান শুরু হবে তার নাম ক্রু ১০ মিশন। এই অভিযানে স্পেস স্টেশনে যাবেন নাসার মহ-াকাশচারী অ্যানি ম্যাকলেন, নিকোল এয়ারস, জাপানের মহাকাশচারী তাকুয়া ওনিসি, রসকসমস কসমোনৌট পেসকভ। সুনীতারা স্পেস স্টেশন ছাড়লে তারাই তাদের জায়গা নেবেন। বুচ উইলমোর ও সুনীতা উই-লিয়ামস ২০২৪ সালের জুন মাসে বোয়িংয়ের স্টারলাইনার মহাকাশযানে করে আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশনে পৌঁছান। মাত্র ১০ দিনের জন্য পরিকল্পিত এই মিশন নানা সমস্যার সম্মুখীন হয়।

স্টেশনে পৌঁছানোর পর, নাসা ও বোয়িং কয়েক সপ্তাহ ধরে মহাকাশযানের ত্রুটি নির্ধারণের চেষ্টা করেছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ক্রুদের স্টারলাইনারের মাধ্যমে ফিরিয়ে আনা ঝুঁকিপূর্ণ বলে সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। এরপর, ২০২৪ সালের আগস্টে নাসা ঘোষণা দেয়, স্পেসএক্সের ক্রু-৯ ক্যাপসুলের মাধ্যমে উইলিয়ামস ও উইলমোরকে ফিরিয়ে আনা হবে। স্পেসএক্স ইলন মাস্কের মালিকানাধীন। সংস্থাটি ছয় মাস অন্তর মহাকাশ স্টেশনের ক্রু পরিবর্তনের দায়িত্ব পালন করে আসছে। ২০২৫ সালের ২০ জানুয়ারি মাস্ক জানান, ট্রাম্প তাকে সুনীতা উইলিয়ামস ও বুচ উইলমোরকে যত দ্রুত সম্ভব ফিরিয়ে আনার নির্দেশ দিয়েছেন।

# একুশে পদক পেলেন রোকেয়া হায়দার

বিশেষ অবদানের জন্য ২০03 সালে বাংলাদেশ সরকার অনুমোদিত হিউম্যান রাইটস রিভিউ সোসাইটির" মাতৃভাষা পদক - ২০২৫ "এ মনোনীত হয়েছেন ভয়েস অব আমেরিকা বাংলা বিভাগের প্রাক্তন প্রধান জনপ্রিয় বেতার- মাল্টিমিডিয়ার নারী সাংবাদিক রোকেয়া হায়দার।

হিউম্যান রাইটস রিভিউ সোসাইটির কেন্দ্রীয় ভাইস চেয়ারম্যান ইকবাল আলমগীর বলেন আগামী ২০ ফেব্রুয়ারী বৃহস্পতিবার বিকাল 8 টায় জহুর হোসেন চৌধুরী হল, জাতীয় প্রেস ক্লাব,ঢাকায় বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এই বরেণ্য ও মহিয়সী নারী কে মাতৃভাষা পদক - ২০২৫ এ ভুষিত করা হবে। তিনি নারী সাংবাদিকতার অহংকার, ভয়েস অব আমেরিকার ( আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান) বাংলা বিভাগের প্রধান সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন।১৯৬৮ সালে চট্টগ্রাম বেতারের নিয়মিত অনুষ্ঠান ঘোষিকা হিসেবে জীবন শুরু করেন।

১৯৭৪ সালে পেশাদার সাংবাদিক হিসেবে কাজ শুরু করেন। ১৯৮১ সালে যুক্তরাষ্ট্রের ভয়েস অব আমেরিকার আমন্ত্রণে ওয়াশিংটন ডিসিতে যান।২০১১ সাল থেকে ভয়েস অব আমেরিকার বাংলা বিভাগের প্রধানের দায়িত্ব পালন করেন। আন্তর্জাতিক গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠানের বাংলা বিভাগে তিনিই প্রথম নারী।৩৭ বছরের পেশাগত দায়িত্ব পালনে অসামান্য কৃতিত্বের জন্য আমেরিকার সম্মানজনক " অল ষ্টার অ্যাওয়ার্ড" রোকেয়া হায়দারের ঝুড়িতে এসেছে। রোকেয়া হায়দারের বাড়ি যশোর হলেও বাবা আবু বকর ফারাজীর কর্মসুত্রে তার জন্ম ও বেড়ে ওঠা কলকাতায়।তার মা মেহেরুন্নেসা বকর।রোকেয়া হায়দার কলকাতার সেন্ট জন্স বিদ্যালয়ে শিক্ষা জীবন শুরু করেন।পরবর্তীতে ঢাকা ইডেন কলেজ এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হতে রাষ্ট্র বিজ্ঞানে মাষ্টার্স করেন।পরে ষাটের দশকে স্বামী হায়দার তকির কর্মসূত্রে চট্টগ্রামে।

Karnafully Travel Inc
37-16 73rd Street, Jackson Heights,
NY-11372 Suite # 201FR
tel : 718-205-6050 ,718-205-6055

www.jonmobhumi.com

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৬৪৬-৩২৭-৭৯৬৪

www.jonmobhumi.com

## গুরুচক্র পরিবার আয়োজিত রাম ঠাকুরের আবির্ভাব মহোৎসব

বর্ণ নির্বিশেষে সবাইকে এনেছে সত্য, শান্ড়ি, সমৃদ্ধি ও সম্প্রীতির মিছিলে। তিনি বৈষম্যহীন কুসংস্কার মুক্ত সমাজ বিনির্মানকারী, তিনি আলোকবর্তিকা যুগ যুগ ধরে আলোকিত করেছেন লক্ষ লক্ষ মানব জীবন।

গত ৮ই ফেব্রুয়ারী শনিবার ২০২৫, নিউইয়র্কের এলাহাষ্টে অবস্থিত বাংলাদেশ হিন্দু মন্দিরে প্রতিবারের ন্যায় এবারও পরম দয়াল শ্রীশ্রী ঠাকুর রামচন্দ্র দেবের ১৬৫তম আর্বিভাব মহোৎসেবর আয়োজন করলো গুরুচক্র পরিবার, ইউএসএ, ইন্‌ক। বিকাল ৩ ঘটিকায় হরিনাম সংকীর্তন ও বেদবানী পাঠের মাধ্যমে ঠাকুরের চিত্রপট স্থাপন করা হয়। বেদবানী পাঠ করেন গুরুচক্র পরিবারের সহ-সভাপতি শ্রী কুমার বণিক মহোদয়। এরপর সমেবেত হরিনাম সংকীর্তন, গুরুচক্র পরিবারের শিশু-কিশোরদের ভক্তিমুলক গান, ঠাকুর প্রসঙ্গে আলোচনা, গীতাপাঠ, বেদবানী পাঠ, প্রদোষে শ্রীশ্রী সত্যনারায়নের সেবা পূজা, গুরুবন্দনা, নাম সংকীর্ত্তন, সন্ধ্যারতি, পাঁচালী পাঠ অতপরঃ গানে গানে ঠাকুর লীলা বর্ণনা সহ বিভিন্ন অনুষ্ঠানাদির মাধ্যমে সম্পন্ন হয় এবারের ১৬৫তম আর্বিভাব মহোৎসব। বৈরী আবহাওয়া থাকার পরও বিকাল ৩টার পর থেকে অগনিত ভক্তদের উপস্থিতি যেন বাংলাদেশ হিন্দু মন্দির রূপ নেয় চট্টগ্রামের কৈবল্যধামে।

শিশু-কিশোরদের ঠাকুর প্রসঙ্গে আলোচনা, ভক্তিমূলক গানে অংশগ্রহনে ঋষব বণিক, সৃজা শীল, জয়ীতা নন্দী, অদ্বৈতা নন্দী, কৃতিকা নন্দী, রোমিও দাশ, সংগীতা চক্রবর্ত্তী, স্মরণীকা চক্রবর্ত্তী, শ্রীমতি জুলি খাস্ড়গীর, শ্রীমতি সুপ্তা শীল, শ্রীমতি শুভ্রা নন্দী। শ্রীশ্রী ঠাকুর প্রসঙ্গে আলোচনা করেন শ্রীমতি অপর্ণা কর। শ্রীমদ্ভগবত গীতা'র অষ্টম অধ্যায় থেকে সুরেলা কণ্ঠে পাঠ করে শুনালেন শ্রীমতি সুপ্তা রানী শীল। সংগীতানুষ্ঠানের উপস্থাপনায় ছিলেন শ্রীমতি শুভ্রা নন্দী এবং অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন গুরুচক্র পরিবারের সাংস্কৃতিক সম্পাদক শ্রী রতন দাশ।

প্রদোষে শুরু হয় শ্রীশ্রী সত্যনারায়নের সেবা পূজা যাহা পৌরহিত্য করেন শ্রী অসিত চক্রবর্ত্তি মহোদয়। পুজান্ড়ে মধুর সুরে সন্ধ্যারতি কীর্তন পরিচালনা করেন শ্রী রামপ্রসাদ দত্ত (স্বপন) ও পাঁচালী পাঠ পরিচালনা করেন শ্রী অনুপ দাশ এবং এতে অংশগ্রহণ করেন উপস্থিত সকল ভক্তবৃন্দ। শ্রীশ্রী ঠাকুর রামচন্দ্র দেবের ১৬৫তম আবির্ভাব মহোৎসবে পূজা ও মহাপ্রসাদ স্পন্সর করেন শ্রী প্রলয় পাল ও শ্রীমতি সুপর্ণা পালা, শ্রী প্রাণ গৌবিন্দ কুন্ডু ও শ্রীমতি সোমা কুন্ডু, শ্রী মৃদুল দে ও শ্রী মৌসুমী নন্দী।

২য় পর্বে আমন্ত্রিত অতিথি শ্রী রতন ধর মহোদয়ের সুরেলা কণ্ঠে শুরু হয় ভজন সংগীত ও কীর্তন। এতে অংশগ্রহন করেন উপস্থিতি ভক্তবৃন্দ। তার সুরের মুর্চ্ছনায় আবেগে আপ্লুত হয়ে উঠে উপস্থিত ভক্তবৃন্দ।

সার্বিক সহযোগীতায়:

শ্রী স্বপন দত্ত, শ্রী জয়ন্ড়নারায়ন রায় চৌধুরী, শ্রী অরুন বিকাশ পাল, শ্রী অশোকানন্দ দাশ, শ্রী প্রান গোবিন্দ কুন্ডু, শ্রী হেমন্ড় পাল, শ্রী রনজিৎ দে রায়, শ্রী তপন বনিক, শ্রী প্রবীর নন্দী, শ্রী রূপক নন্দী, শ্রী সুজন শীল, শ্রী বিশু চৌধুরী, শ্রী বিশ্বজিত বিশ্বাস, শ্রী নির্মল দাশ, শ্রী অনুপ দাশ, শ্রী রতন দাশ, শ্রী গৌতম মজুমদার, শ্রী কুমার বনিক, শ্রী অনুপম হালদার, শ্রী স্বজন বণিক, শ্রী দেবাশীষ পাল, শ্রী সঞ্জয় দাশ, শ্রী বিপ্লব চক্রবর্তী, শ্রীমতি রত্না রায়, শ্রীমতি সোমা কুন্ডু, শ্রীমতি নিরুপমা বালা, শ্রীমতি সাথী দাশগুপ্তা, শ্রীমতি অপর্ণা কর, শ্রীমতি শুভ্রা নন্দী, শ্রীমতি মৌসুমী দাশ এবং শ্রীমতি শান্ত দত্ত। প্রণামী সংগ্রহে ছিলেন - গুরুচক্র পরিবারের কোষাধক্ষ্য শ্রী প্রবীর নন্দী, ও সহ কোষাধক্ষ্য শ্রী সুজন শীল।

পরিশেষে গুরুচক্র পরিবারের সভাপতি শ্রী আর.পি দত্ত স্বপন সমাপনী বক্তব্যে অনুষ্ঠান সুন্দর ও সফল করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকল সনাতনী প্রতিষ্ঠান ও উপস্থিত সকল ভক্তদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। ... জয় রাম। -প্রেস বিজ্ঞপ্তি

## দেশজুরে ট্রাম্পের বিজ্ঞাপনে আবেদন স্বেচ্ছায় যুক্তরাষ্ট্র ছাড়ো অন্যথায় ধরা পড়বেই

এমন হুঁশিয়ারি উচ্চারিত হয়েছে। কর্মকর্তারা ধারণা করছেন, বিভিন্ন দেশের ৩ লাখের বেশি মানুষ মেক্সিকোয় অবস্থান করছে এবং তারা সুযোগের অপেক্ষায় আছে সীমান্ত অতিক্রম করে যুক্তরাষ্ট্রে ঢুকে পড়ার। এ ছাড়া, আরও কয়েক লাখ অবৈধ অভিবাসী যুক্তরাষ্ট্রেই অবস্থান করছে চলমান অভিযান থেকে বাঁচার জন্য ভিন্ন ঠিকানায়। তাদের উদ্দেশেই বিজ্ঞাপন তৈরি করা হয়েছে।

প্রসঙ্গত, অবৈধ অভিবাসী গ্রেপ্তার অভিযান শুরুর পাশাপাশি নতুনভাবে যাতে কেউ যুক্তরাষ্ট্রে ঢুকতে না পারে সেজন্য ট্রাম্পের নির্দেশে মেক্সিকো সীমান্তবরাবর ৫ হাজার সেনা মোতায়েন করা হয়েছে। এর ফলে সীমান্তরক্ষীদের দৃষ্টি এড়িয়ে মেক্সিকো সীমান্ত পাড়ি দিয়ে যুক্তরাষ্ট্রে ঢুকে পড়ার হার একেবারে কমেছে। ২০২৩ সালে দৈনিক গড়ে ৫ হাজারের বেশি বিদেশি টেক্সসে ঢুকে পড়ত। সে সংখ্যা গত জানুয়ারি থেকে কমে ৫০-এ নেমেছে। এর ফলে সেনা মোতায়েনের কোনো সাফল্য দেখছে না খোদ ট্রাম্প প্রশাসনই। অনেকে মন্তব্য করছেন, মার্কিন সেনাদের সীমান্ত পাহারার জন্য অযথা অতিরিক্ত অর্থ ব্যয় করা হচ্ছে। উল্লেখ্য, মেক্সিকোবরাবর ২ হাজার ১০০ মাইল সীমানা হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্রের। এর সিংহভাগই টেক্সসবরাবর। ডেল রায়ো, ঈগল পাসসহ বেশ কটি এলাকা দিয়ে আগে হাজার হাজার বিদেশি যুক্তরাষ্ট্রে পা রেখেই অ্যাসাইলাম প্রার্থনা করেছে। এরপর এদের

ডিটেনশন সেন্টারে রাখা হয় অথবা প্যারোলে মুক্তি দেয় বাইডেন প্রশাসন। প্রেসিডেন্ট বাইডেনের নির্দেশে প্যারোলে মুক্তিপ্রাপ্তদের ডেবিট কার্ড দেওয়া হয় খাদ্যসামগ্রী কেনার জন্য। পাশাপাশি থাকার ব্যবস্থা করা হয় হোটেল-মোটেলে 'জামাই আদরে'। এমন ব্যবস্থায় খোদ সিটিজেনরাও বিরক্ত হয়েছিল। আর সে সুযোগেই ডোনাল্ড ট্রাম্প অবৈধ অভিবাসন তাড়ানো তাঁর নির্বাচনি অ্যাজেন্ডায় অন্যতম প্রধান হিসেবে বেছে নেন এবং তার সুফলও পেয়েছেন নভেম্বরের ব্যালটযুদ্ধে।

## হোয়াইট হাউজ সংলগ্ন লাফায়েৎ স্কোয়ারে ইউনাইটেড হিন্দুজ'র বিক্ষোভ সমাবেশ

সুপরিকল্পিতভাবে সংঘটিত সাম্প্রদায়িক সন্ত্রাস বন্ধ করতে এবং সংখ্যালঘু নির্যাতকদের বিচারের ব্যাপারে ড. ইউনুস সরকারের অনীহার বিষয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে বক্তারা বলেন যে, দেশের সকল নাগরিককে নিরাপত্তা বিধানের দায়িত্ব ড. ইউনূস এবং সেনাবাহিনীর; অথচ, ২০২৪ সালের ৫ই আগষ্ট থেকে অব্যাহত সামপ্রদায়িক নির্যাতন, খুন, ধর্ষণের ঘটনাবলীকে রাজনৈতিক প্রতিহিং-সাজনিত বলে মিথ্যা দাবি করে দায়িত্ব এড়িযে যাচ্ছেন। বিদ্ধস্ত দশটি উপাসনালয়ের নয়টি সংখ্যাগরীষ্ঠদের হলেই কেবর এমন দাবি করা চরে বলে, বক্তারা সরকার ও সেনাবহিনীর এই আচরণের তীব্র নিন্দা করেন। তাঁরা উল্লেখ করেন যে, বর্তমান সরকারের আমলে ১৩৬ টির উপর সংগঠন সভা সমাবেশ করে তাদের দাবিদাওয়া জানিয়েছে এবং সরকার সেগুলো মেনেও নিয়েছে বা মানা হবে বলে প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে, কিন্তু সংখ্যালঘু সম্পদায় তাদের ন্যায্য দাবিদাওয়া জানালে তাঁদের নেতা ইসকনের শ্রী চিন্ময় কৃষ্ণ দাসকে শুধু কারারুদ্ধ করে রেখেছে যাতে তাঁরা আর প্রতিবাদ সমাবেশ করার দু:সাহস না করে। তা'ছাড়া, অতীতে যেমন কোন সরকারই সংখ্যালঘু নির্যাতকদের বিচারের আনেনি এবং কখনও কখনও সরাসরি আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী পাঠিয়ে সংখ্যালঘু নির্যাতন করেছে– যেমন, ১৯৯২ সালের ১০ই এপ্রিল লোগাং ম্যাসাকার-- ঠিক তেমনি ইউনূস সরকারও সেটা করছে, যার নমুনা চট্টগ্রামের হাজারি গলির নির্যাতণের ভয়াবহ ঘটনা। বক্তারা বলেন যে, যদিও ড. ইউনুস সাহেব এবং ওনার সহযোগী এ্যাডভাইজাররা দাবি করে চলেছেন যে তাঁরা ''বৈষম্যহীন, দুর্নীতিমুক্ত, সমতা-ভিত্তিক সমাজ'' গড়ার লক্ষ্যে ''অন্তর্ভুক্তিমূলক'' রাজনৈতিক পরিবেশ গড়তে তাঁরা কাজ করছেন, তাঁদের আচরণে উক্ত প্রতিশ্রুতির মোটেও কোন প্রতিফলন নেই; তাঁরা আসলে সংবিধান সংস্কারের নামে রাষ্ট্রধর্ম-ইসলাম বহাল রেখে, সেকুলার ডেমোক্র্যাসি বাদ দিয়ে, মুক্তিযুদ্ধ, স্বাধীনতা ও ধর্মনিরপেক্ষ গণতন্ত্রের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত সবকিছু নিশ্চিহ্ন করে দিয়ে, আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের পুরো ইতিহাসটাই মুছে ফেলে, আই. এস.-বাংলা ও আল কায়দার বাংলাদেশী শাখার জঙ্গী নেতা এবং জামাত-শিবির সহ সকল ধর্মীয় উগ্রপন্থী ১৯৭১-এর গণহত্যার ঘাতকদের মুক্তি দিয়ে, সরকার, সমাজ ও রাজনীতিতে পুনর্বাসিত করে, ভাষা-ভিত্তিক বাঙালী জাতীয়তাবাদের পরিবর্তে নতুন "মুসলিম বাঙালি" জাতীয়তাবাদ প্রতিষ্ঠা করে, বাংলাদেশকে আফগানিস্তানের মত একটি ভয়ঙ্কর ইসলামী রাষ্ট্রে রূপান্তরিত করার প্রস্তুতি সম্পন্ন করছে।

ইউনাইটেড হিন্দুজ অফ ইউ. এস. এ.'র ভারপ্রাপ্ত সভাপতি ভবতোষ মিত্র ও বাংলাদেশি আমেরিকান রিপাবলিকান এলায়েন্সের সদস্য সচিব এবং মানবাধিকার নেতা প্রিয়তোষ সাহার যৌথ পরিচালনায অনুষ্ঠিত এই সমাবেশে বেদান্ত এসাসিয়েশন অফ নিউ ইয়র্ক, মহামায়া মন্দির, হিন্দু কোয়ালিশন, সনাতনী গীতা সোসাইটি সহ বিভিন্ন সংখ্যালঘু ধর্মীয় সংগঠন ও মন্দির নিজ নিজ ব্যানার নিয়ে যোগ দেয়। বিপুল সংখ্যক লোক এবং দেশি বিদেশি সংবাদপত্র ও টেলিভিশন চেনেলের উপস্থিতিতে তিন ঘন্টারও বেশি স্থায়ীউক্ত সভায় জন্মভূমিতে সাম্প্রদায়িক সন্ত্রাসে বিপন্ন আত্মীয় স্বজনের করুণ অবস্থার বর্ণনা করে বাংলাদেশের সংখ্যালঘুদের অস্তিত্ব রক্ষায় যুক্তরাষ্ট্র ও ভারত সহ বিশ্বের সকল সভ্য গনতান্ত্রিক দেশেসমূহের প্রতি কার্যকরী পদক্ষপে গ্রহনের জন্য আবেদন জানান। সমাবেশে বক্তব্য রাখেন ইউনাইটেড হিন্দুজ অফ ইউ. এস. এ.'র চেয়ারম্যান ডা: প্রভাত দাস, বিদ্যুৎ সরকার, ড. দিলীপ নাথ, প্রিয়া সাহা, রমেশ নাথ, অজিত চন্দ, নিতাই দেবনাথ, দীনেশ মজুমদার, আশীস ভৌমিক, শিবু চৌধুরী, শুভ রায়, সমর রায়, প্রতাপ সরকার, হেমন্ত পাল বেদান্ত সোসাইটির সভাপতি অশোক সাহা ও সাধারণ সম্পাদক প্রদীপ দাস, সন্তোষ নাথ, সদানন্দ হালদার প্রমুখ।-**প্রেসবিজ্ঞপ্তি**

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৬৪৬-৩২৭-৭৯৬৪

# নিউইয়র্কে ভ্যালেন্টাইনস নাইট উদযাপিত

ছিল খাবার, পানীয় ও নাচের এক বর্ণিল পরিবেশ। যেখানে প্রবাসী বাংলাদেশিরা ব্যাপক উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঙ্গে অংশ নেন।অনুষ্ঠানে নিউইয়র্ক প্রবাসী বাংলাদেশিরা ছাড়াও বিভিন্ন শ্রেণিপেশার মানুষের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো। বিশেষ করে তরুণ প্রজন্মের বিপুল অংশগ্রহণ ছিল নজরকাড়া। অনুষ্ঠানের অন্যতম আকর্ষণ ছিল লাইভ মিউজিক, নাচ ও বিনোদনমূলক পর্ব, যা অতিথিদের দারুণভাবে আনন্দ দিয়েছে।অনুষ্ঠানের উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট ব্যবসায়ী শাহ নেওয়াজ, ডেমোক্রেটিক পার্টির ডিস্ট্রিক্ট লিডার অ্যাটর্নি মঈন চৌধুরী, অ্যাডভোকেট রেদওয়ানা সেতু, ইঞ্জিনিয়ার আবদুল খালেক, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী নূরুল আজিম, এবিসিএইচ গ্রুপের অ্যাডমিন তরিকুল ইসলাম মিঠু, মাহি, প্রিন্স ও নুসরাত।এ সময় অতিথির বক্তব্যে ইঞ্জিনিয়ার আব্দুল খালেক জানান, 'বি মাই ভ্যালেন্টাইনস নাইট' শুধু ভালোবাসা দিবস উদযাপনের জন্য নয়, এটি ছিল এক মিলনমেলার মতো, যেখানে সবাই একসঙ্গে ভালো সময় কাটানোর সুযোগ পেয়েছেন। অতিথিরা আয়োজকদের ধন্যবাদ জানান এমন একটি সুন্দর আয়োজন উপহার দেওয়ার জন্য।
ভালোবাসা দিবসের এই আয়োজনে বিনামূল্যে প্রবেশের সুযোগ ছিল। পাশাপাশি অতিথিদের জন্য ছিল আকর্ষণীয় লাকি র‍্যাফেল ড্র এবং এক বিশেষ নৈশভোজ।

# পোষ্টাল অ্যামপ্লয়িজ এসোসিয়েশনের নতুন কমিটির অভিষেক অনুষ্ঠিত

অভিষেক অনুষ্ঠিত। গত ১৬ই ফেব্রুয়ারি জ্যাকসন হাইটসের সানাই রেস্টুরেন্টে সংগঠনের নতুন কর্মকর্তাদের অভিষেক অনুষ্ঠিত হয়। নতুন কমিটির অভিষিক্ত সভাপতি মোঃ ফারুক হোসেন মজুমদার ও সাধারণ সম্পাদক মোঃ এন আলম মিনা।
অভিষেক অনুষ্ঠানে কমিউনিটির নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলো। তাছাড়া বাংলাদেশ সোসাইটির সভাপতি আতাউর রহমান সেলিম, সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ আলী,সাবেক ভারপ্রাপ্ত সভাপতি আবদুল রহিম হাওলাদারসহ আরও অনেকে সংগঠনের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলো। বর্ণাঢ্য এই অনুষ্ঠান সাংস্কৃতিক পর্ব ও নৈশ্য ভোজের মাধ্যমে শেষ হয়। অনুষ্ঠানে বিপুলসংখ্যক প্রবাসী উপস্থিত ছিলো।

www.jonmobhumi.com

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৬৪৬-৩২৭-৭৯৬৪

www.jonmobhumi.com

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৬৪৬-৩২৭-৭৯৬৪

www.jonmobhumi.com

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৬৪৬-৩২৭-৭৯৬৪

www.jonmobhumi.com

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৬৪৬-৩২৭-৭৯৬৪

# বাংলাদেশ সোসাইটি ইনক
BANGLADESH SOCIETY, INC
86-24 Whitney Avenue, Elmhurst, New York 11373 • Email: info@bangladeshsocietyinc.com • www.bangladeshsocietyinc.com

## অমর একুশে
International Mother's Language Day 2025

## আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস
সম্মিলিত উদ্‌যাপন ২০২৫

**আলোচনা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান**

তারিখ : ২০শে ফেব্রুয়ারী, বৃহস্পতিবার
সময় : বিকাল ৪টা থেকে রাত ১২:০১ মিনিট (মধ্য রাত)
স্থান : তিকতি কমিউনিটি সেন্টার
(৫৭-১২, ৩২ এভিনিউ, উডসাইড, নিউইয়র্ক)

সুধী,
'অমর একুশে ফেব্রুয়ারী আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' এর অনুষ্ঠানমালায় আপনাদের সহযোগিতা ও উপস্থিতি একান্তকাম্য।

আমন্ত্রণে,

**সম্মিলিত একুশ উদযাপন কমিটি ২০২৫**

মোঃ মহিউদ্দিন দেওয়ান, আহ্বায়ক
জাহাঙ্গীর শহীদ সোহরাওয়ার্দী, প্রধান সমন্বয়কারী
ডিউক খান, সদস্য সচিব
কামরুজ্জামান কামরুল, যুগ্ম-আহ্বায়ক
হান্নান পুতুল, সমন্বয়কারী

**নিরাপত্তা উপ-কমিটি**

**স্মরণিকা উপকমিটি**

**সাংস্কৃতিক উপকমিটি**

আতাউর রহমান সেলিম
সভাপতি

মোহাম্মদ আলী
সাধারণ সম্পাদক

মিডিয়া পার্টনার
TIME · itv · IBTV USA

**সাংস্কৃতিক পরিবেশনায়:**
বাংলা স্কুল (বাংলাদেশ সোসাইটি ইনক)

**প্রতিযোগিতা**
তারিখ: ২০শে ফেব্রুয়ারী, বৃহস্পতিবার
সময়: বিকেল ৫টা
স্থান: তিকতি কমিউনিটি সেন্টার

চিত্রাঙ্কন : বিষয় উন্মুক্ত
কবিতা আবৃত্তি : বিষয় উন্মুক্ত

বয়স সীমা: ক. গ্রুপ (৫-৯ বছর)
খ. গ্রুপ (৯+ থেকে ১৫ বছর)

### সহযোগী সংগঠনসমূহ

প্রচারে: মিজু মোহাম্মদ, প্রচার ও গণসংযোগ সম্পাদক

www.jonmobhumi.com

# এ সপ্তাহের রাশি ফল

ড. জি সি সরকার

**মেষ রাশি :** সপ্তাহের প্রথম দিকে ধর্ম বিষয়ক আলোচনায় আনন্দ পাবেন। কর্মজগতে জনপ্রিয়তা পেতে পারেন।পিঠে খুব ব্যথা হতে পারে। কিছু কেনার জন্য বেশি খরচ হতে পারে। প্রচুর পরিশ্রম হতে পারে। কাজের জন্য খুব ভাল সময়। বাড়িতে অতিথি আসায় খরচ বাড়তে পারে। লোকের সঙ্গে একটু বুঝে কথা বলুন, কোনও বিবাদ এ সপ্তাহে একটু চিন্তার কারণ হতে পারে। পিতার সম্পত্তির ব্যাপারে আইনি ব্যবস্থা নিতে হতে পারে। প্রেমে নিঃসঙ্গ বোধ করতে পারেন। ঋণশোধ নিয়ে চিন্তা বাড়বে। স্বামীর সঙ্গে আলোচনায় কোনও সমস্যার সমাধান হতে পারে।

**বৃষ রাশি :** সপ্তাহের প্রথম দিকে গৃহে বা কর্মস্থানে মাথা ঠান্ডা রেখে চলতে হবে, পরিস্থিতি বিরুদ্ধে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। আর্থিক টানাপড়েনের জন্য সংসারে অশান্তি হতে পারে।
মা-বাবার সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় থাকবে। কাজের জন্য বিদেশযাত্রার সুযোগ আসতে পারে। প্রেমে জটিলতা নিয়ে বাড়িতে বিবাদ বাধতে পারে। লটারি বা ফাটকা প্রাপ্তি হতে পারে। শত্রুর ব্যাপারে কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে ভাল ভাবে চিন্তা করুন। প্রিয়জনের শরীর খারাপ থাকায় মনঃকষ্ট। পিতামাতার সঙ্গে তীর্থভ্রমণের আলোচনা।

**মিথুন রাশি :** সপ্তাহের প্রথম দিকে নতুন কাজের সন্ধান করতে হতে পারে। সঞ্চয়ে ঘাটতি নিয়ে স্ত্রীর সঙ্গে অশান্তি হতে পারে।প্রতিবাদী মনোভাবে সমাজে সম্মান বৃদ্ধি পেতে পারে। সন্তানদের সঙ্গে সম্পর্ক ভাল থাকবে। সপ্তাহের মধ্যভাগে বাইরের লোকের সঙ্গে বিবাদ নিয়ে দুশ্চিন্তা। স্ত্রী ও সন্তান নিয়ে ভ্রমণে আনন্দ লাভ। আধ্যাত্মিক কাজের জন্য খরচ বৃদ্ধি পেতে পারে। ব্যবসা খুব ভাল যাবে না, তাই আর্থিক চাপ বাড়তে পারে। গুরুজনের সঙ্গে কোনও ছোট কারণে অশান্তির জন্য মনঃকষ্ট। ভাই বা বোনের চিকিৎসার জন্য খরচ বাড়তে পারে।

**কর্কট রাশি :** সপ্তাহের প্রথম দিকে কাজের জন্য বাড়ির কেউ বাইরে যাওয়ায় মনঃকষ্ট। মাতৃস্থানীয়া কারও সঙ্গে মতবিরোধ হতে পারে।সঙ্গীতচর্চায় নতুন রাস্তা খুলতে পারে। পরিশ্রমের সুফল পাবেন। দাম্পত্য জীবনে অশান্তি দিয়ে সপ্তাহটি শুরু হতে পারে। কাজের চাপের জন্য ক্লান্ত বোধ করতে পারেন। গুরুজনের শরীর নিয়ে চিন্তা ও খরচ বাড়তে পারে। পরিবারের কাজের ব্যাপারে মা-বাবার সঙ্গে বিবাদ হতে পারে। খরচের ব্যাপারে চিন্তা বৃদ্ধি পাবে। কোনও আত্মীয়ের সঙ্গে ভ্রমণের বিষয়ে আলোচনা করতে পারেন। কোনও মহিলা/পুরুষের প্রতি দুর্বলতা বাড়তে পারে। গবেষণায় উন্নতির সুযোগ আসতে পারে।

**সিংহ রাশি :** সপ্তাহের প্রথম দিকে কোনও প্রতিবেশীর দ্বারা ব্যবসায় উপকার পেতে পারেন। কারও প্ররোচনায় হঠাৎ কোনও কাজে হাত দেবেন না।পরিবারে অশান্তি মিটে যাওয়ার সঙ্কেত। অতিরিক্ত কথায় ঝামেলার সৃষ্টি হতে পারে। শারীরিক অসুস্থতার জন্য কাজের ক্ষতি হতে পারে। পড়াশোনার ব্যাপারে ভাল সুযোগ আসতে পারে। সপ্তাহের প্রথম দিকে শত্রুর কারণে বাড়িতে অশান্তি বৃদ্ধি পাবে। প্রিয়জনের খারাপ ব্যবহারের জন্য মনঃকষ্ট। বাড়তি টাকা আয় করতে গিয়ে বিপদ হতে পারে। মধ্যভাগে ব্যবসাদারের সঙ্গে অর্থ নিয়ে তর্ক হতে পারে। বাড়িতে অতিথির ব্যাপারে খরচ বৃদ্ধি পাবে। জমি ক্রয়-বিক্রয়ের ব্যাপারে আইনি ব্যবস্থা নিতে হতে পারে।

**কন্যা রাশি :** সপ্তাহের প্রথম দিকে প্রেমের ব্যাপারে খুব সতর্ক থাকতে হবে, প্রতারিত হওয়ার যোগ আছে। মনের কথা বলার জন্য সঠিক মানুষ পাবেন।গুরুজনদের পরামর্শ মেনে চলুন। বাড়িতে চুরি হওয়ার আশঙ্কা। নতুন কাজের যোগাযোগ হতে পারে। অনেক দিনের আশা পূর্ণ হতে পারে। পেটের সমস্যার কারণে শরীরে ক্লান্তি বৃদ্ধি পাবে। গবেষণায় সাফল্য লাভ। শরীরের সমস্যার কারণে ভ্রমণ বাতিল হতে পারে। বাড়িতে কাজের লোকের সঙ্গে বিবাদ হতে পারে। বাড়তি খরচের জন্য সঞ্চয়ে বাধা। স্ত্রীর সঙ্গে সামান্য কারণে বিবাদ হতে পারে।

**তুলা রাশি :** সপ্তাহের প্রথম দিকে কর্মক্ষেত্রে দায়িত্ব পালন নিয়ে বিবাদ বাধতে পারে। শরীরের সমস্যায় বহু অর্থ ব্যয় হতে পারে।ভ্রমণের পরিকল্পনায় বাধা পড়তে পারে। প্রেমের জট ছেড়ে যাবে। নতুন ব্যবসার প্রতি আগ্রহ বৃদ্ধি। বাড়িতে গুরুজনের শরীর নিয়ে চিন্তা বৃদ্ধি পাবে। সম্পত্তি নিয়ে কোনও প্রতিবেশীর সঙ্গে বিবাদ হতে পারে। দীর্ঘ দিনের আশা পূর্ণ হতে পারে। মধ্যভাগে আগুন থেকে একটু সাবধান থাকুন। পারিবারিক জীবনে অশান্তি বাড়তে পারে। টাকাপয়সার আদান-প্রদান নিয়ে বন্ধুদের সঙ্গে বিবাদ হতে পারে। চাকরির স্থানে সুনাম বাড়তে পারে।

**বৃশ্চিক রাশি :** সপ্তাহের প্রথম দিকে ব্যয়ের প্রতি একটু বেশি নজর দিতে হবে বা সংযত থাকতে হবে। শরীরে নানা রকম রোগের উপদ্রব দেখা দিতে পারে।স্বামীর সঙ্গে মতবিরোধ কেটে যাবে। সন্তানের সুবুদ্ধি ঘটতে পারে। ব্যবসায় নতুন কিছু ঘটতে চলেছে। আর্থিক সমস্যার কারণে সংসারে অশান্তি সৃষ্টি হতে পারে। গুরুজনের সঙ্গে আলোচনায় বিপদ থেকে উদ্ধার। পাশের বাড়ির লোকের জন্য বদনাম রটতে পারে। নতুন কোনও কাজে উন্নতি লাভ। সন্তানের আবদার পূরণে খরচ বৃদ্ধি পাবে। সকলে মিলে ভ্রমণের আলোচনা ভেস্তে যেতে পারে। রক্তচাপ বাড়তে পারে।

**ধনু রাশি :** সপ্তাহের প্রথম দিকে কর্মক্ষেত্রে বৈরী মনোভাব ত্যাগ করাই ভাল। মামলায় জড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনা আছে।স্নেহভাজন কারও সঙ্গে বিবাদ বাধতে পারে। প্রেমে নতুন মোড় ঘুরতে পারে। বিদেশে বাসরত কোনও বন্ধুর খবর আসতে পারে। কোনও আত্মীয়ের শত্রুতার জন্য দাম্পত্য কলহ অনেক দূর যেতে পারে। ব্যবসায় ফল ভাল হবে না, তবে শেষের দিকে একটু সুবিধা হওয়ার যোগ রয়েছে। বাড়তি কথা বন্ধুমহলে বিবাদ ডাকতে পারে। সন্তানের চিকিৎসার খরচ বাড়তে চলছে। পুলিশের কাজে উন্নতি হতে পারে। নতুন চাকরির সুযোগ আসতে পারে।

**মকর রাশি :** সপ্তাহের প্রথম দিকে ব্যবসায় জটিলতা কাটিয়ে ওঠার সময়। বাড়িতে অতিথি আগমনের যোগ।নতুন কোনও কাজের ব্যাপারে চিন্তাভাবনা হতে পারে। ঋণ পরিশোধ করার জন্য সঞ্চয়ে ব্যাঘাত ঘটতে পারে। শারীরিক কারণে কাজের ক্ষতি হতে পারে। ব্যবসায় মহাজনের সঙ্গে অশান্তি হতে পারে। প্রিয়জনের কাছ থেকে আঘাত পাওয়ায় মনঃকষ্ট। পিতা-মাতার খারাপ ব্যবহার মানসিক চাপ বাড়াতে পারে। দাম্পত্য সম্পর্ক উন্নতির দিকে। সন্তানের পড়াশোনার খরচ বাড়তে পারে। বাড়তি খরচের ব্যাপারে চিন্তা বৃদ্ধি পেতে পারে। শরীরের কোনও ক্ষতের ব্যাপারে চিকিৎসার খরচ বৃদ্ধি পেতে পারে।

**কুম্ভ রাশি :** সপ্তাহের প্রথম দিকে ব্যবসা ভাল চলবে, কিন্তু পরে জটিলতা দেখা দিতে পারে। কারও কাজের দায়িত্ব নেবেন না। সম্পত্তি কেনাবেচার শুভ সময়। যানবাহন চড়ার সময় অতিরিক্ত সতর্ক থাকুন। পাওনাদারের সঙ্গে বিবাদ হতে পারে। আর্থিক চাপ থাকতে পারে। ঋণ নিয়ে আলোচনা হতে পারে। বাড়িতে দূরের অতিথি আসার যোগ। পিতার শরীর নিয়ে চিন্তা বাড়তে পারে। সম্পত্তির ব্যাপারে আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হতে পারে। বাড়তি টাকা আয় করতে গিয়ে পুলিশের সমস্যা হতে পারে। পেটের সমস্যা বৃদ্ধি পাবে।

**মীন রাশি :** সপ্তাহের প্রথম দিকে উপার্জনের ভাগ্য ভাল ও আর্থিক উন্নতি বজায় থাকবে। সাংসারিক শান্তি বজায় থাকলেও শেষের দিকে অশুভ।
অযথা কোনও ঝামেলায় জড়িয়ে পড়তে পারেন। এই সপ্তাহে ব্যবসা নিয়ে চিন্তা বাড়তে পারে। শরীরে আঘাত লাগার সম্ভাবনা রয়েছে। সন্তানের লেখাপড়া নিয়ে চিন্তা বাড়তে পারে। অভিনেতাদের জন্য ভাল সময়। সপ্তাহের শেষ দিকে দাঁতের সমস্যা বৃদ্ধি পেতে পারে।

www.jonmobhumi.com

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৬৪৬-৩২৭-৭৯৬৪

www.jonmobhumi.com

## নিউইয়র্কস্থ বাংলাদেশ কনস্যুলেট জেনারেলে ব্যবসা-বাণিজ্য ও

করেন। অনুষ্ঠানের শুরুতে বাংলাদেশে বিনিয়োগ পরিস্থিতি ও সম্ভাব্য বিনিয়োগ বান্ধব সংস্কারের উপর একটি ওয়েবিনারের ভিডিও প্রদর্শন করা হয় যেখানে বাংলাদেশ ইনভেস্টমেন্ট ডেভলপমেন্ট অথরিটি (ইওউঅ) এর নির্বাহী চেয়ারম্যান আশিক চৌধুরী ও মাননীয় প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ দূত লুৎফেসিদ্দিকী বক্তব্য প্রদান করেন।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি মোহাম্মদ মুসলিম চৌধুরী তাঁর বক্তব্যে বাণিজ্য-বিনিয়োগসহ সকল ক্ষেত্রে বাংলাদেশের স্বার্থ সংরক্ষণে সকলকে নিয়ে কাজ করার আশাবাদ ব্যক্ত করেন। প্রবাসী বাংলাদেশীদের বিনিয়োগে নিরাপত্তা নিশ্চিত কল্পে সরকার ঘোষিত বিভিন্ন কার্যক্রমের কথা উল্লেখ করে তিনি প্রবাসীদের বাংলাদেশে বেশী বেশী করে বিনিয়োগের আহবান জানান। আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে রেমিট্যান্সের গুরুত্ব বর্ণনা করে রেমিট্যান্স প্রবাহ বৃদ্ধি করার ব্যাপারে একচেঞ্জ হাউসগুলোকে পদক্ষেপ গ্রহনের আহবান জানান। বর্তমান বিশ্ববাস্ড়বতায় সব দেশের ন্যায় বাংলাদেশও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে যে সকল চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করছে তা তুলে ধরেন। পরে তিনি সভায় অংশগ্রহণকারীদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর প্রদান করেন। অন্ড়র্বর্তীকালীন সরকারের বিভিন্ন সংস্কার কর্মসূচীর বিষয়ে আলোকপাত করে তিনি সহজতর এবং বিনিয়োগ বান্ধব প্রক্রিয়া চালু করার বিষয়ে সবাইকে আশ্বস্ড় করেন।

সোনালী এক্সচেঞ্জের সিইও মহসিন কবির তাঁর বক্তব্যে প্রচলিত বিনিয়োগের পাশাপাশি স্টক ও বন্ডে বিনিয়োগের সুবিধাসমূহের উপর প্রবাসীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। রেমিট্যান্সের ক্ষেত্রে সরকারী প্রণোদনার সুবিধা গ্রহনপূর্বক তিনি সকলকে বৈধপথে রেমিট্যান্স প্রেরণের আহবান জানান।

কনসাল জেনারেল মোঃ নাজমুল হুদা তাঁর স্বাগতিক বক্তব্যে বাংলাদেশকে ব্যবসা-বিনিয়োগের এক অপার সম্ভাবনার দেশ হিসেবে উল্লেখ করেন। বাংলাদেশের ক্রম-বর্ধমান অর্থনীতি, দ্রুত বিকাশমান শিল্প ও সেবাখাত, তরুণ জনগোষ্ঠী, পরিশ্রমী এবং মেধাবী শ্রমের সহজলভ্যতা, দ্রুত-প্রসারমান প্রযুক্তি-সামর্থ্যসহ প্রাসঙ্গিক বিষয়গুলো উল্লেখ করে তিনি সবাইকে বাংলাদেশের আকর্ষণীয় বিনিয়োগ সুবিধাসমূহ গ্রহন করার আহবান জানান। অধিকতর ক্রয়-ক্ষমতা সম্পন্ন একটি উদীয়মান মধ্যবিত্ত জনগোষ্ঠীসহ বাংলাদেশকে তিনি একটি বড় সম্ভাবনাময় বাজার হিসেবেও চিত্রিত করেন। ২০২৪ পরবর্তী বদলে যাওয়া বাংলাদেশ সংস্কার ও সুশাসন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে একটি শক্তিশালী অর্থনীতির গণতান্ত্রিক দেশে রূপান্ড়রের প্রক্রিয়ায় সক্রিয় রয়েছে বলে তিনি মন্ড়ব্য করেন।

সভায় অংশগ্রহনকারী সকলে অনুষ্ঠানটি আয়োজনের জন্য বাংলাদেশ কনস্যুলেট জেনারেল ও সোনালী এক্সচেঞ্জ কে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। সভায় আগত অতিথিদেরকে বিভিন্ন প্রকার ঐতিহ্যবাহী দেশীয় খাবার দ্বারা আপ্যায়নের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের পরিসমাপ্তি ঘটে।-প্রেস বিজ্ঞপ্তি

## আটাব সদস্যভুক্ত ট্রাভেল এজেন্ট থেকে টিকেট নিন

এজেন্ট ব্যবসা অত্যন্ত সম্মানজনক পেশা। ক্রেতা ও ট্রাভেল ব্যবসায়ীদের স্বার্থ রক্ষার্থে আটাব নামে সংগঠনটি প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্তমান কমিটি বিগত ২০২৩ সালের ২৬ ডিসেম্বর থেকে অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে সংগঠনের কার্যক্রম চালিয়ে আসছে। এই সংগঠনের মূল লক্ষ্যই হচ্ছে প্রত্যেক গ্রাহক যাতে সর্বোচ্চ সেবা এবং সহযোগিতা পায় সেই দিকে গুরুত্ব দেওয়া। কোনো প্রকার অনৈতিক অনিয়ম যাতে না হয়, সাংগঠনিক তৎপরতা অব্যাহত থাকবে। গ্রাহক যদি কোনো বিষয়ে কোনো এজেন্সির বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন তাহলে সাংগঠনিকভাবে খতিয়ে দেখে দোষী এজেন্সির বিরুদ্ধে সংগঠনের গঠনতন্ত্র মোতাবেক পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

তিনি বলেন, এই সংগঠনের মূল লক্ষ্যই হচ্ছে গ্রাহকদের সর্বোচ্চ সেবা প্রদান এবং আটাবকে সমৃদ্ধ করা। বাংলাদেশি ট্রাভেল ব্যবসায়ীদের সুনাম অক্ষুণ্ন রাখা। তিনি বলেন, এখনো যেসব ট্রালেভ ব্যবসায়ী আটাব-এর সদস্য হননি, তাদের প্রতি অনুরোধ- প্রয়োজনীয় কাগজপত্র দেখিয়ে সাংগঠনিক আইন মেনে সদস্যপদ গ্রহণ করুন।

সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয়, বর্তমান আটাব এর সদস্য সংখ্যা ৩৪। এই সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে আমাদের গ্রাহকদের সম্মানের সাথে অনুরোধ করছি, যখন আপনারা এয়ার লাইন্সের টিকেট ক্রয় করবেন কিংবা ভ্রমন সংক্রান্ত যেকোন সহযোগিতার প্রয়োজন হবে, যারা আটাব এর সদস্য তাদের কাছ থেকে সহযোগিতা গ্রহণ করবেন।

সেলিম হারুন বলেন, আটাব সদস্য না কিংবা আটাব এর রেজিস্ট্রেশন পাননি এমন কোনো এজেন্সির সাথে লেনদেনে যাবেন না। যদি লেনদেন করেন সেটা আপনাদের একান্ত নিজস্ব সিদ্ধান্ত। এক্ষত্রে আটাব কোনো প্রকার দায়িত্ব গ্রহণ করবে না। হজ ও ওমরা সংক্রান্ত বিষয়ে যদি কোনো প্রকার সহযোগিতার প্রয়োজন হয়, তাও আমাদের সদস্যপদ পাওয়া এজেন্সির সাথে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করছি। আটাব সদস্যদের অনেকের ওমরা হজের লাইসেন্স আছে। আটাব সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদানে প্রস্তুত।

সংবাদ সম্মেলনে বলা হয়, বর্তমানে হজ ভিসার কোনো এজেন্সির কাছে কোনো কোটা নাই। ২০২১ এর পর থেকে কোন এজেন্সীকে সৌদি হজ মন্ত্রণালয় ভিসার কোটা দেয় নাই, হজে ইচ্ছুক ব্যক্তিরা 'নুসুক' অ্যাপের মাধ্যমে রেজিস্ট্রেশন করে হজের প্যাকেজ কিনতে পারবেন, তাও ক্রেডিট কার্ড এর মাধ্যমে, কোন ক্যাশ পেমেন্ট গ্রহণযোগ্য নয়। আটাব এর পক্ষ থেকে অনুরোধ, আপনারা আটাবের মাধ্যমে টিকেট কিনে নিজের ভ্রমন যাত্রাকে নিশ্চিত করুন। সবসময় আটাব এর সহযোগিতা আপনাদের সাথে থাকবে।

সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন এবং বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন আটাব সেক্রেটারি ও স্কাইলাইন ট্রাভেলসের কর্ণধার মাসুদ মোর্শেদ, রহমানিয়া ট্রাভেলসের কর্ণধার মাওলানা এম কে রহমান মাহমুদ, এস্টোরিয়া ডিজিটাল ট্রাভেলসের প্রেসিডেন্ট ও সিইও নজরুল ইসলাম, জেড ট্রাভেলসের প্রেসিডেন্ট মাসুদ তপন, নাবিলা ট্রাভেলসের প্রেসিডেন্ট ও সিইও আবুল কালাম আজাদ, অ্যাংকর ট্রাভেলসের কর্ণধার এ এস এম মায়েন উদ্দিন পিন্টু।

## চির বিদায় নিলেন আলমগীর খান আলমের মা

এন্ড প্লে'র কর্ণধার আলমগীর খান আলমের অগ্নিদ্বগ্ধা মা। ঢাকার একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মঙ্গলবার (১৮ ফেব্রুয়ারী) শেষ নি:শ্বাস ত্যাগ করেন। এদিন আলমগীর খান আলম তার ফেসবুক পেইজে লিখেছেন- 'আজ আমার মমতাময়ী মা ইন্তেকাল করেছেন। ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। সবাই আমার মায়ের জন্য দোয়া করবেন।'

অতি সম্প্রতি আলমগীর খান আলমের মা অগ্নিদ্বগ্ধ হন। তাকে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের বার্ণ ইউনিটে ভর্তি করা হয়। মায়ের অগ্নিদ্বগ্ধের খবর শুনে দীর্ঘ প্রায় ৩০ বছর নিউইয়র্কে বসবাসকারী আলমগীর খান আলম কাউকে না জানিয়ে নিরবে-নিভৃতে গত ৮ ফেব্রুয়ারী শনিবার এ্যামিরাটস এয়ারলাইন্সের একটি ফ্লাইটে নিউইয়র্ক ঢাকা চলে যান। তারপর থেকে তিনি মায়ের পাশেই ছিলেন। নিয়তির কী নির্মম পরিহাস, যে মায়ের টানে আলমগীর দেশে ফিরলেন সেই মা-ই তাকে ছেড়ে চিরতরে বিদায় নিলেন।

এদিকে আলমগীর খান আলমের মায়ের ইন্তেকালে ব্যক্তিগতভাবে গভীর শোক ও সমবেদনা প্রকাশ করেছেন বাংলাদেশের জনপ্রিয় ও জাতীয় পুরষ্কারপ্রাপ্ত সঙ্গীত শিল্পী কনক চাঁপা।

এছাড়াও আলমগীর খান আলমের মায়ের ইন্তেকালে নিউইয়র্কের বাংলাদেশী কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ছাড়াও বিভিন্ন মিডিয়ার সম্পাদক ও সাংবাদিক, লেখক-কবি-শিল্পী-সাহিত্যিক, ব্যবসায়ী, কমিউনিটি নেতৃবৃন্দ ও সংগঠন সহ দেশ-বিদেশের ছয় হাজারোধিক সর্বস্তরের মানুষ (এই রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত) গভীর শোক ও সমবেদনা প্রকাশ করে মরহুমার বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করেছেন।

### বাংলাদেশে ফিরে গেলেন শোটাইম মিউজিকের কর্ণধার আলমগীর খান আলম

যুক্তরাষ্ট্র ছেড়ে বাংলাদেশে ফিরে গেলেন শোটাইম মিউজিকের কর্ণধার আলমগীর খান আলম। দীর্ঘ তিন দশক ধরে যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থান করে দেশের সাংস্কৃতিক অঙ্গনকে নিয়ে গেছেন অনন্য মাত্রায়। প্রবর্তন করেছেন বহির্বিশ্বের সর্বাধিক জনপ্রিয় ঢালিউড ফিল্ম অ্যান্ড মিউজিক অ্যাওয়ার্ড নামের বিশেষ এক অ্যাওয়ার্ড। দেশের সিনেমা ও নাট্যজগতের বহু অভিনেতা, অভিনেত্রী, গায়ক, গায়িকা এই অ্যাওয়ার্ড প্রদান অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত হয়ে যুক্তরাষ্ট্রে স্থায়ীভাবে বসবাসেরও সুযোগ নিয়েছেন। অথচ যিনি দেশের সাংস্কৃতিক অঙ্গন ও কলাকুশলীদের জন্য এতকিছু করলেন, তিনিই কিনা যুক্তরাষ্ট্র থেকে স্বেচ্ছায় ফিরে গেলেন বাংলাদেশে।

যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশী কমিউনিটির প্রিয়মুখ শোটাইম মিউজিকের স্বত্ত্বাধিকারী আলমগীর খান আলম গত শনিবার সকালে কাউকে না জানিয়ে অ্যামিরাতের একটি ফ্লাইটে নীরবে নিভৃতে বাংলাদেশের উদ্দেশ্যে যুক্তরাষ্ট্র ত্যাগ করেন। আলমগীর খান আলম দেশে পৌঁছে আজ তার ফেসসবুকে লিখেন, আমার মমতাময়ী মা গুরুতর অসুস্থ হয়ে ঢাকা মেডিকেল বার্ন ইউনিটে চিকিৎসাধীন আমি গতকাল খবর পেয়ে ছুটে আসি মায়ের কাছে সবার কাছে আমার মায়ের জন্য দোয়া প্রার্থনা করছি ।

আলমগীর খান আলমের ঘনিষ্ঠজনেরা জানান, দীর্ঘ দুই যুগের বেশি সময় ধরে যুক্তরাষ্ট্রে বসবাস করে আসলেও তাঁর বৈধ কাগজপত্র হয়নি। যে কারণে ট্রাম্প প্রশাসনের অবৈধ অভিবাসী গ্রেফতার অভিযান শুরু হওয়ার পর অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতি এড়াতে নিজেই বাংলাদেশে ফিরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন।

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৬৪৬-৩২৭-৭৯৬৪

www.jonmobhumi.com

# মৃতদের জীবিত রেখে কর ফাঁকি দিচ্ছেন আমেরিকানরা

বাড়ানো এবং ফেডারেল ডেটা খতিয়ে দেখার জন্য তাদেরকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। ইতোমধ্যে সোশ্যাল সিকিউরিটি প্রশাসনে একটি বিশাল অনিয়ম খুঁজে পেয়েছে দলটি।

রোববার ইলন মাস্ক এক্স-এ (টুইটার) বিষয়টি শেয়ার করেছেন। তিনি লেখেন, সোশ্যাল সিকিউরিটি ডাটাবেসে কয়েক লাখ, এমনকি কয়েক মিলিয়ন আমেরিকানকে জীবিত হিসেবে তালিকাভুক্ত করা হয়েছে; যারা বহু আগেই মারা গেছেন।

এই ডাটাবেসে ১.৩ মিলিয়নেরও বেশি মানুষের নাম রয়েছে যাদের বয়স ১৫০ থেকে ১৫৯ বছরের মধ্যে। প্রায় ১ লাখ ২২হাজারের বয়স ১৬০ থেকে ১৬৯ বছর এবং ৬ হাজারের বেশি মানুষের বয়স ১৭০ থেকে ১৭৯ বছরের মধ্যে।

এছাড়াও, সেখানে আরও কয়েক হাজার মানুষের নাম রয়েছে, যাদের বয়স ১৮০ থেকে ২২৯ বছরের মধ্যে, যার অর্থ তারা গৃহযুদ্ধের (সিভিল ওয়ার) অনেক আগেই জন্মগ্রহণ করেছিলেন।

এসব ডাটার একটি স্ক্রিনশট শেয়ার করে মাস্ক বলেন, সোশ্যাল সিকিউরিটি ডাটাবেস অনুযায়ী এই প্রতিটি বয়সের গ্রুপে থাকা ব্যক্তিদের 'মৃত' হিসেবে চিহ্নিত করা হয়নি!

তিনি মজার ছলে বলেন, সম্ভবত টোয়াইলাইট (ভ্যাম্পায়ারদের নিয়ে তৈরি জনপ্রিয় চলচ্চিত্র) বাস্তব, আর অনেক ভ্যাম্পায়ার সোশ্যাল সিকিউরিটি সুবিধা পাচ্ছে। তবে তিনি হয়তো একেবারে ভুল বলছেন না।

কারণ সোশ্যাল সিকিউরিটি রেকর্ডে এমন একজন ব্যক্তির নাম রয়েছে, যার বয়স ২৪০ থেকে ২৪৯ বছরের মধ্যে এবং আরেকজনের বয়স ৩৬০ থেকে ৩৬৯ বছরের মধ্যে।

এর মানে একজন ব্যক্তি যুক্তরাষ্ট্রের প্রজাতন্ত্রের শুরুর দিনগুলো দেখেছেন, আর অন্যজন জন্মগ্রহণ করেছেন যখন দেশটি ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের অধীনে ছিল।

রেকর্ড বলছে, আধুনিক ইতিহাসে সবচেয়ে বেশি দিন বেঁচে থাকা ব্যক্তি ছিলেন জেন ক্যালমেন্ট, যার বয়স হয়েছিল ১২২ বছর। যা গিনেস বুক অফ ওয়ার্ল্ড রেকর্ডস স্বীকৃত। তিনি ১৮৭৫ সালে জন্ম নিয়ে ১৯৯৭ সালে মারা গেছেন।

সোশ্যাল সিকিউরিটির তথ্য বলছে, বর্তমানে ১৩০ থেকে ১৪৯ বছর বয়সী ৭.৪ মিলিয়নেরও বেশি আমেরিকান জীবিত রয়েছেন।

তবে তথাকথিত প্রবীণরা এখনও সোশ্যাল সিকিউরিটি থেকে পেমেন্ট পাচ্ছেন কি না; তা মাস্ক উল্লেখ করেন নি। কারণ তিনি আমেরিকার প্রশাসনিক দক্ষতা সম্পর্কে খুব আশাবাদী নন।

মাস্ক বলেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রকৃত নাগরিকদের চেয়ে বহু গুণ বেশি 'যোগ্য' সোশ্যাল সিকিউরিটি নম্বর রয়েছে। এটি সম্ভবত ইতিহাসের সবচেয়ে বড় জালিয়াতি!

সর্বোচ্চ পর্যায়ে, সোশ্যাল সিকিউরিটি প্রশাসন তাদের রেকর্ডের ন্যূনতম তদারকি করতেও ব্যর্থ হয়েছে। আর সর্বনিম্ন পর্যায়ে, করদাতারা হয়তো লাখ লাখ ডলার পরিশোধ করছেন, যা মৃত ব্যক্তিদের পরিচয় ব্যবহার করে প্রতারণার মাধ্যমে আত্মসাৎ করা হচ্ছে।

যে ক্ষেত্রেই হোক না কেন, মাস্কের এই সাম্প্রতিক প্রকাশ্য অনুসন্ধান প্রমাণ করে যে, আমেরিকার ফেডারেল প্রশাসনে ব্যাপক অদক্ষতা রয়েছে; এটি সংস্কার এবং হ্রাস করার গুরুত্ব অত্যন্ত বেশি।

# গ্রেটার খুলনা সোসাইটি'র নতুন কমিটির বর্ণিল অভিষেক

**নিউইয়র্ক :** নিউইয়র্কে বর্ণাঢ্য আয়োজনে অনুষ্ঠিত হয়েছে গ্রেটার খুলনা সোসাইটি অব ইউএসএ'র নতুন কমিটির অভিষেক। গত ৯ ফেব্রুয়ারী রাতে জ্যাকসন হাইটসের নবান্ন পার্টি সেন্টারে আয়োজিত এ অনুষ্ঠানে বৃহত্তর খুলনার ৩জন গরীব ও মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীকে এককালীন এক লাখ টাকা করে বৃত্তি প্রদানের ঘোষণা দেয়া হয়। খুলনাবাসীর এ মিলনমেলায় পরিবেশিত হয় মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক পরিবেশনাও। খবর ইউএসএনিউজঅনলাইন.কম'র।

উৎসবমুখর পরিবেশে নতুন কমিটির কর্মকর্তাদের শপথ বাক্য পাঠ করান সংগঠনের প্রধান উপদেষ্টা ডা. খন্দকার মাসুদুর রহমান।

সংগঠনের ২০২৫-২০২৬ সালের জন্য নির্বাচিত ১৯ সদস্য বিশিষ্ট কার্যকরী কমিটির অভিষিক্তরা হলেন : সভাপতি ওয়াহিদ কাজী এলিন, সিনিয়র সহ সভাপতি শেখ ফারুকুল ইসলাম, সহ সভাপতি শেখ হাসান আলী, ইসমত জাহান পলি ও শেখ আল আমিন, সাধারণ সম্পাদক হাওলাদার শাহিনুল ইসলাম, সহ সাধারণ সম্পাদক শেখ কামাল হোসেন, কোষাধ্যক্ষ শেখ আনোয়ার হোসেন, সাংগঠনিক সম্পাদক শেখ সবুর, সমাজ কল্যাণ সম্পাদক মোহাম্মদ ঈদ ই আমিন, প্রচার ও গণসংযোগ সম্পাদক মোহাম্মদ মাহবুবুর রহমান, সাংস্কৃতিক সম্পাদক মোহাম্মদ আনারুল হক, মহিলা বিষয়ক সম্পাদক ইসমত জাহান পপি, ক্রীড়া ও আপ্যায়ন সম্পাদক মোহাম্মদ শাহীনুর হোসেন, কার্যকরী সদস্য বিলকিস ফাতিমা লাভলী, জাভেদ ইকবাল, শামসুদ্দিন নান্টু, আরিফ শাহরিয়ার এবং উজ্জ্বল হোসেন।

সংগঠনের সভাপতি ওয়াহিদ কাজী এলিনের সভাপতিত্বে এবং নবনির্বাচিত সিনিয়র সহ সভাপতি শেখ ফারুকুল ইসলামের পরিচালানায় অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ সোসাইটির সভাপতি আতাউর রহমান সেলিম। বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন ফোবানা স্টিয়ারিং কমিটির চেয়ারম্যান গিয়াস আহমেদ, বাংলাদেশ সোসাইটির সিনিয়ার সহ সভাপতি মহিউদ্দীন দেওয়ান, সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ আলী, কোষাধ্যক্ষ মফিজুল ইসলাম ভূঁইয়া রুমি, সারাহ হোম কেয়ারের ডাইরেক্টর ইঞ্জিনিয়ার মো. আব্দুল খালেক।

অন্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখের আয়োজক সংগঠনের উপদেষ্টা নিউইয়র্ক পুলিশের ল্যাফটেন্ট সৈয়দ এনায়েত আলী, সাবেক সভাপতি মুরারী মোহন দাস, সিনিয়র সহ সভাপতি শেখ মো. নওশাদ আক্তার, সহ সভাপতি শেখ হাসান আলী, ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক শেখ কামাল হোসেন, কোষাধ্যক্ষ শেখ আনোয়ার হোসেন প্রমুখ।

বৈরী আবহাওয়াকে উপেক্ষা করে কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তিসহ বিপুল সংখ্যক গ্রেটার খুলনা প্রবাসী সপরিবারে অনুষ্ঠানে অংশ নেন।সভাপতি ওয়াহিদ কাজী এলিন ও সাধারণ সম্পাদক হাওলাদার শাহিনুল ইসলাম শপথ নেয়ার পর তাদের শুভেচ্ছা বক্তব্যে গ্রেটার খুলনাবাসীর স্বার্থ রক্ষায় কাজ করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করে সবার সার্বিক সহযোগিতা কামনা করেন। তারা অনুষ্ঠানে উপস্থিত হওয়ার জন্য সবার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে বাংলাদেশ সোসাইটির সভাপতি আতাউর রহমান সেলিম বলেন, গ্রেটার খুলনা সোসাইটিকে সাথে নিয়েই তারা সোসাইটির অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখবেন।

অনুষ্ঠানে প্রধান উপদেষ্টা ডা. খন্দকার মাসুদুর রহমান এবছর থেকে বৃহত্তর খুলনার ৩জন গরীব ও মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীকে এককালীন এক লাখ টাকা করে বৃত্তি প্রদানের ঘোষণা দেন।

সভায় বক্তারা নতুন কার্যকরী কমিটিকে অভিনন্দন জানিয়ে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করে গ্রেটার খুলনা সোসাইটি অব ইউএসএকে আরো এগিয়ে নেয়ার আহ্বান জানান।

সবশেষে ছিলো মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক পরিবেশনা। এতে সঙ্গীত পরিবশেন করেন প্রবাসের জনপ্রিয় শিল্পী বাপ্পি, মিতা স্থানীয় শিল্পীরা। একের পর এক সঙ্গীত পরিবেশন করে দর্শকদের মাতিয়ে রাখেন শিল্পীরা। অনেকে শিল্পীদের সাথে নেচে-গেয়ে উল্লাস প্রকাশ করেন। গভীর রাত পর্যন্ত চলে তাদের এসব পরিবেশনা।পরে সভাপতি ওয়াহিদ কাজী এলিন উপস্থিত দর্শকসহ বৃহত্তর খুলনাবাসীকে ধন্যবাদ জানিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

# এবিসিএইচ গ্রুপের শীত মেলা ও পিঠা উৎসব

**নিউ ইয়র্কঃ** সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুক গ্রুপ আমেরিকান বাংলাদেশি কমিউনিটি হেল্প (এবিসিএইচ)-এর শীত মেলা ও পিঠা উৎসবে প্রবাসীদের ঢল নেমেছিল। গত ১৭ ফেব্রুয়ারি সোমবার নিউইয়র্কের উডহ্যাভেনে জয়া হলে অনুষ্ঠিত এ উৎসবে সকাল থেকে রাত পর্যন্ত এই মেলা প্রবাসী বাংলাদেশিদের এক মিলনমেলায় পরিণত হয়।

এবিসিএইচ মেলায় স্টলগুলোতে স্থান পেয়েছিল হাতে তৈরি নানা দেশীয় পণ্য, পোশাক ও দেশীয় নানা স্বাদের পিঠা। এছাড়াও মঞ্চে সংগীত পরিবেশনা, কবিতা আবৃত্তি, ও শিশুদের পরিবেশনায় মুখর ছিলো আয়োজন। মেলায় সঞ্চালনা ও উপস্থাপনা করেন শান্তনু সাজ্জাদ ও জলি আহমেদ, যাদের প্রাণবন্ত সঞ্চালনায় প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে পুরো অনুষ্ঠান। সকাল ১১ টা থেকে রাত ১০টা পর্যন্ত দিনব্যাপী এ মেলা বেশ জমজমাট হয়ে ওঠে। প্রবাসীদের আনাগোনায় বেশিরভাগ স্টলেই বিক্রি হয়ে যায় পিঠা। এদিকে কাপড়ের দোকানগুলোতেও ভিড় ছিল চোখে পড়ার মতো।

এবারের মেলায় প্রধান পৃষ্ঠপোষকতায় ছিলেন মূলধারার রাজনীতিক ও ইন্টারন্যাশনাল বার অ্যাসোসিয়েশনের পরিচালক অ্যাটর্নি মঙ্গন চৌধুরী।

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৬৪৬-৩২৭-৭৯৬৪

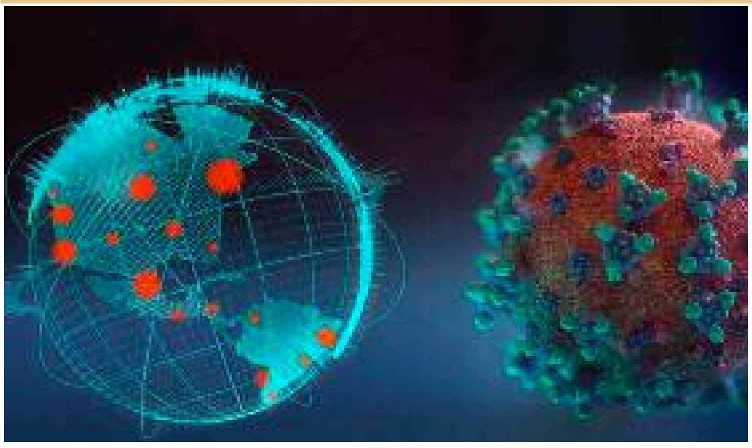

# ক্যান্সারের প্রাথমিক উপসর্গ

**ডা. মো. নাহিদ হোসেন:** ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে সারাবিশ্বে প্রতিবছর এক কোটির বেশি মানুষের মৃত্যু হয়। অথচ প্রাথমিক অবস্থায় ক্যান্সার শনাক্ত করা সম্ভব হলে এ রোগের চিকিৎসা করা সহজ হয়। পাশাপাশি এ রোগ থেকে আরোগ্য লাভের সম্ভাবনাও অনেকাংশে বেড়ে যায়।

ক্যান্সারের প্রাথমিক উপসর্গগুলোর ব্যাপারে সবাই একটু সচেতন হলে এর চিকিৎসা অনেক সহজ হয়ে যায়। ক্যান্সারের সাধারণত যে উপসর্গ আছে, সেগুলোর ব্যাপারে বেশির ভাগ মানুষই সচেতন নয়, এমনকি অবগতও নয়।

একজন ব্যক্তি হঠাৎ অসুস্থ হয়ে চিকিৎসকের শরণাপন্ন হলে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে ক্যান্সার ধরা পড়ে। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়, এ রোগের প্রাথমিক উপসর্গ অনেক আগেই দেখা দিয়েছিল; কিন্তু তিনি সেগুলো গুরুত্ব দেননি। পরে দেখা গেল, ক্যান্সার ইতোমধ্যে তাঁর শরীরে ছড়িয়ে পড়েছে। ফলে তখন আর রোগীকে সুস্থ করে তোলা সম্ভব হয়ে ওঠে না। সুতরাং এসব প্রাথমিক উপসর্গ দেখা দিলে দ্রুত বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে হবে।

গলা ব্যথা (চিকিৎসার পরও ভালো হচ্ছে না), গলার স্বর পরিবর্তন হওয়া।
কোনো অস্বাভাবিক রক্তপাত (টয়লেটের সঙ্গে, বমির সঙ্গে, প্রস্রাবের সঙ্গে রক্ত)।
শরীরের যে কোনো জায়গায় ব্যথা বা ফোলা।
প্রস্রাব বা পায়খানার পরিবর্তন।
দীর্ঘমেয়াদি কাশি (দুই-তিন সপ্তাহ কাশি, যা চিকিৎসার পরও ভালো হয় না)।
খাবার হজমে সমস্যা বা খাবার গিলতে সমস্যা হয়।
শরীরে যদি কোনো তিল বা ক্ষত হঠাৎ করে পরিবর্তন হয়ে যায়।
অস্বাভাবিক ওজন হ্রাস।
মুখের পরিবর্তন, যেমন–ঘা, রক্তপাত, ব্যথা বা অসাড়তা।
ঘন ঘন জ্বর, রাতে ঘাম।
অতিরিক্ত ক্লান্তি লাগা, যা বিশ্রাম নিলেও কাটে না।
দেখতে বা শুনতে সমস্যা।
খাদ্যে অরুচি, খিদে না পাওয়া।
ত্বক পরিবর্তন, যেমন–ত্বক কালো হয়ে যাওয়া, ত্বক ও চোখ হলুদ হয়ে যাওয়া, ত্বক লাল হয়ে যাওয়া, চুলকানি ইত্যাদি।

এসব ছাড়া ক্যান্সারের আরও অনেক অস্পষ্ট উপসর্গ আছে, যেগুলো থেকে বোঝার কোনো উপায় নেই। এ কারণে শরীরে যদি বড় কোনো ধরনের পরিবর্তন লক্ষ্য করেন, বিশেষ করে যদি এটি যদি দীর্ঘ সময় ধরে হয় বা খারাপ হতে থাকে, তাহলে একজন বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিন।

লেখক : ক্যান্সার মেডিসিন বিশেষজ্ঞ, শেখ হাসিনা ন্যাশনাল মেডিকেল ইনস্টিটিউট অব বার্ন অ্যান্ড প্লাস্টিক সার্জারি ও কনসালট্যান্ট, মনোয়ারা হসপিটাল (প্রা.) লিমিটেড, সিদ্ধেশ্বরী, ঢাকা।

# শীতে বাড়ে শিশুর এডিনয়েড সমস্যা

**ডা. মো. আব্দুল হাফিজ শাফী ঃ** শীতে সর্দি-জ্বর খুব সাধারণ সমস্যা হলেও দীর্ঘ ঠান্ডা-কাশিসহ অন্যান্য কারণে শিশুর নাকের পেছনে মাংস বেড়ে যেতে পারে। একে বলে এডিনয়েড গ্রন্থির সমস্যা। নাকের পেছনে ও তালুর ওপরে থাকে এডিনয়েড গ্রন্থি (নাকের পেছনের টনসিল নামেও পরিচিত)। এডিনয়েড গঠনগত দিক থেকে টনসিলের মতো, যা খালি চোখে বা বাইরে থেকে দেখা যায় না। বিশেষ ধরনের অ্যান্ডোস্কোপ অথবা ন্যাসোফেরিংস এক্স-রের মাধ্যমে বোঝা যায় যে শিশুটির এডিনয়েড গ্রন্থি বড় হয়েছে।

উপসর্গ
-শিশু মুখ হাঁ করে ঘুমায়।
-ঘুমের মধ্যে শব্দ হয় বা নাক ডাকে। হঠাৎ দম বন্ধ হয়ে ঘুম থেকে উঠেও যেতে পারে।
-ঘন ঘন সর্দি-কাশিতে ভোগে, সহজে সারতে চায় না।
-লসিকাগ্রন্থি বড় হয়ে নাকে মাংস বাড়ে।
-ঘন ঘন কানে ব্যথা, ইনফেকশন, পর্দা ফেটে যাওয়া, পানি জমা, কম শোনার মতো সমস্যা হয়।
-ঘন ঘন গলার ইনফেকশন হয়, খুসখুসে কাশির পাশাপাশি গলার স্বর বসে যায়।
-দেহে অক্সিজেনের স্বল্পতার জন্য ঘুম ঘুম ভাব, পড়ালেখা ও স্কুলে অমনোযোগী হওয়া, বুদ্ধিমত্তা কমে যাওয়ার মতো সমস্যা হয় ইত্যাদি।

চিকিৎসা
শিশুদের এ ধরনের সমস্যা হলে নাক-কান-গলা বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ নিন। অনেক ক্ষেত্রে শ্রবণশক্তি পরীক্ষা করতে হয়। ওষুধ হিসেবে অ্যান্টিহিস্টামিন, মন্টিলুকাস্ট, নাকের স্প্রে/ড্রপ এবং কিছু ক্ষেত্রে অ্যান্টিবায়োটিক দেওয়া হয়। অনেক সময় শিশুর বয়স ১২-১৪ বছর হলেও এডিনয়েড স্বাভাবিক হয় না।

ওষুধের মাধ্যমে নিরাময় না হলে অস্ত্রোপচার করা উচিত, যা নিরাপদ। অনেকে আবার ছোট বাচ্চার অস্ত্রোপচারের কথা ভেবে আতঙ্কিত হয়ে পড়েন। তখন আমরা তাদের এটা ছোট বাচ্চাদেরই রোগ এবং বাচ্চা এটার জন্য কষ্ট পাচ্ছে বলে আশ্বস্ত করার চেষ্টা করি।

প্রতিরোধে করণীয়
-ফ্রিজের খাবার, আইসক্রিম, অতিরিক্ত ঠান্ডা পানি এড়িয়ে চলতে হবে।
-ঘুমানোর সময় একটু উঁচু বালিশে শিশুকে ঘুমাতে দিন। শিশুর শীতের পোশাক নিশ্চিত করুন।
-বয়স অনুযায়ী শিশুদের সঠিক ওজন বজায় রাখার বিষয়টি লক্ষ্য রাখুন।
-শিশুদের স্বাস্থ্যকর খাবার খাওয়া, পর্যাপ্ত ঘুম, প্রচুর পানি পান নিশ্চিত করুন।
-সংক্রমণ প্রতিরোধে ভালো স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলতে শিশুকে অভ্যস্ত করুন। শীতের রাতে এবং সকালে বাইরে বের হলে কানটুপি ব্যবহার করতে অভ্যস্ত করুন।

[লেখক : নাক-কান-গলা রোগ বিশেষজ্ঞ এবং হেড-নেক সার্জন, রেজিস্ট্রার, সিলেট এমএজি ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল।]

# পেট ব্যথা মানেই গ্যাস্ট্রিক!

ডা. খাজা নাজিম উদ্দীনঃ পেটে ব্যথা, অস্বস্তি হলেই আমাদের প্রথম মনে হয়, নিশ্চয়ই পেটে গ্যাস হয়েছে। বেশির ভাগ সময় গ্যাস্ট্রিক আলসার ধরে নিয়ে অ্যান্টাসিড বা ওমিপ্রাজলের মতো ওষুধ সঙ্গে সঙ্গে খেয়েও ফেলি। দুটি বিষয় লক্ষ্য করা উচিত। প্রথমত, পেট ব্যথা মানেই গ্যাসের ব্যথা নয়। তৃতীয়ত, দিনের পর দিন না বুঝে গ্যাস্ট্রিকের ওষুধ মুড়ি-মুড়কির মতো খাওয়াটা ঠিক নয়। পেটের ওপরের দিকে ব্যথা হলে তা পেপটিক বা গ্যাস্ট্রিক আলসার ছাড়া অন্য কিছুও হতে পারে। যেমন নন-আলসার ডিসপেপশিয়া হলো পেটে অস্বস্তি, পেট ভার, বুকজ্বালা, বমি ভাব হতে পারে। পিত্তথলিতে পাথর থাকলেও এ ধরনের উপসর্গ হতে পারে। এমনকি কখনও কখনও হৃদরোগও বুকে ব্যথা না হয়ে পেটের ওপরের দিকে ব্যথা হয় এবং রোগীকে ভ্রান্তিতে ফেলে দেয়। যকৃৎ বা অগ্ন্যাশয়ের কোনো রোগে পেটের উপরিভাগে ব্যথা হতে পারে। মানসিক টানাপোড়েনেও কিন্তু পেট ব্যথা বা জ্বালা করে।

আইবিএস বা ইরিটেবল বাউয়েল সিনড্রোমে পেটের যে কোনো ব্যথার সঙ্গে কোষ্ঠকাঠিন্য বা বেশি বেশি পায়খানা হয়। দিনের প্রথমার্ধে বা সকালেই ব্যথা বেশি থাকে, বারবার টয়লেটে যেতে হয়। পরীক্ষা-নিরীক্ষা করলে তেমন কিছু পাওয়া যায় না। পেপটিক আলসার পাকস্থলীতে হলে খাওয়ার পরে বাড়ে। পিত্তথলির ব্যথাও খাওয়ার পরে, বিশেষ করে ভারী খাবার খেলে বাড়ে। কিন্তু অন্ত্রের আলসার বা ডিওডেনাল আলসার খালি পেটেই বেশি হয়। পেট ব্যথার সঙ্গে অরুচি এবং ওজন কমে গেলে পাকস্থলী বা অন্ত্রে ক্যান্সার আছে কিনা সন্দেহ করা উচিত। হেলিকোব্যাকটার পাইলোরি

নামের রোগজীবাণু পাকস্থলীতে প্রদাহ সৃষ্টি করলে পেট ব্যথা হয়। এ ধরনের ব্যথায় এন্ডোসকপি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। হেলিকোব্যাকটার পাইলোরি সংক্রমণে ওষুধের কোর্স শেষ করতে হয়। পেট ব্যথার কারণ না জেনে-বুঝে গ্যাস্ট্রিকের ওষুধ খেতে থাকলে পাকস্থলীর পিএইচ বা রাসায়নিক পরিবেশ বিনষ্ট হতে পারে। নানা ধরনের ভিটামিন, খনিজ শোষণে সমস্যা হতে পারে এবং সে কারণে ভিটামিনশূন্যতা ও রক্তশূন্যতা হতে পারে। গবেষণায় দেখা যায়, এসব ওষুধ দীর্ঘ মেয়াদে খেলে অস্টিওপোরোসিস, কিডনির ক্ষতি ইত্যাদি হতে পারে। গ্যাস্ট্রিকের ওষুধ দিনের পর দিন খেলে অনেক সময় উপসর্গ রহিত হয় এবং জটিল কোনো রোগ, যেমন ক্যান্সার বা অগ্ন্যাশয়ের সমস্যা সহজে ধরা পড়ে না। তাই মাঝেমধ্যে পেট ব্যথা, অস্বস্তি হলে চট করে ওষুধ না খেয়ে চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া উচিত। অরুচি, ওজন হ্রাস, রক্তশূন্যতা, মলত্যাগ অভ্যাসের আকস্মিক পরিবর্তন থাকলে জরুরি ভিত্তিতে চিকিৎসকের পরামর্শ নিন।।

[সাবেক বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক (মেডিসিন বিভাগ) বারডেম]

# বেলস পলসি বা মুখ অবশ কী

সকালে ঘুম থেকে উঠে মুখ ব্রাশ ও ধোয়ার জন্য বেসিনের আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে অবাক, একি! একদিকে চোখ বন্ধ হচ্ছে না, হাঁ করতেই মুখ বেঁকে যাচ্ছে, মুখে পানি নিলে মুখ থেকে পড়ে যাচ্ছে, গাল ফুলাতে পারছেন না, কপাল বা ভ্রু কুঁচকাতে পারছেন না, কী হলো? নিশ্চই ঘাবড়ে গেছেন। ঘাবড়ানোর কিছুই নেই। এ ধরনের সমস্যায় যদি কেউ পড়েন, তবে বুঝতে হবে আপনার মুখের নার্ভে এমন কোনো সমস্যা হয়েছে যার ফলে আপনার মুখের মাংসপেশি তার স্বাভাবিক কাজকর্মের ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছে। যাকে ডাক্তারি ভাষায় ফেসিয়াল বা বেল্স পলসি বলে বা মুখ অবশ রোগ নামে খ্যাত। মানুষের মুখম ল এক বিশেষ ধরনের মাংসপেশি দ্বারা তৈরি, যার সাহায্যে মানুষ মুখের মাংসপেশির সংকোচন ও প্রসারণ দ্বারা কথা না বলেও মনের ভাব প্রকাশ করতে পারে। আর এ জন্য একটি শিল্পের সৃষ্টি হয়েছে, যার নাম মূকাভিনয় শিল্প। মুখম লে সৃ ষ্টিকর্তা মানুষের সৌন্দর্য ও দৈনন্দিন কাজের সুবিধার জন্য বিভিন্ন প্রয়োজনীয় অঙ্গ যেমন– মুখ, নাক, চোখ, কপাল, কান ইত্যাদি স্থাপন করেছেন এজন্য যে, এই অঙ্গগুলোর সাহায্যে মানুষ খাওয়া-দাওয়া, কথা বলা, শ্বাস গ্রহণ করা, দেখাশোনার মতো গুরুত্বপূর্ণ কাজ সম্পন্ন করে। যদিও ফেসিয়াল পলিসির সঠিক কারণ নির্ণয় অনেক ক্ষেত্রেই কঠিন, তবে ফেসিয়াল নার্ভের- ভাইরাস আক্রমণ, অতিরিক্ত ঠা া আঘাত, স্ট্রোক এসবের কারণ হিসেবে চিহ্নিত হয়।

চিকিৎসা : যেহেতু এটি স্নায়ুবিক সমস্যাসৃষ্ট মাংসপেশির অবশতা, তাই চিকিৎসার মুখ্য ভূমিকা ও কার্যকর চিকিৎসা হলো ফিজিওথেরাপি। তবে প্রাথমিক অবস্থায় চিকিৎসা নেয়া উত্তম।

ডা. মো. সফিউল্যাহ প্রধান, ফিজিওথেরাপি, ডিজএবিলিটিস ও রিহেবিলিটেশন স্পেশালিস্ট, ডিপিআরসি, শ্যামলী, ঢাকা।

# জলপাইয়ের স্বাস্থ্য উপকারিতা

অনেকেই জলপাই পছন্দ করেন। কেউ কেউ আবার পছন্দ করেন এর আচার। শীতকালীন এ ফল নানা পুষ্টিগুণে ভরপুর। আছে স্বাস্থ্য উপকারিতাও। এটি ভিটামিন সি-এর একটি ভালো উৎস। গবেষণায় দেখা গেছে, এই ফল খনিজ, ভিটামিন, ফাইবার এবং অ্যান্টিঅক্সিডেন্টসমৃদ্ধ।

প্রতি ১০০ গ্রাম জলপাইয়ে খাদ্যশক্তি ৭০ কিলোক্যালরি, ৯ দশমিক ৭ শর্করা, ৫৯ মিলিগ্রাম ক্যালসিয়াম ও ১৩ মিলিগ্রাম ভিটামিন-সি।

স্বাস্থ্য উপকারিতা : জলপাইয়ের তেল চুলের গোড়া মজবুত করে। চুল পড়ে যাওয়ার সমস্যা দূর হয়। জলপাইয়ের ভিটামিন-ই ত্বকে মসৃণ ভাব আনে।

ব্রুকলীন চার্চ ম্যাকডোনাল্ডে বাংলাদেশী ডাক্তার
SAYERA HAQUE, M.D
আমেরিকান বোর্ড সার্টিফাইড মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
এটেন্ডিং ফিজিসিয়ান, ই. আর, কনি আইল্যান্ড হাসপাতাল
আমাদের অফিসে বিভিন্ন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার বসেন
সেবাসমূহ
• জেনারেল চেকআপ • হাই কোলেস্টরল এজমা • TLC/Motor Vehicle Exam
• শারীরিক পরীক্ষা • ইকেজি
• ডায়াবেটিস • বয়স্ক ভেক্সিনেশান • মহিলা স্বাস্থ্য সহ সবধরণের রোগের চিকিৎসা করা হয়।
• হাইপারটেনশন • ব্লাড টেস্ট
We accept most of the Insurances
Haque Medical Office, PC
540 McDonald Ave., Brooklyn, NY-11218
"F" Train and Bus B35, B67
Office Hours
TTuesday: 12pm-8pm
Thursday: 12pm-8pm
Saturday: 12pm-8pm
Friday: 1pm-5pm
Monday: 11am-6pm
Tel: 718-633-5883/5800, 347-715-7593

আপনার কথা, আপনার ব্যথা বাংলায় বলুন, বাংলায় শুনুন

ডাঃ সমীর সরকার, এমডি
Board Certified
Internal Medicine
Pulmonary Medicine
Critical Care Medicine
Also Specialized in Sleep Medicine
দীর্ঘ অভিজ্ঞতা সম্পন্ন England & America তে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত
Triple Board Certified বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক
Attending Physician - Jamaica Hospital
134-20 Jamaica Avenue, Jamaica, NY 11418
Tel: 718-206-6742

www.jonmobhumi.com

# দ্রুত খেলায় ফিরতে স্বাভাবিক প্রসব চেয়েছিলেন রাজিয়া

**নাজনীন আখতার**

www.jonmobhumi.com

সন্তান জন্মদানের পর আবার দ্রুত খেলায় ফিরতে চেয়েছিলেন সাফজয়ী নারী ফুটবলার রাজিয়া সুলতানা (২৪)।

বড় ভাই ফজলুর রহমান ও মা আবিরন বিবির ভাষ্য, হাসপাতালে গেলেই অস্ত্রোপচারে শিশুর জন্ম (সিজারিয়ান সেকশন বা সি-সেকশন) দিতে হতে পারে—এ আশঙ্কায় রাজিয়া বাড়িতে প্রসব করাতে চেয়েছিলেন। অস্ত্রোপচারে শিশুর জন্ম হলে দ্রুত খেলায় ফিরতে পারবেন না—এমন শঙ্কা ছিল তাঁর। খেললে টাকা, না খেললে শূন্য হাত। তাই দ্রুত খেলায় ফিরতে স্বাভাবিক প্রসব চেয়েছিলেন তিনি।

দেশে সি-সেকশনের উচ্চহারের তথ্য বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) প্রতিবেদনেও উঠে এসেছে। বাংলাদেশ স্যাম্পল ভাইটাল স্ট্যাটিসটিকস ২০২২ অনুসারে, দেশে প্রতি পাঁচটির মধ্যে দুটির বেশি শিশুর জন্ম অস্ত্রোপচারে। এই হার ৪১ শতাংশের বেশি। খুলনা বিভাগে এই হার সর্বোচ্চ প্রায় ৫৮ শতাংশ।

অথচ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (ডব্লিউএইচও) মতে, মা ও নবজাতকের জীবন বাঁচাতে ১০ থেকে ১৫ শতাংশ ক্ষেত্রে অস্ত্রোপচার গ্রহণযোগ্য। অর্থাৎ বাংলাদেশে অস্ত্রোপচারে শিশু জন্মের হার গ্রহণযোগ্য মাত্রার চেয়ে প্রায় তিন গুণ বেশি।

রাজিয়ার বিষয়ে বাংলাদেশের ফুটবল অঙ্গনের লোকজনের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে জানা গেল, নারী ফুটবলারদের মা হওয়ার ক্ষেত্রে ন্যূনতম সুযোগ-সুবিধা নেই।

বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশনের নারী ফুটবল শাখার প্রধান মাহফুজা আক্তার প্রথম আলোকে বলেন, নারী ফুটবল দলের জন্য ফেডারেশন অনেকটা ধরেবেঁধে স্পনসর জোগাড় করে। সরকারের কোনো অর্থ বরাদ্দ নেই। ক্লাবগুলোও দরিদ্র। নারীদের যখন কেউ খেলেন, তখন তারা টাকা দেয়। জাতীয় দল বা ক্লাবগুলোর কোথাও মাতৃত্বকালীন ছুটি ও ভাতার ব্যবস্থা নেই।

জাতীয় নারী ফুটবল দলের সাবেক কোচ গোলাম রব্বানী বলেন, নারীদের ক্ষেত্রে ক্লাব ফুটবলের কোনো কাঠামো সেভাবে গড়ে ওঠেনি। বিভিন্ন সময় খেলার জন্য ক্লাবগুলো ফেডারেশনের ক্যাম্প ও ক্যাম্পের বাইরের নারী ফুটবলারদের নেয়। পুরুষ খেলোয়াড়েরা ক্লাবে পুরো মৌসুমের জন্য চুক্তিবদ্ধ হন। নারীরা সেভাবে দীর্ঘ সময় খেলার সুযোগ পান না। খেলার আগে দুই-আড়াই মাসের জন্য তাঁরা চুক্তিবদ্ধ হন।

তবে অস্ত্রোপচারে শিশুর জন্ম হলে নারী খেলোয়াড় আর ফুটবল খেলতে পারবেন না—এমনটা মনে করেন না জাতীয় নারী ফুটবল দলের সাবেক কোচ গোলাম রব্বানী ও বর্তমান ফিজিওথেরাপিস্ট লাইজু ইয়াসমিন। তাঁদের ভাষ্য, অস্ত্রোপচারে শিশু জন্ম হলে ছয় মাস থেকে বছর খানেক পর্যন্ত খেলায় ফেরার সুযোগ থাকে না।

গত বুধবার রাত ১০টার দিকে সাতক্ষীরার কালীগঞ্জ উপজেলার লক্ষ্মীনাথপুরের বাবার বাড়িতে এক ছেলেসন্তানের জন্ম দেন রাজিয়া। বাড়িতে ধাত্রীর হাতে তাঁর প্রসব করানো হয়। সন্তান জন্মের কয়েক ঘণ্টা পর তিনি গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন। দিবাগত রাত সাড়ে তিনটার দিকে বাড়ি থেকে হাসপাতালে নেওয়ার পথে তাঁর মৃত্যু হয়।

২০১৮ সালে ভুটানে অনুষ্ঠিত সাফ অনূর্ধ্ব-১৮ মহিলা চ্যাম্পিয়নশিপের অপরাজিত চ্যাম্পিয়ন বাংলাদেশ দলের সদস্য ছিলেন রাজিয়া। রাজিয়ার ভাই ফজলুর রহমান (২৬) প্রথম আলোকে বলেন, বোনের প্রসবের দিন দুজন পল্লিচিকিৎসক ও তিনজন ধাত্রীকে বাসায় ডেকে আনা হয়েছিল। তাঁরা রাজিয়াকে হাসপাতালে নিতে চাইলেও বোন যেতে চাননি। রাজিয়া বলতেন, স্বাভাবিক প্রসব করবে। না হলে হাসপাতালে যাবে। রাজিয়ার ভয় ছিল, হাসপাতালে গেলে সিজার হবে। তাহলে খেলায় ফিরতে দেরি হবে। রাজিয়া সব সময় বলতেন, সিজার করে নিজের ভবিষ্যৎ নষ্ট করতে চান না। খেলায় ফিরতে চান। কারণ, না খেললে ক্লাব কোনো টাকা দেয় না।

পাঁচ ভাইবোনের মধ্যে সবার ছোট ছিলেন রাজিয়া। বাবা নূর আলী মারা যাওয়ার পর মায়ের দায়িত্ব বর্তেছিল রাজিয়ার ওপর।

রাজিয়ার শ্বশুরবাড়ি রাঙামাটির কাপ্তাইয়ে। স্বামী ইয়াম রহমান গাজীপুরে একটি পোশাক কারখানায় কর্মরত।

সাফ অনূর্ধ্ব-১৮ মহিলা চ্যাম্পিয়নশিপে বাংলাদেশ দলের কোচ ছিলেন গোলাম রব্বানী। তিনি বলেন, রাজিয়ার ঘটনা থেকে বোঝা যাচ্ছে, নারী ফুটবলারদের মধ্যে মাতৃ স্বাস্থ্য নিয়ে সচেতনতা সৃষ্টি করা প্রয়োজন। তাঁদের আরও কাউন্সেলিং (পরামর্শ) দরকার। রাজিয়া মানসিকভাবে শক্তিশালী ও খেলায় নিবেদিতপ্রাণ ছিলেন। তিনি সন্তান জন্মদানের সময় কেন পাড়াগাঁয়ে গেলেন? গেলেনই যখন, তখন কেন হাসপাতালে গেলেন না? এটা মেনে নেওয়ার মতো নয়।

গোলাম রব্বানী আরও বলেন, অস্ত্রোপচার হলেও খেলায় ফেরা যায়। তা ছাড়া বেঁচে থাকলে তবেই তো ফুটবল। খেলার কথা না ভেবে রাজিয়ার নিজের জীবনের কথা ভাবা দরকার ছিল।

মাতৃস্বাস্থ্য নিয়ে নারী ফুটবলারদের কখনো সচেতন করা হয় কি না, জানতে চাইলে গোলাম রব্বানী বলেন, 'নারী কোচ, ফিজিওথেরাপিস্ট আছেন। তাঁরা এই বিষয়গুলো দেখেন।'

জাতীয় নারী ফুটবল দলের ফিজিওথেরাপিস্ট লাইজু ইয়াসমিন বলেন, একটা ভ্রান্ত ধারণা আছে যে অস্ত্রোপচারে শিশু জন্ম দিলে আর খেলা যায় না বা সমস্যা হয়। যেকোনো অস্ত্রোপচার থেকে সেরে উঠতে অন্তত ছয় মাস সময় লাগে। এ ক্ষেত্রেও তা-ই। অস্ত্রোপচারের পর ছয় মাস পর্যন্ত নিজেকে তৈরি করতে হয়। সেলাই শুকাতে সময় দিতে হয়। নারীদের প্রসব পরবর্তী কিছু বিষণ্নতা দেখা দেয়; যদিও দেশে এটাকে গণনা ধরা হয় না।

লাইজু ইয়াসমিন বলেন, রাজিয়া কখনো এ বিষয়ে কাউন্সেলিং নিয়েছিলেন কি না, তা তাঁর জানা নেই। কারণ, রাজিয়া জাতীয় দল থেকে চলে যাওয়ার পর তিনি কাজে যোগ দিয়েছেন। এখন জাতীয় দলে মেয়েদের এই কাউন্সেলিং করানো হচ্ছে কি না, জানতে চাইলে লাইজু ইয়াসমিন বলেন, 'অফিশিয়ালি কোনো কথা হয় না। অনেক মেয়ের গর্ভাবস্থায় কি করতে হবে, সেটা জানার বয়সও হয়নি। তবে কথা প্রসঙ্গে মেয়েদের স্বাস্থ্যসচেতনতা বিষয়ে জানানো হয়।'

জাতীয় দলের সাবেক নারী ফুটবলার তৃষ্ণা চাকমা জানান, তাঁর এখন ৮ বছর বয়সী সন্তান আছে। মা হওয়ার সময় তাঁর বয়স ছিল ২৯ বছর। ২০০৪ থেকে ২০১৪ সাল পর্যন্ত জাতীয় দলে থাকার সময় পর্যন্ত তিনি বিয়ে করেননি। জাতীয় দল ছাড়ার পরের বছর বিয়ে করেন। বিয়ে ও সন্তান জন্মদানের পর জাতীয় দলে তাঁর আর ফেরা হয়নি। তিনি এমন কোনো নারী ফুটবলারকে দেখেননি, যিনি সন্তান হওয়ার পর জাতীয় দলে ফিরেছেন।

তৃষ্ণা বলেন, পুরুষ ফুটবল লিগ নিয়মিত হয়। নারী লিগ নিয়মিত হয় না। পুরুষেরা ক্লাবগুলোয় পুরো মৌসুমের জন্য চুক্তিবদ্ধ হন। এ কারণে তাঁদের সুযোগ-সুবিধাও বেশি। নারীদের লিগ যখন হয়, তখন খেলার জন্য ডাকা হয়। চুক্তি অনুযায়ী টাকা পান নারী ফুটবলাররা। তাঁদের জন্য কোনো মাতৃত্বকালীন ছুটি বা ভাতা দেওয়ার ব্যবস্থা নেই। যখন খেলা হয়, তখন টাকা দেওয়া হয়।

করোনা মহামারির আগে বিশ্ব ফুটবল অঙ্গনে অন্তঃসত্ত্বা নারী খেলোয়াড়েরা বৈষম্যের শিকার হতেন। এখন গর্ভকালীন অধিকার নিয়ে ফিফার নির্দেশনা রয়েছে। নির্দেশনা অনুসারে, গর্ভধারণের কারণে খেলোয়াড়ের চুক্তি বাতিল করা যাবে না। খেলোয়াড়ের চুক্তি বাতিল করা হলে ক্লাবগুলোকে ক্ষতিপূরণ গুনতে হবে। এমনকি ক্লাবগুলো নিষেধাজ্ঞার কবলে পড়তে পারে।

এ বিষয়ে তৃষ্ণার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে তিনি বলেন, ফিফার তো কত নিয়মই আছে। কতটুকু আর এখানে মেনে চলা হয়।

রাজিয়ার ভাই ফজলুর রহমান জানান, ২০১৯ সালে জাতীয় দল ছাড়ার পর কয়েকটি ক্লাবে খেলেন রাজিয়া। গর্ভধারণের তিন মাসের সময় তিনি সাতক্ষীরার একটি ক্লাবে খেলেছিলেন। ঢাকার একটি ক্লাব থেকে ডাক পেয়েছিলেন। কিন্তু গর্ভধারণের কথা জানার পর তিনি আর যোগ দেননি।

ফজলুর রহমান বলেন, সন্তান জন্ম দেওয়ার পর দ্রুত খেলায় ফিরতে চেয়েছিলেন তাঁর বোন। ফজলুরের আক্ষেপ, তাঁর বোন জাতীয় দলে খেলেছিলেন। দেশের জন্য তাঁর বোনের অবদান আছে। তাঁরা হতদরিদ্র পরিবার। থাকার মতো ভালো ঘর নেই। কিন্তু সরকার কখনো রাজিয়ার খোঁজ করেননি।

মেয়ের কথা বলতে গিয়ে ধরা গলায় রাজিয়ার মা আবিরন বিবি প্রথম আলোকে বললেন, 'একটা কুথা শোনো, দুনিয়া কেমন জানো, কেউ কারও (কাউকে) দিখে না। সবাই সবাইরে দিখলে সবার ভালো হতো। কেউ পাঁচতলা দালান দেচ্ছে। গরিব মানুষ গরিবই আছে।'

আবিরন বিবি আরও বলেন, 'আমার বাইচ্চা (রাজিয়া) এত দিন খেলা করিছে, কোনো দিন কিছু পায়নি। দু-এক বছর বসি খাব—এমন কিছু সরকারের কাছে পাইনি। স্বামী নেই, ওই বাইচ্চা যা দিত, তা-ই খ্যাতাম। তিন মাস পরপর ১ হাজার ৫০০ টাকা বিধবা ভাতা পাই। তা দিয়ে কি চলে! শোনো বাবা, আর দুঃখের কথা বোলো না। আর শুনো না (শুনতে চেয়ো না)। মনের আগুন আর বের কোরো না।'

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৬৪৬-৩২৭-৭৯৬৪

## ফয়জুল্লাহ রিয়াদ

প্রতি রাতের ইবাদতের প্রতি সাহাবিদের উদ্বুদ্ধ করতেন। যেমন-হাদিস শরিফে হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'হে লোক সকল! সালামের ব্যাপক প্রচলন ঘটাও, লোকদের খানা খাওয়াও, রাতে মানুষ যখন ঘুমিয়ে থাকে তখন নামাজ আদায় কর, তাহলে জান্নাতে নিরাপদে প্রবেশ করবে'। (জামে তিরমিজি, হাদিস : ২৪৮৫)।
প্রতি রাতে ইবাদতে অভ্যস্ত হওয়া সত্ত্বেও রাসূলুল্লাহ (সা.) যখন এ রাতের বিশেষ ফজিলতের কথা বর্ণনা করেছেন, স্বভাবতই তখন এ রাতের আলাদা গুরুত্ব সাহাবিদের মধ্যে প্রচলিত ছিল। তবে এ রাতের ইবাদত যেহেতু একান্ত নির্জনে করা হতো, তাই তাদের আমল ও ইবাদতের কথা ব্যাপকভাবে হাদিস শরিফে বর্ণিত হয়নি। তবে একেবারেই যে বর্ণিত হয়নি, তাও কিন্তু না। রাসূলুল্লাহ (সা.) থেকেও এ রাতের বিশেষ আমল প্রমাণিত রয়েছে। যেমন-হজরত আয়েশা সিদ্দিকা (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন, 'কোনো এক রাতে আমি রাসূলুল্লাহ (সা.)কে (বিছানায় আমার পাশে) না পেয়ে বের হলাম এবং (খুঁজতে খুঁজতে) জান্নাতুল বাকিতে গিয়ে তাকে পেলাম। তিনি বললেন, তোমার কি এ আশঙ্কা হয়েছে যে, আল্লাহ ও তার রাসূল তোমার হক বিনষ্ট করবেন? আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমার ধারণা হয়েছে যে, আপনি হয়তো অন্য কোনো স্ত্রীর কাছে গমন করেছেন। মহানবি (সা.) তখন বললেন, অর্ধ শাবানের রাতে আল্লাহতায়ালা দুনিয়ার আসমানে আসেন এবং কালব গোত্রের বকরির পশমের চেয়ে বেশি গোনাহ মাফ করে দেন'। (জামে তিরমিজি, হাদিস : ৭৩৯)। এমনভাবে এ রাতের আরও অন্য আমল ও ফজিলতের কথা বিভিন্ন হাদিসে বর্ণিত হয়েছে। এজন্য প্রতি মুমিনের উচিত, এ রাতে একান্ত গোপনে আল্লাহর দরবারে হাজিরা দেওয়া। বিভিন্ন ইবাদতের মাধ্যমে আল্লাহতায়ালার দয়া, ক্ষমা ও অনুগ্রহ অন্বেষণ করা এবং এ রাতে ইবাদত বন্দেগি নিয়ে বাড়াবাড়ি না করা। আমাদের দেশে শবেবরাত এলে ঘরে ঘরে হালুয়া-রুটি বানান এবং তা প্রতিবেশী ও ফকির-মিসকিনদের মাঝে বিতরণ প্রথাটা সুদীর্ঘ অতীত থেকে চলে এসেছে। এ হালুয়া-রুটি আমাদের ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও সাহিত্যের অংশে পরণিত হয়েছে। হালুয়া-রুটি উপাদেয় খাবার কোনো সন্দেহ নেই। হালুয়া-রুটি নিজেরা খাওয়া, গরিব-মিসকিনদের মাঝে বিতরণ করা সওয়াবের কাজ তাতেও কোনো বাধা নেই। কিন্তু কোনো বিশেষ খাবার নির্দিষ্ট দিনে খেতে হবে এবং বিতরণ করতে হবে ইসলামি শরিয়তে এমন কোনো বাধ্যবাধকতা নেই এবং এ ধরনের বিশ্বাস বিদআতের শামিল বলেই মুহাক্কিক আলিমদের অভিমত। শবেবরাতকে কেন্দ্র করে আমাদের সমাজে সব থেকে খারাপ যে কাজ হয় তার মধ্যে অন্যতম হলো পটকা ফুটানো ও আতশবাজি। এগুলো নিষিদ্ধ ও হারাম।

## মাহবুব আজীজ

এটিও দলটি ভালোই জানে। তারপরও জাতীয় নির্বাচনের আগে তারা কেন স্থানীয় নির্বাচন চাইছে? পরাজিত আওয়ামী লীগের বিশাল কর্মী বাহিনীকে নিজেদের বলয়ে নিয়ে আসার সুপ্ত চিন্তা তাদের মধ্যে যে কাজ করছে না, তা সহজে উড়িয়ে দেওয়া যাবে না। ইসলামী ছাত্রশিবিরের নেতাকর্মী অনেকে পরিচয় লুকিয়ে ছাত্রলীগে মিশে ছিলেন। এবার কি তবে শিবির-জামায়াতের বলয়ে আশ্রয় নেবে আওয়ামী লীগাররা? জামায়াত এই সমীকরণ মেলানোর চেষ্টা করলে অবাক হবার কিছুই থাকবে না। একই সমীকরণ মেলাতে চাইতে পারে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনও। যে তুমুল উদ্যোগ ও আয়োজনে আওয়ামী লীগকে নিষিদ্ধ করবার দাবি জানায় জামায়াত ও বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন; তাতে এ প্রশ্ন নিশ্চিতভাবে জাগে–গণহত্যার দায়ে আওয়ামী লীগের মূল নেতৃবৃন্দ দোষী। তাদের আইনানুগ শাস্তি হতে হবে; কিন্তু রাজনৈতিক দল হিসেবে আওয়ামী লীগকে কেন নিষিদ্ধ করতে হবে? দেশের মুক্তিযুদ্ধের নেতৃত্ব দানকারী রাজনৈতিক দলটি তাদের অপরিণামদর্শী নেতৃত্বের অপশাসনের কারণে নিষিদ্ধ হয়ে যাবে?
নিজেদের রাজনৈতিক সম্প্রসারণের চিন্তা থেকেই কি এই নিষিদ্ধ চিন্তা?

৪.

দেশের গণতান্ত্রিক বিকাশ নিশ্চিত করবার জন্য সকল মত ও পথের সহাবস্থান একান্তভাবে জরুরি। আওয়ামী লীগ আমলে শেষ তিনটি ছলচাতুরীর নির্বাচনে যেভাবে বিরোধীদলীয় মতকে বাতিল করা হয়েছে, তাতে দেশ একনায়কতান্ত্রিক শাসনে অবরুদ্ধ হয়ে ওঠে। তারই চূড়ান্ত প্রতিক্রিয়া চব্বিশের গণঅভ্যুত্থান। এর ফলে বহুমতের গণতান্ত্রিক সমাজ তৈরির যে অসামান্য সুযোগ উপস্থিত হয়েছে, তাতে নানা ছলচাতুরীতে আওয়ামী লীগকে নিষিদ্ধ করে সে-ই শূন্যস্থানে নিজেদের স্থাপন করবার চেষ্টা গণতান্ত্রিক আচরণ হতে পারে না। নির্বাচনে আওয়ামী লীগকে অংশ নিতে দিন। জনগণই জানিয়ে দিক, তারা দলগতভাবে কতটা খারাপ কাজ করেছিল! জনতার রায়কে নিজের হাতে নেওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই। যে ভুল আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দ করে আজ দেশ থেকে বিতাড়িত, সেই একই ধরনের আত্মম্ভরী, কর্তৃত্ববাদী আচরণ মাঠে থাকা রাজনৈতিক দলগুলোর কাছে প্রত্যাশিত নয়। ডান-বাম-মধ্যপন্থি-উদার–সব রাজনৈতিক মত পাশাপাশি বিরাজ করুক বহুমতের বাংলাদেশে।
দলীয় আদর্শ, নেতাদের ত্যাগ ও পরিশ্রম একটি রাজনৈতিক দলকে জনগণের সামনে নিয়ে আসে। ছলচাতুরী কিংবা সংক্ষিপ্ত রাস্তায় উল্লম্ফনের চেষ্টা আত্মধ্বংসী প্রক্রিয়া; জনতার দরবারে তা কোনোভাবেই টেকে না। ঐকমত্য কমিশনের প্রথম বৈঠকে প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস জানিয়েছেন, সংস্কারসহ প্রাসঙ্গিক সব বিষয়ে তিনি রাজনৈতিক দলগুলোর মতামত ওয়েবসাইটে তুলে দেবেন। জনসাধারণ সরাসরি রাজনৈতিক দলগুলোর মতামত জানতে পারবেন।
মাননীয় প্রধান উপদেষ্টা, আপাতভাবে এটি শুভ পদক্ষেপ মনে হলেও এর ভেতরে শুভঙ্করের ফাঁকি চোখে পড়ে। ২৭টি রাজনৈতিক দল নিয়ে আপনার নেতৃত্বে বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। এর মধ্যে কয়টি দলের জনসম্পৃক্ততা রয়েছে? সব ক'টি দলই একই মনোভঙ্গি ও দায়িত্বশীলতার সঙ্গে জনমানুষের সঙ্গে কাজ করে অভ্যস্ত, নাকি সুযোগ বুঝে অনেকেই আসন পেতেছে?
রাজনীতির এই জটিল গোলকধাঁধায় জাতি যাতে বিভ্রান্ত না হয়, তার লাগাম তাই প্রধান উপদেষ্টার হাতেই রাখতে হবে। সুযোগ অনেকেই সন্ধান করবেন, দেশকে সহনশীল উদার গণতান্ত্রিক পথে এগিয়ে নেওয়ার চ্যালেঞ্জে নেতৃত্ব তাঁকেই দিতে হবে।
মাহবুব আজীজ: উপসম্পাদক, সমকাল ও সাহিত্যিক

## অধ্যাপক ড. আনোয়ারউল্লাহ্ চৌধুরী

আমরা যদি বিশ্লেষণ করি তাহলে দেখব, একুশে ফেব্রুয়ারির ঘটনা ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষকে তাদের ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করার বিরুদ্ধে এক স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিবাদ। ইতিহাস সাক্ষী, বৃহত্তর জনগোষ্ঠী যখন কোনো ইস্যুতে ঐক্যবদ্ধ হয়ে সংগ্রামে লিপ্ত হয়, তখন স্বেচ্ছাচারী সরকার সেই দাবি মেনে নিতে বাধ্য হয়। একুশে ফেব্রুয়ারির ঘটনাপ্রবাহের বিস্ময়কর প্রভাব কখনো শেষ হওয়ার নয়।
যখন জনগণের অধিকার ক্ষুণ্ন করার চেষ্টা করা হয়, তখনই কোনো না কোনো পর্যায়ে মানুষ প্রতিবাদী হয়ে ওঠে এবং অত্যাচারীর মসনদ ভেঙে গুঁড়িয়ে দেয়। '৬২-র শিক্ষা আন্দোলন, '৬৯-র গণ-অভ্যুত্থান এবং ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধের মূল প্রেরণা হিসাবে কাজ করেছে একুশে ফেব্রুয়ারির চেতনা। একুশে ফেব্রুয়ারি আমাদের শিক্ষা দিয়েছে, অন্যায়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ন্যায়সংগত এবং ঐক্যবদ্ধভাবে প্রতিবাদ জানাতে পারলে কোনো আন্দোলনই বৃথা যায় না।
পরবর্তীকালে স্বাধীন বাংলাদেশে ১৯৯০ সালে স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলন এবং সামরিক শাসক এইচএম এরশাদের পতনের পেছনেও একুশে ফেব্রুয়ারির চেতনা নিয়ামক শক্তি হিসাবে কাজ করেছে। আসলে একুশ আমাদের স্বাধীনভাবে আত্মমর্যাদা নিয়ে বাঁচতে শেখায়। সর্বশেষ গত জুলাই-আগস্টে ছাত্র-জনতার বৈষম্যবিরোধী আন্দোলন ফ্যাসিবাদী সরকারের পতনের মধ্য দিয়ে সমাপ্ত হয়েছে। এ আন্দোলনের পেছনেও একুশের চেতনা কাজ করেছে।
একুশের মূল চেতনা হচ্ছে অন্যায়ের কাজে মাথা নত না করা এবং রক্ত দিয়ে হলেও চূড়ান্ত বিজয় অর্জন করা। বাংলাদেশের মানুষ এ পর্যন্ত যতগুলো আন্দোলন করেছে, তার প্রতিটির পেছনেই কোনো না কোনোভাবে বৈষম্য এবং ন্যায্য অধিকার ফিরে পাওয়ার লক্ষ্য কাজ করেছে। একুশের চেতনাও ছিল ঠিক তাই। কাজেই বাংলাদেশের মানুষের অধিকার আদায়ে কোনো আন্দোলনকেই একুশের আন্দোলন থেকে বিচ্ছিন্নভাবে চিন্তা করা যায় না।
একুশে ফেব্রুয়ারির চেতনা শুধু বাংলা ভাষার অধিকার প্রতিষ্ঠার মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। এর চেতনা অত্যন্ত সুদূরপ্রসারী ও ব্যাপক। একুশ আমাদের শিখিয়েছে মাথা নত না করতে। একুশ আমাদের শিখিয়েছে কীভাবে সাধারণ মানুষের ন্যায়সংগত অধিকার আদায়ের জন্য সংগ্রাম করতে হয়। এ অঞ্চলে ভাষাভিত্তিক একটি আঞ্চলিক রাষ্ট্র গঠনের বীজ একুশের ভাষা আন্দোলনের মাধ্যমে রোপিত হয়। পাকিস্তান ছিল ধর্মভিত্তিক একটি রাষ্ট্র আর বাংলাদেশ হচ্ছে ভাষাভিত্তিক একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র। ভাষা আন্দোলনের তাৎপর্যকে কোনোভাবেই খাটো করে দেখার অবকাশ নেই। একুশে ফেব্রুয়ারির তাৎপর্য অনেক গভীর ও সুদূরপ্রসারী। সুনির্দিষ্টভাবে বলতে গেলে বলতে হয়, ভাষা আন্দোলন ছিল আমাদের জাতিসত্তার পরিচয়বাহী একটি ঘটনা। ভাষা আন্দোলনে মূলত শিক্ষার্থীরাই নেতৃত্বে দেয়। কিন্তু তাদের সেই আন্দোলনের প্রতি সাধারণ মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত সমর্থন ছিল।
ভাষা আন্দোলন ছিল অত্যন্ত যৌক্তিক ও ন্যায়সংগত দাবি। একটি স্বাধীন দেশের নাগরিক কেন তার নিজের মাতৃভাষায় কথা বলতে পারবেন না? কেন তাকে বিদেশি ভাষায় কথা বলতে এবং দাপ্তরিক কাজকর্ম সম্পাদন করতে হবে? মাতৃভাষা মানুষের জন্মগত অধিকার। কোনোভাবেই সেই অধিকার থেকে কাউকে বঞ্চিত করা যায় না। পাকিস্তান নামক রাষ্ট্র সৃষ্টিতে এ অঞ্চলের মানুষের সমর্থন ও পূর্ণাঙ্গ সহযোগিতা ছিল। ভাষা আন্দোলন জাতীয় জীবনে সুদূরপ্রসারী ভূমিকা রেখে চলেছে।
রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনে বাংলা মায়ের যেসব শ্রেষ্ঠ সন্তান জীবন দিয়েছেন, তাদের সেই আত্মত্যাগ কখনোই বৃথা যাবে না, যেতে পারে না। একুশের চেতনা আমাদের যুগ যুগ ধরে পথ দেখাবে, প্রেরণা জোগাবে। প্রতিটি দুর্যোগ-বিপাকে একুশের চেতনা জাতিকে পথ দেখিয়ে চলেছে।
সম্প্রতি ছাত্র-জনতার তীব্র আন্দোলনের মুখে বিশ্বের এক নিষ্ঠুর ও নিকৃষ্ট স্বৈরাচারী শাসক শেখ হাসিনার সাড়ে ১৫ বছরের শাসনের অবসান ঘটে। ছাত্র-জনতার দাবি মেনে না নিয়ে আন্দোলনকারীদের নির্বিচারে হত্যা করা হয়। ফ্যাসিবাদী শাসকের অনমনীয় মনোভাবের কারণে বৈষম্যবিরোধী আন্দোলন শেষ পর্যন্ত এক দফা অর্থাৎ সরকার পতনের আন্দোলনে পরিণত হয়। শিক্ষার্থীদের মধ্যে যারা আন্দোলনে সরাসরি যুক্ত হয়েছিল, তারাও একুশের চেতনায় উদ্বুদ্ধ ছিল। তারা শত অত্যাচার-নির্যাতনের মুখেও পিছু হটেনি। তারা একুশের চেতনায় অনুপ্রাণিত ছিল।
ভাষা আন্দোলনও ছিল বৈষম্যবিরোধী আন্দোলন। ভাষা আন্দোলন ছিল পাকিস্তানের দুই অঞ্চলের মধ্যে ভাষার ক্ষেত্রে সৃষ্ট বৈষম্যের বিরুদ্ধে সোচ্চার প্রতিবাদ। আর এবারের ছাত্র আন্দোলনও ছিল বৈষম্যবিরোধী আন্দোলন। এ বৈষম্য ছিল সরকারি চাকরির ক্ষেত্রে কোটা সুবিধার নামে সৃষ্ট বৈষম্যের বিরুদ্ধে।

## টেড স্নাইডার

এবং জেলেনস্কির মধ্যে একটি নিুপর্যায়ের বৈঠক ইতোমধ্যেই নির্ধারিত মিউনিখ নিরাপত্তা সম্মেলনে অনুষ্ঠিত হবে।
পুতিনের সঙ্গে ফোনালাপের পর ট্রাম্প কেবল 'আমাদের নিজ নিজ দলকে অবিলম্বে আলোচনা শুরু করার জন্য সম্মত' হওয়ার কথা বলেছিলেন, যা শুধু ট্রাম্প ও পুতিনের মধ্যে বলে মনে হয়। আলোচনায় অন্তত প্রাথমিকভাবে ইউক্রেনকে বাদ দেওয়ার আশঙ্কাটি ট্রাম্পের পরবর্তী বিবৃতির মাধ্যমে নিশ্চিত বলে মনে হয়েছে : তিনি এবং পুতিনের মধ্যে একটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে, যা 'খুব দূরবর্তী ভবিষ্যতে নয়'। ট্রাম্প বলেছেন, 'আমরা শেষ পর্যন্ত সাক্ষাৎ করব বলে আশা করি। আসলে, আমরা আশা করি যে তিনি এখানে আসবেন, এবং আমি সেখানে যাব, এবং আমরা সম্ভবত প্রথমবার সৌদি আরবে সাক্ষাৎ করব, আমরা সৌদি আরবে সাক্ষাৎ করব, দেখি কিছু করা যায় কিনা।' একজন সাংবাদিক প্রশ্ন করেছিলেন, জেলেনস্কি ছাড়া পুতিনের সঙ্গে বৈঠক হবে কিনা? ট্রাম্প উত্তর দিয়েছিলেন, 'সম্ভবত প্রথম বৈঠক করব, এবং তারপর দ্বিতীয় বৈঠক সম্পর্কে আমরা কী করতে পারি তা দেখব।'
যদিও ট্রাম্প বলেছেন, তিনি মস্কো যাবেন এবং পুতিন ওয়াশিংটনে আসবেন; একজন সাংবাদিকের প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেছিলেন, 'না, আমি ইউক্রেনে যাওয়ার প্রতিশ্রুতি দেইনি।'
ট্রাম্পের পুতিন ও জেলেনস্কির সঙ্গে ফোনালাপ এবং পরবর্তী বিবৃতিগুলো স্পষ্ট করে দেয় যে রাশিয়াকে বিচ্ছিন্ন করে রাখার দিন শেষ হয়েছে। আরও ইঙ্গিত মেলে, যুদ্ধ শেষ করার শর্তের প্রথম রাউন্ডের আলোচনাগুলো ইউক্রেনকে বাদ দিয়ে যুক্তরাষ্ট্র ও রাশিয়ার মধ্যে অনুষ্ঠিত হতে পারে। হেগসেথ ইঙ্গিত দিয়েছেন, সেই শর্তগুলো ইউক্রেনের জন্য ন্যাটোর সদস্যপদ না থাকার রাশিয়ার মূল দাবিকে সমর্থন করতে পারে।
ধহঃরধিৎ.পড়স থেকে অনূদিত
টেড স্নাইডার : মার্কিন পররাষ্ট্রনীতি ও ইতিহাস বিশ্লেষক

## ড. মোহাম্মদ আবদুল মজিদ

নবমূল্যায়ন ঘটবে যুগে যুগে কালে কালে বিভিন্ন ঘটনা পরিক্রমায়; এটিই স্বাভাবিক নিয়ম। কিন্তু কখনো যদি এ গতিধারা ব্যাহত হয়, অর্থাৎ পুরনো মূল্যবোধের সংস্কার না হয় বা যুগের প্রয়োজনে নতুন মূল্যবোধের জন্ম না হয়, তাহলে সমূহ বিপদের আশঙ্কা দেখা দেয়।
সামাজিক কাঠামো বা শ্রেণিভেদ অনড় থাকলে বা পরিবেশ তাড়িত অশুভ আবহাওয়ার কুলক্ষণে কুলগ্নে পড়লে পুরনো মূল্যবোধের অবক্ষয় শুরু হয়। নতুন মূল্যবোধ জন্ম হওয়া তো দূরের কথা, পুরনো মূল্যবোধ জিইয়ে রাখার পরিবর্তে তার অবক্ষয় শুরু হলে তার চেয়ে শোচনীয় পরিণতি আর হতে পারে না। বলা বাহুল্য, একুশ শতকের শুরু কিংবা তার আগে থেকে যেন দেশে-বিদেশে সমাজ-অর্থনীতি ও রাষ্ট্রনীতিতে প্রতিষ্ঠিত নানান মূল্যবোধের বহুমুখী ও ব্যাপক ভাঙাগড়া পরিলক্ষিত হচ্ছে।
মূল্যবোধ যদি কখনো অকল্যাণকর হয় তা হচ্ছে ওই সময়েই যখন পুরনো মূল্যবোধের সংস্কার করা বাদ রাখা বা প্রকারান্তরে তার অবক্ষয় হতে দেয়া। স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশে মাঝে মধ্যে আমরা তেমনি এক সঙ্কটের সম্মুখীন হয়েছি। দুঃখের কথা, যে মহান মূল্যবোধ আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ করেছিল; স্বাধীনতা লাভের পরে আমরা তা হারাতে বসেছিলাম। স্বাধীনতা আদায়ে আমাদের যে স্বতঃস্ফূর্ত সাড়া তা ঐতিহাসিক হলেও স্বাধীনতা রক্ষায় বা স্বাধীনতার স্বপ্ন বাস্তবায়নে আমাদের অপারগতা অক্ষমতা মাঝে মধ্যে পরম দুঃখের বিষয় হিসেবে দেখা দিয়েছে। আমাদের সেই সব মূল্যবোধের অবক্ষয় শুরু হয়েছে যা একদিন আমাদের উজ্জীবিত করেছিল এক মহান আদর্শে। আমরা মূল্যবোধের জন্ম দেইনি বা নবমূল্যায়ন করিনি- **(বাকী অংশ ৯ পাতায়)**

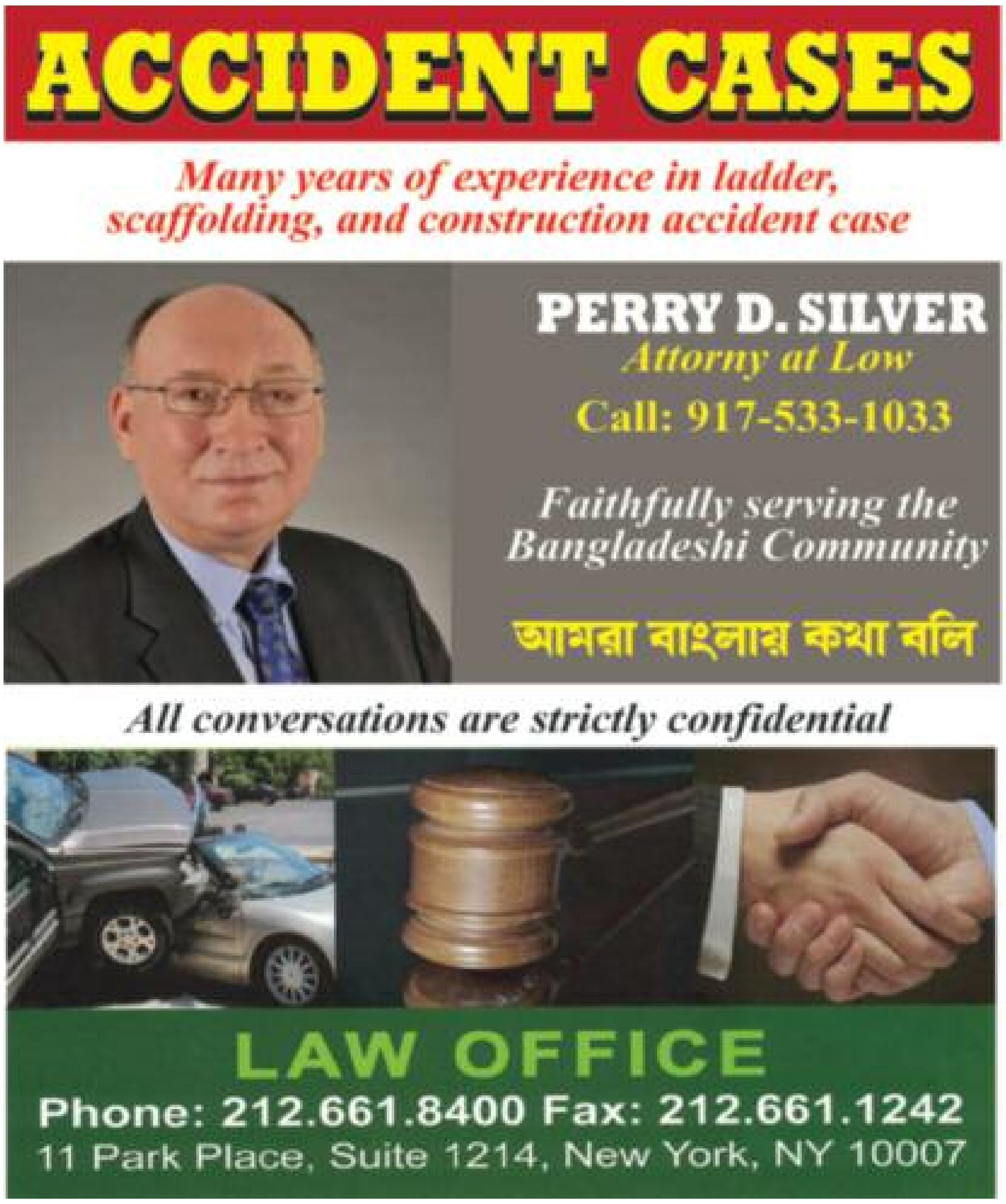


www.jonmobhumi.com

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৬৪৬-৩২৭-৭৯৬৪

# ছয় বছর পর পুরোনো গন্তব্যে ফিরলেন প্রিয়াঙ্কা

**মুম্বাই ডেস্কঃ** গত বছরের শেষ দিকেই জানা গেছে, ‘বাহুবলী’ খ্যাত দক্ষিণ ভারতীয় নির্মাতা এসএস রাজামৌলির নতুন সিনেমায় অভিনয় করতে যাচ্ছেন বলিউড অভিনেত্রী প্রিয়াঙ্কা চোপড়া। সিনেমার সবচেয়ে বড় আকর্ষণ ছিল, প্রিয়াঙ্কা জুটি বাঁধছেন দক্ষিণের সুপারস্টার মহেশ বাবুর সঙ্গে।

এ সিনেমা দিয়ে দীর্ঘ ছয় বছর পর নিজ ইন্ডাস্ট্রিতে কাজ করছেন প্রিয়াঙ্কা। কারণ, গত কয়েক বছর তিনি স্বামী নিক জোনাসের সঙ্গে আমেরিকায় স্থায়ীভাবে বসবাস করছেন। কাজও করছেন হলিউডে। নাম-ঠিক না হওয়া এ সিনেমার শুটিং হবে ভারতের পাশাপাশি আমেরিকা এবং আফ্রিকার জঙ্গলে। ২০২৭ সালে বড় পর্দায় মুক্তি পাবে। মহেশ বাবু এতে একজন অনুসন্ধানকারী চরিত্রে অভিনয় করবেন। তার চরিত্রে দেখা যাবে লর্ড হনুমানের বৈশিষ্ট্য।

প্রিয়াঙ্কার চরিত্রটিতেও দেখা যাবে কোনো এক দেবীর ছায়া। রোমাঞ্চকর অ্যাডভেঞ্চারভিত্তিক এ সিনেমার অবশ্য আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দেননি নির্মাতা। সব খবরই ভারতীয় গণমাধ্যম জানিয়েছে অনুমানের ওপর ভিত্তি করে। তবে মহেশ বাবু ও প্রিয়াঙ্কার ভক্তরা নিজেদের প্রিয় তারকার রসায়ণ দেখার জন্য উন্মুখ।

এবার এলো সেই সিনেমার শুটিং শুরুর খবর। গত ৭ ফেব্রুয়ারি প্রিয়াঙ্কার ভাই সিদ্ধার্থ চোপড়ার বিয়ে হয়েছে। ভাইয়ের বিয়েতে অংশ নিতেই আমেরিকা থেকে স্বামী-সন্তান নিয়ে মুম্বাইতে এসেছেন প্রিয়াঙ্কা। বিয়ের আনুষ্ঠানিকতা শেষ। দিনদুয়েক আগে মুম্বাই থেকে উড়াল দিয়েছেন হায়দরাবাদে।

জানা গেছে, এখানেই মহেশ বাবুর সঙ্গে নতুন সিনেমার শুটিং শুরুর প্রস্তুতি নিচ্ছেন তিনি। সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করেছেন কিছু ছবি। একটি ছবি পোস্ট করে তিনি লেখেন, শ্রী বালাজির আশীর্বাদে একটি নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয়।’ অভিনেত্রীর পোস্ট করা এসব ছবি দেখে বোঝাই যাচ্ছে, এবার কাজে ফিরতে চলেছেন। যদিও নতুন সিনেমার কোনো আপডেট দিতে দেখা যায়নি তাকে।

# শাহরুখের বাড়ির পার্টিতে কী হয়, রহস্য ফাঁস করলেন ডিজে

**মুম্বাই ডেস্কঃ** বলিউড বাদশাহ শাহরুখ খান শুধু অভিনয় জগতেই নয়, আরও বেশকিছু ক্ষেত্রে নিজের দক্ষতার স্বাক্ষর রেখেছেন। বিশেষ করে বলিউড তারকাদের এক ছাদের তলায় এনে জাকজমক আয়োজন করতে তিনি সিদ্ধহস্ত। বলিউডের তারকাদের নিয়ে পার্টি করতে নাকি খুবই পছন্দ করেন তিনি। কেমন হয় শাহরুখের বাড়ির পার্টি? প্রকাশ্যে আনলেন ডিজে আকিল।

শাহরুখের বাড়ির জমায়েতে একাধিকবার গান বাজানোর দায়িত্বে ছিলেন তিনি। মান্নত-এর অন্দরে পার্টি হলে, কেমন থাকে চিত্রটা সে সম্পর্কে এক সাক্ষাৎকারে মুখ খুলেছেন আকিল।

আকিল বলেন, বহুবার শাহরুখ খানের বাড়িতে আমি গান বাজিয়েছি। এই পার্টিগুলোতে শাহরুখ,

সালমান ও হৃতিক যে যার নিজের পছন্দের লোকজনদের সঙ্গে ঘরের বিভিন্ন কোণে বসে থাকেন। কোনো একজনের সিনেমার গান বাজালে অন্যদের আবার খারাপ লাগে। তাই নিশ্চিত করি, যাতে সবার গানই বাজাতে পারি। তাতে সকলেই খুশি হন।

নির্দিষ্ট কোনো একজনের সিনেমার গান বাজালেই, অন্যরা এসে আকিলকে বলতেন, ‘আরে, তুমি ওর সিনেমার গান বাজিয়ে শোনাচ্ছো? তারপরে তাদের ছবির গান বাজানো হলে খুশি হতেন।

আকিল আরও বলেন, আমি তাদের দেখেই বুঝতে পারতাম, একজনের সিনেমার গান বাজালে অন্যদের খারাপ লাগে। ক্রমশ তারা একে একে ফ্লোরে এসে একসঙ্গে নাচতেন। কিন্তু পার্টির শুরুতে সবাই যে যার মতো ঘরের কোণে দাঁড়িয়ে থাকতেন।

শাহরুখের পার্টির খাওয়াদাওয়া কেমন? প্রশ্ন করতেই আকিল বলেন, খাবার খুব ভালো। লোকজনও খুব ভাল। অতিথি আপ্যায়নেও কোনো ফাঁক রাখেন না শাহরুখ। সবকিছুই দারুণ। নিমন্ত্রণ পাওয়া প্রত্যেকে উপস্থিত থাকেন। লোকজন শাহরুখের পার্টিতে আসার জন্য মুখিয়ে থাকেন। কেউ কেউ তো বিদেশ থেকেও আসেন। আগে তার বাড়িতে দুই/তিন মাসে একবার তো পার্টি হতই। এক রাতে গান বাজিয়ে আমি ৩০ থেকে ৪০ হাজার রুপি পারিশ্রমিক পেতাম।

# ‘তোমাকে পেয়ে আমরা ধন্য’

**মুম্বাই ডেস্কঃ** সম্প্রতি মা হয়েছেন বলিউডের মেধাবী অভিনেত্রী রাধিকা আপ্তে। তবে বাকি নারী কিংবা অভিনেত্রীদের মতো মা হওয়া নিয়ে অতিরিক্ত আবেগ নেই তার। বরং জীবনটাকে জীবনের মতো করেই দেখতে চান এ অভিনেত্রী।

সোমবার গভীর রাতে রাধিকা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে একটি ছবি শেয়ার করে নিজের স্বামী বেনেডিক্ট টেইলরকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। তবে সেই ছবির অর্থ ছিল বিশাল।

ছবিতে দেখা যায়, হাতের মুঠ পাকিয়ে রেখেছে তার মেয়ে। আর সেই মুঠোতেই নিজের মুঠো নিয়ে গিয়ে ঠেকিয়ে রেখেছেন ব্রিটিশ সংগীতশিল্পী বেনেডিক্ট টেলর।

বাবা-মেয়ের এই মিষ্টি ছবির সঙ্গে রাধিকা লিখেছেন, বড় হাতের মানুষটিকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা। আমরা তোমাকে খুব ভালবাসি এবং আমাদের খুবই সৌভাগ্য যে তোমাকে পেয়েছি।

ক্যাপশন দেখেই বোঝা যাচ্ছে, নিজের সঙ্গেই জুড়ে নিয়েছেন মেয়ের বক্তব্য। হ্যাশট্যাগে রাধিকা লিখেছেন ‘ফেবারিট পারসন’ (প্রিয় মানুষ) শব্দবন্ধও।

অভিনেত্রীর পোস্টে তার অনুরাগীরাও শুভেচ্ছা জানিয়েছেন বেনেডিক্টকে।

২০১১ সালে ব্রিটিশ সংগীতশিল্পী এবং সুরকার বেনেডিক্ট টেলরের সঙ্গে লন্ডনে একত্রবাস শুরু করেন রাধিকা। পরে জানা যায়, ২০১২-১৩ সালের দিকে তার আইনি বিয়ে সম্পন্ন করেন। এর প্রায় ১২ বছর পর, ২০২৪ সালে মা হয়েছেন রাধিকা। যদিও তার আভাস সামাজিক মাধ্যমে একেবারেই রাখেননি তিনি। গত অক্টোবরে আচমকা লন্ডনের এক চলচ্চিত্র উৎসবের লাল গালিচায় ধরা দেন তিনি, সেখানেই প্রথমবারের মত তার বেবি বাম্প দেখে স্পষ্ট হয়, মা হতে যাচ্ছিলেন তিনি। তার কিছুদিনের মধ্যেই কন্যা সন্তানের জন্ম দেন রাধিকা, নিজেই ইনস্টাগ্রামে সে খবর অনুরাগীদের জানান।

# সবাইকে বিয়ের দাওয়াত দিলেন মেহজাবীন

ঢাকা ডেস্ক, শোবিজ ইন্ডাস্ট্রির সম্প্রতি আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছেন অভিনেত্রী মেহজাবীন চৌধুরী। গত দু-এক দিনে সব ভক্ত-শুভাকাঙ্ক্ষী ও নেটিজেনরা জেনে গেছেন—কয়েকদিন পরই বিয়ের পিঁড়িতে বসতে যাচ্ছেন এ অভিনেত্রী।

মেহজাবীনের বিয়ের খবর প্রকাশ্যে আসতেই যেমন নানা আলোচনা ও চর্চা শুরু হয়েছে, একইসঙ্গে ইন্ডাস্ট্রির অনেক সহকর্মীই বিয়ের দাওয়াত পাওয়ার জন্য করছেন অপেক্ষা। সহকর্মীদের নেমন্তন্নের অপেক্ষা থাকলেও শুভ কাজ সম্পন্ন হওয়ার অপেক্ষায় রয়েছেন অভিনেত্রীর শুভাকাঙ্ক্ষীরা। তবে কাউকে নিরাশ করেননি এ তারকা অভিনেত্রী।

আলোচিত এ অভিনেত্রী সবাইকে বিয়ের দাওয়াত করেছেন। যদিও তা নিজের বিয়ের নয়! তাহলে এখন প্রশ্ন হচ্ছে—কার বিয়েতে দাওয়াত করেছেন তিনি? হ্যাঁ, ‘অর্পা’র বিয়েতে সবাইকে দাওয়াত জানিয়েছেন এ তারকা।

প্রথমে কিছুটা অবাক লাগলেও এটাই সত্য। তবে কে এই অর্পা? মূলত অর্পাই মেহজাবীন, আবার মেহজাবীনই অর্পা। একটি ওটিটি প্ল্যাটফর্মে ‘নীল সুখ’ নামের একটি সিনেমা চলছে। এ সিনেমায় অর্পা চরিত্রে দেখা যাবে তাকে। সিনেমাটিতে তার বরের নাম মারুফ। মঙ্গলবার (১৮ ফেব্রুয়ারি) রাজধানী ঢাকার মহাখালী এসকেএস টাওয়ারের স্টার সিনেপ্লেক্সে ‘নীল সুখ’র উদ্বোধনী প্রদর্শনী শুরু হওয়ার সময় ফেসবুক ভেরিফায়েড পেজে সিনেমাটি সবাইকে দেখার দাওয়াত করেন মেহজাবীন।

এদিন সন্ধ্যা সোয়া ৬টায় ফেসবুকে এ অভিনেত্রী এক স্ট্যাটাসে লেখেন, অর্পা আর মারুফের বিয়েতে দাওয়াত সবাইকে। ঘববষ ঝঁশয - নীল সুখ চলছে বিঞ্জ-এ।

ভিকি জাহেদের পরিচালনায় সিনেমাটিতে মেহ-জাবীনের সঙ্গে জুটি বেঁধেছেন ফররুখ আহমেদ রেহান। কিছুদিন আগে ‘প্রিয় মালতী’ সিনেমায় দেখা গেছে মেহজাবীনকে।

এদিকে গত কয়েকদিন ধরে নির্মাতা আদনান আল রাজীবের সঙ্গে মেহজাবীনের বিয়ের খবর ছড়িয়ে বেড়াচ্ছে। যদিও দীর্ঘদিন ধরেই দু’জ-নার মধ্যে প্রেমের গুঞ্জন ছিল। আগামী ২৩ ফেব্রুয়ারি তাদের গায়েহলুদ অনুষ্ঠান এবং পরদিন বিয়ে। বিষয়টি মেহজাবীন ও রাজীবের ঘনিষ্ঠজন নিশ্চিত করেছেন সংবাদমাধ্যমকে। সোমবার (১৭ ফেব্রুয়ারি) সংবাদমাধ্যমকে বিয়ের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন মেহজাবীন। তবে ঠিক কবে বা কোথায় বিয়ে, কখন কোন অনুষ্ঠান—এ ব্যাপারে কিছুই জানাতে চাননি তিনি।

# অক্ষয়ের ছবির ব্যবসার আয় মিথ্যা, সমালোচনার পালটা জবাব দিলেন পরিচালক

**মুম্বাই ডেস্কঃ** মাসখানেক আগে মুক্তি পেয়েছিল বলিউড অভিনেতা অক্ষয় কুমার অভিনীত ‘স্কাই ফোর্স’ সিনেমাটি। যে সিনেমার বক্স অফিস কালেকশন নিয়ে উঠেছিল নানা অভিযোগ। একজন খ্যাতনামা বাণিজ্যিক

বিশেষজ্ঞের দাবি অনুসারে, ছবির ব্যবসা নিয়ে ভুল তথ্য প্রদান করা হয়েছিল। ভারতে আশি কোটি টাকার ওপর আয় এবং প্রথম সপ্তাহেই ১০০ কোটি টাকা উপার্জন করেছে।

তিনি দাবি করেন, আয় বেশি দেখাতে প্রযোজনা সংস্থা নিজেরাই বেশি করে টিকিট কেটে রেখেছিল বলে অভিযোগ। ‘স্কাই ফোর্স’-এর বক্স অফিস কালেকশনের এসব বিতর্কে নিয়ে মুখ খুলেছেন সিনেমাটির পরিচালক সন্দীপ কেউলানি। সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে সন্দীপ বলেন, ‘কোনো রকম মিথ্যা তথ্য প্রকাশ করা হয়নি। এটা একেবারেই দর্শকের ভালোবাসার ফল। এখনো পর্যন্ত সিনেমার ফিডব্যাক বেশ ভালো। সকলেই প্রশংসা করছেন।’এখানেই থামেননি সন্দীপ। গতেবাঁধা বক্সঅফিস কালেকশন প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ‘মুন্নাভাই এমবিবিএস যদি কারও প্রিয় সিনেমা হয়, তিনি নিশ্চয়ই বক্স অফিস কালেকশনের কথা ভাববেন না।’ তাই পরিচালক মনে করেন, এই বক্স অফিস কালেকশনের বিষয়টা আজীবন থাকবে না। তাই এই আলোচনা করাটাকেও তিনি অর্থহীন বলেই মনে করেন।একইসঙ্গে, সিনেমার ব্যবসার সঙ্গে কোনো সিনেমা ভালো না খারাপ, তার তুলনা হয় না বলেই মনে করেন পরিচালক। কোনো সিনেমা ৩০০ কোটি টাকা ব্যবসা করলেও, ভালো মানের সিনেমা না-ই হতে পারে। তবে ‘স্কাই ফোর্স’ নিয়ে তিনি আশাবাদী। এই ধরনের সিনেমা দর্শকের ভালোলাগার অনেক কারণ আছে বলেই তার মত।

# ব্রিটিশ একাডেমি অব ফিল্ম অ্যাওয়ার্ডস বর্ষ সেরা অভিনেত্রীর মুকুট জিতলেন মাইকি ম্যাডিসন

**মুম্বাই ডেস্কঃ** ব্রিটিশ একাডেমি অব ফিল্ম অ্যাওয়ার্ডসের (বাফটা) ৭৮তম আসরে সেরা অভিনেত্রীর মুকুট জিতে নিয়েছেন মাইকি ম্যাডিসন। তার প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন ডেমি মুর। ‘আনোরা’ সিনেমায় নিউইয়র্কের একটি ক্লাবের স্ট্রিপার চরিত্রে অভিনয় করেন মাইকি। এ চরিত্রের জন্যই সেরা অভিনেত্রী হিসাবে নির্বাচিত হন তিনি।১৬ ফেব্রুয়ারি লন্ডনের সাউথব্যাংক সেন্টারের রয়েল ফেস্টিভ্যাল মিলনায়তনে জাঁকজমকপূর্ণ আয়োজনে বিজয়ীদের হাতে এবারের আসরের পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়। ২০২৪ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত বিভিন্ন দেশের সিনেমার মধ্য থেকে সেরা কাজগুলোকে স্বীকৃতি দিয়েছে এবার। আসরের অন্যসব বিজয়ী হলেন, সেরা সিনেমা ‘কনক্লেভ’, সেরা অভিনেতা অ্যাড্রিয়েন ব্রডি (দ্য ব্রুটালিস্ট), সেরা পার্শ্ব অভিনেতা কিয়ের্যান কালকিন (অ্যা রিয়েল পেইন), সেরা পার্শ্ব অভিনেত্রী জোয়ি সালদানিয়া (এমিলিয়া পেরেজ), সেরা পরিচালক ব্র্যাডি কোর্বে (দ্য ব্রুটালিস্ট), সেরা অ-ইংরেজি ভাষার সিনেমা ‘এমিলিয়া পেরেজ’, সেরা অ্যানিমেটেড সিনেমা ‘ওয়ালেস অ্যান্ড গ্রমিট: ভেনজেন্স মোস্ট ফাউল’, অসাধারণ ব্রিটিশ সিনেমা ‘কনক্লেভ’, সেরা প্রামাণ্যচিত্র ‘সুপার/ম্যান : দ্য ক্রিস্টোফার রিভ স্টোরি’, সেরা শিশুতোষ ও পারিবারিক সিনেমা ‘ওয়ালেস অ্যান্ড গ্রমিট : ভেনজেন্স মোস্ট ফাউল’, সেরা ব্রিটিশ স্বল্পদৈর্ঘ্য সিনেমা ‘রক পেপার সিজারস’, সেরা ব্রিটিশ অ্যানিমেটেড স্বল্পদৈর্ঘ্য সিনেমা ‘ওয়ান্ডার টু ওয়ান্ডার’।

www.jonmobhumi.com

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৬৪৬-৩২৭-৭৯৬৪

# মিলানকে থামিয়ে ফেইনুর্ডের ডাচ রূপকথা

ঢাকা ডেস্ক,মিলানের সান সিরো স্টেডিয়াম উপচে পড়ছিল দর্শক। এসি মিলানের প্রত্যাবর্তন দেখার স্বপ্ন ছিল সমর্থকদের চোখে। সেই স্বপ্নের বদলে ডাচ রূপকথার সাক্ষী হয়েছেন তারা। গতকাল টিকে থাকার লড়াইয়ে চেষ্টা করেও পারেনি মিলান। চ্যাম্পিয়ন্স লিগের সাতবারের চ্যাম্পিয়নরা থেমেছে অখ্যাত ফেইনুর্ডের সামনে।

অথচ প্রথম লেগে ফেইনুর্ডের কাছে ১-০ গোলে হারকে ফ্লুক ভেবে বসেছিলেন অনেকে। সেটি বাস্তব করার জোগাড় ছিল। ফেইনুর্ড তাদের সেরা তারকা হারালো। প্লে-অফ শুরুর ৪৮ ঘণ্টা আগে কোচ ব্রায়ান প্রিস্কিকেও বাদ দেওয়া হলো। অন্তবর্তীকালীন হিসেবে আসলেন অনূর্ধ্ব-২১ দলের কোচ প্যাসকাল বশচার্ট। সান সিরোতে খেলার মিনিটখানেকের মাথায় পিছিয়েও পড়ল। তবুও ফেইনুর্ড থামেনি। দলটি শেষ পর্যন্ত ১-১ গোলে সমতায় শেষ করেছে।

ম্যাচটির পুরোটা জুড়ে ছিল নাটকীয়তা। মিলানের ঘরের মাঠের ম্যাচটি কমপক্ষে ২-০ গোলে জিততে হতো। সেই পথও তৈরি হয়ে গিয়েছিল। ম্যাচের প্রথম মিনিটে গোল পায় মিলান। সান্তিয়াগো গিমিনেজ স্বপ্ন দেখান দারুণ এক গোল। তখন কে ভাবছে যে মিলানের ইতিহাসের সামনে পাহাড় হয়ে দাড়াবে ফেইনুর্ড। হয়েছে সেটিই।

ম্যাচের ৫১ মিনিটে দশজনের দলে পরিণত হয় মিলান। সেই সুযোগ পুরোটা কাজে লাগায় ফেইনুর্ড। একের পর এক আক্রমণে তটস্ত করে রাখে মিলানের ডিবক্স। ডাচ ক্লাবটি শেষ ষোলোর মিশনে গোলটি শোধ দেয় ৭৩ মিনিটে। বাকি সময়েও একের পর এক আক্রমণেও মিলান টলাতে পারেনি সফরকারীদের।

তাতেই স্তব্ধ হয়ে পড়ে সান সিরো। চ্যাম্পিয়ন্স লিগ ইতিহাসে এর আগে কখনও রাউন্ড অব সিক্সটিন খেলেনি ফেইনুর্ড। আর ১৯৯৫ সালের পর প্রথমবার নকআউটের ম্যাচে কোনো ডাচ ক্লাবের কাছে হেরে আসর থেকেই ছিটকে যায় মিলান। ইতালির জায়ান্টদের হতাশার রাত উপহার দিয়ে ফেইনুর্ড ১-২ ব্যবধানে গড়েছে ইতিহাস।

# শোয়েব আকতারের ভবিষ্যদ্বাণী

ঢাকা ডেস্ক, চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি নিয়ে পাকিস্তানের সাবেক ফাস্ট বোলার শোয়েব আখতারের ভবিষ্যদ্বাণী, ভারত ও পাকিস্তান ফাইনাল খেলবে। তার আগে গ্রুপে ভারত-পাকিস্তান ম্যাচে বাবর আজমদের জয় দেখছেন শোয়েব। ভারত ও পাকিস্তানের সঙ্গে একই গ্রুপে রয়েছে বাংলাদেশ ও নিউজিল্যান্ড।

এই গ্রুপ থেকে ভারত ও পাকিস্তান সেমিফাইনালে উঠবে, ধারণা শোয়েবের। 'রাওয়ালপিন্ডি এক্সপ্রেস' বলেন, 'আমার মনে হয়, ২৩ ফেব্রুয়ারি গ্রুপপর্বের ম্যাচে পাকিস্তান হারিয়ে দেবে ভারতকে। ভারত ও পাকিস্তানের ফাইনালে দেখা হওয়া উচিত। যদি ভারত ও নিউজিল্যান্ডকে পাকিস্তান হারিয়ে দেয়, তাহলে প্রতিযোগিতা অর্ধেক জেতা হয়ে যাবে সবুজ জার্সিধারীদের।'

চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি শুরু হবে ১৯ ফেব্রুয়ারি। আয়োজক পাকিস্তান হলেও ভারত তাদের সব ম্যাচ খেলবে দুবাইয়ে।

২০১৭ সালে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির ফাইনালে মুখোমুখি হয়েছিল ভারত-পাকিস্তান। সেবার ভারতকে হারিয়ে ওয়ানডে ট্রফি জিতেছিল পাকিস্তান। ২০২১ টি ২০ বিশ্বকাপেও ভারতকে হারিয়েছিল পাকিস্তান। তবে শেষ তিনবারের সাক্ষাতে জিতেছে ভারত। ২০২২ ও ২০২৪ টি ২০ বিশ্বকাপ এবং ২০২৩ ওয়ানডে বিশ্বকাপে জিতেছিল তারা।

# 'আমি কখনো না বলিনি, দল যা চেয়েছে তা করেছি'

ঢাকা ডেস্ক, মেহেদী হাসান মিরাজ। লোয়ার অর্ডারে বাংলাদেশের নির্ভরযোগ্য ব্যাটার। তবে যখন ওপরের দিকে সুযোগ পেয়েছেন, তখনও নিজের সেরাটা দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু জাতীয় দলে বহু বছর কাটানোর পরও তার ব্যাটিং পজিশন এখনো নিশ্চিত নয়।

সম্প্রতি ভারতীয় ক্রিকেট বিষয়ক প্ল্যাটফর্ম ক্রিকবাজের সঙ্গে আলাপে নিজের ব্যাটিং পজিশনের অনিশ্চয়তা নিয়ে কিছুটা হতাশা ঝরেছে মিরাজের কণ্ঠে। যদিও টিম ম্যানেজমেন্ট তার ব্যাটিং পজিশন ঠিক করে দেয় এবং বারবার পরিবর্তন না করে, তাহলে নিজের পারফরম্যান্সে আরও উন্নতি আনতে পারবেন বলে মন্তব্য করেছেন তিনি।

মিরাজ বলেন, 'বাংলাদেশ দলের জন্য কখনো আমি ৪ নম্বরে, কখনো ৫-৬-৭ নম্বরে, কখনো ৮ নম্বরেও ব্যাটিং করেছি। এইভাবে বারবার বদলানো বেশ কঠিন। কিন্তু, আমি মনে করি, যদি আমাকে একটি স্থায়ী জায়গায় খেলতে দেওয়া হয়, তাহলে আমি সেরা পারফরম্যান্স দিতে পারব।'

তিনি আরও বলেন, '৪ নম্বরে ব্যাট করা আমার জন্য সবচেয়ে সুবিধাজনক, কারণ সেখানে আমি ভালোভাবে খেলতে পারব। মুশফিক ভাই আমাকে সেখানে সাহায্য করেছেন।'

দীর্ঘসময় জাতীয় দলে কাটানোর পরও কেন ব্যাটিং পজিশন এখনো স্থায়ী হয়নি, এমন প্রশ্নের জবাবে মিরাজের অকপট জবাব, 'এটা ভাগ্যের কথা নয়, বরং ম্যানেজমেন্টের সিদ্ধান্ত। আমি কখনো না বলিনি, তাই দল যা চেয়েছে তা করেছি। তবে এখন মনে হচ্ছে, ম্যানেজমেন্টের সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত, আমাকে একটি নির্দিষ্ট পজিশনে স্থায়ীভাবে ব্যাট করার সুযোগ দেওয়া উচিত।'

এছাড়া বাংলাদেশের চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি মিশন নিয়ে মিরাজের সার্বিক মূল্যায়ন, 'আমরা আট বছর পর চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি খেলতে যাচ্ছি, এটা আমাদের জন্য বড় চ্যালেঞ্জ। আমি তখন আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে কেবল শুরু করেছিলাম (২০১৭ সালের চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে)। ওই সময় অনেক সিনিয়র খেলোয়াড় ছিল, কিন্তু এবার অনেক দায়িত্ব আমাদের কাঁধে।'

উল্লেখ্য, আগামী ২০ ফেব্রুয়ারি দুবাইয়ে ভারতের বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে শুরু হবে বাংলাদেশের চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি অভিযান। এরপর রাওয়ালপিন্ডিতে ২৪ ফেব্রুয়ারি নিউজিল্যান্ড ও ২৭ ফেব্রুয়ারি স্বাগতিক পাকিস্তানের বিপক্ষে মাঠে নামবেন শান্ত-মিরাজরা।

# সানিয়া মির্জার ছেলের কাছে চুমু আবদার

ঢাকা ডেস্ক, ভারতীয় টেনিস তারকা সানিয়া মির্জা সম্প্রতি তার বোন ও ছেলে ইজহানকে নিয়ে বান্ধবী ব্লগার ফারাহ খানের বাসায় গিয়েছিলেন। সেখানে ফারহা খান সানিয়ার ছেলের কাছে চুমু আবদার করেন। মজার সেই ঘটনা সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল।

সোমবার ফারাহ তার ইউটিউব চ্যানেলে সানিয়া মির্জা বনাম ফারাহ খান: কিসনে বানায়া বেস্ট চিকেন ৬৫? ব্লগে ফারাহ তার সহকারীকে চিকেন ৬৫ তৈরি করতে বলেন। তারপর ফারহা রান্নার কাজে সহযোগিতা করেন। পাশাপাশি সানিয়াকেও রান্না করতে দেখা যায়।

মধ্যাহ্নভোজের পর সানিয়ার ছেলে ইজহানকে ফারহার বাড়িতে ফুটবল খেলতে দেখা যায়। তখনই ঘটে এই মজার কান্ড। ফারহা সানিয়ার ছেলের কাছ থেকে বল কেড়ে নিয়ে বলেন, তোমার কাছ থেকে কিছু ব্রাউনি পয়েন্ট আদায় করার জন্য আমি তোমাকে বলটি দিয়েছি।

ইজহান যখন বলটি ফিরিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন, তখন ফারাহ বলেছিলেন, প্রথমে তুমি আমাকে একটা চুমু দেবে, তারপর বল পাবে।

রশিকতা করে সানিয়ার ছেলের কাছ থেকে চুমু চাওয়ার ভিডিওটি দ্রুত সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়ে যায়। ভিডিও দেখে ফারহার রশিকতার প্রশংসা করেছেন অনেকেই।

প্রসঙ্গত, ২০১০ সালে ভারতীয় টেনিস তারকা সানিয়া মির্জাকে বিয়ে করেন পাকিস্তানের সাবেক অধিনায়ক শোয়েব মালিক। বিয়ের পর থেকে সানিয়া-শোয়েব দুবাইতে থাকতেন। গত বছর তাদের বিবাহবিচ্ছেদ হয়ে যায়। তাদের একমাত্র পুত্র সন্তান ইজহান। শোয়েব মালিক পাকিস্তানের অভিনেত্রী সানা জাভেদকে বিয়ে করলেও বিয়ে করেননি সানিয়া মির্জা।

www.jonmobhumi.com

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৬৪৬-৩২৭-৭৯৬৪

# রান্নাবান্না

## শীতের সকালে ভাজাভুজি নয়, শরীর ভাল রাখতে গুড় দিয়ে বানিয়ে ফেলুন স্বাস্থ্যকর জলখাবার

গুড়ে থাকা জ়িঙ্ক, সেলেনিয়ামের মতো খনিজ এবং অ্যান্টিঅক্সিড্যান্ট যা রোগ প্রতিরোধ শক্তি বাড়িয়ে তুলতে সাহায্য করে। রক্তে আয়রনের ঘাটতি থাকলে গুড় খেতে বলা হয়।

শীতের শহরে দূষণ বাড়ছে। এই সময়ে সর্দি-কাশি, জ্বর লেগেই থাকে। শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাও অনেক কমে যায়। তাই এই সময়টাতে খাওয়াদাওয়ার দিকে বিশেষ নজর দিতে হয়। চিকিৎসকেরা বলেন, এই সময়ে বেশি ভাজাভুজি, বাইরের খাবার খেলেই শরীর অসুস্থ হবে। তাই পাতে রাখতে হবে এমন খাবার যা শরীরকে সতেজ ও তরতাজা রাখতে পারে। সকালের জলখাবারে গুড় দিয়ে বানাতে পারেন সুস্বাদু ও পুষ্টিকর প্রাতরাশ। গুড়ে থাকা জ়িঙ্ক, সেলেনিয়ামের মতো খনিজ এবং অ্যান্টিঅক্সিড্যান্ট যা রোগ প্রতিরোধ শক্তি বাড়িয়ে তুলতে সাহায্য করে। রক্তে আয়রনের ঘাটতি থাকলে গুড় খেতে বলা হয়।

গুড় দিয়ে নানা রকম সুস্বাদু পদ বানানো যায়। তিনটি পদেন রন্ধন প্রণালী জেনে নিন।

### জ্যাগারি রাগি মল্ট

উপকরণ
১ কাপ রাগির আটা
৪ কাপ জল
১ কাপ গুড় ছোট ছোট টুকরো করা
আধ কাপ দুধ
দারচিনি, ছোট এলাচ।

প্রণালী
জলে রাগির আটা ভাল করে গুলে নিন। এ বার সসপ্যানে জল গরম করে তাতে গুড়ের টুকরোগুলি দিয়ে ফোটান। মিশ্রণ ঘন হয়ে এলে তাতে রাগির মিশ্রণ মিশিয়ে দিন। ভাল করে নাড়তে হবে। মিশ্রণ ঘন হয়ে এলে তাতে দুধ মিশিয়ে নামিয়ে নিন। উপর থেকে দারচিনির গুঁড়ো, ছোট এলাচ থেঁতো করে দিতে পারেন। খুবই পুষ্টিকর এই পানীয়। অনেক ক্ষণ পেট ভর্তিও রাখবে।

### গুড়ের প্যানকেক

উপকরণ
১ কাপ আটা
আধ কাপের মতো গুড়
আধ কাপ দুধ
১ চামচ বেকিং পাউডার
১ চামচ বেকিং সোডা
এক চিমটে নুন
এক চামচ ঘি এবং সাদা তেল

প্রণালী
একটি পাত্রে আটা, গুড়, বেকিং সোডা ও বেকিং পাউডার একসঙ্গে মিশিয়ে নিন। এ বার এতে অল্প অল্প করে দুধ দিয়ে মেশাতে থাকুন। তার পর সাদা তেল দিয়ে ভাল করে মিশিয়ে নিন। খুব মিহি ব্যাটার বানাতে হবে। এ বার নন স্টিক প্যানে ঘি গরম করে তাতে ওই মিশ্রণটি দোসার মতো করে দিয়ে হালকা করে দু'পিঠ সেঁকে নিন। উপরে মধু বা ম্যাপল সিরাপ দিয়ে গরম গরম পরিবেশন করুন।

### গুড়ের পুডিং

উপকরণ
১ কাপ সুজি
১ কাপ গুড়
১ কাপ জল
১ চামচ ঘি
আধ চামচ দারচিনির গুঁড়ো
কাজু, কাঠবাদাম, কিশমিশ

প্রণালী
নন স্টিক প্যানে ঘি গরম করে তাতে সুজি দিয়ে কম আঁচে নাড়ুন। হালকা সোনালি রং ধরলে গ্যাস বন্ধ করে দিন। আলাদা সসপ্যাপে জল দিয়ে তাতে গুড়ের টুকরোগুলি দিয়ে ফোটান। ঘন করে জ্বাল দিন। এ বার সুজির উপরে গুড়ের মিশ্রণ দিয়ে নাড়তে থাকুন। ঘন হয়ে এলে উপরে বাদাম, কিশমিশ ছড়িয়ে নামিয়ে নিন।

## খুদে থেকে বড় চেটেপুটে খাবে, ক্রিসমাসের পার্টিতে রাখতে পারেন ভিন্ন স্বাদের চিকেন ডাইনামাইট

বড়দিনের পার্টির তোড়জোড় চলছে। মেনুতে মুখরোচক কী রাখা যায়, তা নিয়ে ভাবনা? তা হলে বরং বানিয়ে ফেলুন চিকেন ডাইনামাইট।

ক্রিসমাস পার্টি মানেই রকমারি খাওয়া, জমিয়ে হুল্লোড়। সে কারণে মেনু নিয়ে আলাদা করে ভাবতে হয় বইকি! শুধু বড়রা নয়, থাকবে ছোটরাও। তাই এমন কোনও পদ বানাতে চান, যা মুখরোচক হলেও ঝাল নয়। খুদেরা খাবে চেটেপুটে। বড়রাও ভাগ বসাতে পারবেন। তা হলে বরং মেনুতে রাখুন চিকেন ডাইনামাইট। ঝক্কি ছাড়া খুব সহজে বানিয়ে ফেলা যাবে পদটি।

উপকরণ:
৫০০ গ্রাম হাড় ছাড়া মুরগির মাংস
১টি ডিম
২ টেবিল চামচ রসুন বাটা
১ টেবিল চামচ লাইট সয়া সস্
১ টেবিল চামচ অরিগ্যানো
১/৪ কাপ মেয়োনিজ়
১/৪ কাপ টম্যাটো সস্
২ টেবিল চামচ চিলি সস্
আধ চা-চামচ লঙ্কা গুঁড়ো
আধ চামচ গোলমরিচ
২ টেবিল চামচ ময়দা
১/৪ কাপ কর্নফ্লাওয়ার
ভাজার জন্য তেল

পদ্ধতি: টুকরো করে কাটা মুরগির মাংস ডিম, স্বাদমতো নুন, রসুন বাটা, সয়া সস্, ড্রায়েড অরিগ্যানো, লঙ্কা গুঁড়ো দিয়ে ভাল করে মাখিয়ে নিন। অন্তত আধ ঘণ্টা মুরগির মাংস এ ভাবে রেখে দিন।

তৈরি করতে হবে মেয়োনিজ় সস্। মেয়োনিজ়রে সঙ্গে টম্যাটো কেচাপ, চিলি সস্, সামান্য লঙ্কা গুঁড়ো, স্বাদমতো নুন দিয়ে ভাল করে ফেটিয়ে নিন। এই সস্ ঠান্ডা করে পরিবেশন করতে হয়।

এ বার মশলা মাখিয়ে রাখা মাংসে কর্নফ্লাওয়ার, ময়দা মিশিয়ে ছাঁকা তেলে ভেজে নিন। মাংসের সঙ্গে মিশিয়ে দিন মেয়োনিজ় সস্। তবে সরাসরি কোনও বাটি বা থালায় নয় লেটুস পাতাকে ছোট বাটির মতো ব্যবহার করে তার উপরে সাজিয়ে রাখুন চিকেন ডাইন-ামাইট। অতিথিরা লেটুসের বাটি হাতে তুলেই খেতে পারবেন।

## মিষ্টিতে জুড়বে পুষ্টি, খেজুর দিয়ে বানিয়ে ফেলুন লাড্ডু থেকে ক্ষীর, বরফি

মিষ্টি খেলেই ওজন বৃদ্ধির ভয়? তা হলে বরং খেজুর দিয়ে বানিয়ে নিতে পারেন রকমারি পদ। হালুয়া থেকে লাড্ডু খেয়েও বশে রাখা যাবে ওজন।

ছোট্ট একটি ফল। কিন্তু পুষ্টিতে ভরপুর। এতে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে পটাশিয়াম, ডায়েটরি ফাইবার। দ্রুত শরীরকে শক্তি জোগাতে সাহায্য করে খেজুর। ফল হিসাবে খাওয়া ভাল। তবে রকমারি পদের স্বাদ বৃদ্ধিতেও খেজুর একাই একশো। জেনে নিন, ফলটি দিয়ে শীতের দিনে কোন কোন মিষ্টি পদ বানাতে পারেন।

ক্ষীর: ঘন দুধ দিয়ে তৈরি ক্ষীর খেতে ভালবাসেন না, এমন কাউকে খুঁজে পাওয়া কঠিন। তবে যদি স্বাস্থ্যকর কোনও মিষ্টি খেতে চান, তা হলে বানিয়ে ফেলুন খেজুরের ক্ষীর। প্রথমেই ১০-১২টি রসালো খেজুর নিয়ে তার বীজ ফেলে গরম দুধে ভিজিয়ে রাখুন। একই ভাবে কাজুবাদাম এবং কাঠবাদামও গরম দুধে আলাদা করে ভিজিয়ে নিন। একটি পাত্রে ৫০০ মিলিলিটার ঘন দুধ জ্বাল দিয়ে আরও ঘন করে নিন। এ বার খেজুর এবং বাদাম বেটে সেই দুধে দিয়ে নাড়তে থাকুন যত ক্ষণ না ঘন হচ্ছে। ইচ্ছা হলে যোগ করতে পারেন সামান্য এলাচ গুঁড়ো এবং পাটালি। ক্ষীর পরিবেশনের সময় উপর থেকে কাজু এবং খেজুর কুচিয়ে ছড়িয়ে দিন।

বরফি: প্রথমেই একমুঠো আখরোট শুকনো কড়াইয়ে নাড়িয়ে নিন। একটি পাত্রে ১৫-২০টি খেজুর বীজ ছাড়িয়ে দিয়ে, গরম জল দিয়ে সেদ্ধ করে নিন। জল খুব বেশি দিলে হবে না। খেজুর গলে যাতে মাখো মাখো হয়, তা বুঝেই জল দেওয়া দরকার। খেজুর ভাল করে গলে গেলে যোগ করুন ঠান্ডা জলে গুলে নেওয়া ২ চামচ কর্নফ্লাওয়ার। ভাল করে নাড়াচাড়া করে আখরোট দিয়ে দিন। সমস্ত উপকরণ একটি থালায় ঢেলে উপর থেকে সমান করে দিন চামচ বা খুন্তির সাহায্যে। ঘণ্টা চার-পাঁচেকের মধ্যেই তা জমাট বেঁধে যাবে। তার পর ছুরি দিয়ে বরফির মতো কেটে নিলেই হবে।

লাড্ডু: খেজুর, রকমারি ড্রাই ফ্রুটস দিয়ে বানিয়ে নিতে পারেন লাড্ডু। খেজুরের বীজ ফেলে মিক্সিতে ঘুরিয়ে নিন। তবে জল যত কম দেওয়া যায়, ততই ভাল। এ বার কড়াইয়ে ঘি নিয়ে তাতে কুচিয়ে রাখা কাজু, কাঠবাদাম, আখরোট নাড়াচাড়া করে নিন। যোগ করুন সামান্য নুন। দিয়ে দিন বেটে নেওয়া খেজুর। সমস্ত উপকরণ ভাল করে নাড়িয়েচাড়িয়ে নিয়ে ঘন হয়ে গেলে আঁচ বন্ধ করে দিন। একটু ঠান্ডা হলেই লাড্ডু তৈরি করে নিন।

## ভুটানের জাতীয় খাবার-টিই পছন্দ ভারতীয়দের, গুগ্‌লে এ বছর সর্বাধিক সন্ধান এর রন্ধন প্রণালীর

ভুটানের ভাষায় 'এমা' শব্দের অর্থ হল কঁ-াচালঙ্কা আর 'দাতশি' হল চিজ়। চেরা কঁ-াচালঙ্কা এবং চিজ়, মাখন দিয়ে পদটি রান্না করা হয়। চেহারা অনেকটা ঘন স্যুপের মতো। মশলার আধিক্য নেই। সাদামাঠা খাবার। রাঁধতেও খুব সময় লাগে না। ভাত বা রুটি, সব কিছুর সঙ্গেই খাওয়া যায়। স্বাদেও যেমন খাসা, পেটও ভরে থাকে অনেক ক্ষণ। এখনকার কর্মব্যস্ত জীবনে এমন খাবারেরই খোঁজ করেন বেশির ভাগ মানুষ। আর সে জন্যই ভারতীয়দের মনে ধরেছে এমা দাতশি নামক পদটি। গুগ্‌ল জানিয়েছে, এ বছরে তাদের সার্চ ইঞ্জিনে এমা দাতশি পদটির রেসিপিই সবচেয়ে বেশি বার খোঁজা হয়েছে। ভুটানি খাবারটি কোথায় পাওয়া যায়, সে নিয়েও নাকি বিস্তর খোঁজাখুঁজি হয়েছে।

ভুটানের জাতীয় খাবার এমা দাতশি। ভুটানিরা এই পদটি ভাত দিয়ে মেখে দিব্যি চেটেপুটে খান। আবার টিংমো নামে এক ধরনের রুটির সঙ্গেও খান। টিংমো হল ভাপে রাঁধা এক ধরনের তিব্বতি রুটি। দেখতে পেঁচানো হয়। চিনারাও এমন রুটি খান। এই টিংমো রুটি দিয়ে নাকি খাসা লাগে

### এমা দাতশি।

ভুটানের ঘরে ঘরে এই পদটি প্রায় রোজই রাঁধা হয়। যেমন, এ দেশে ভাত বা রুটি। ভুটানের ভাষায় 'এমা' শব্দের অর্থ হল কাঁচালঙ্কা আর 'দাতশি' হল চিজ়। চেরা কাঁচালঙ্কা এবং চিজ়, মাখন দিয়ে পদটি রান্না করা হয়। চেহারা অনেকটা ঘন স্যুপের মতো। গত বছর একটি সাক্ষাৎকারে এমা দাতশির প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়েছিলেন বলিউড অভিনেত্রী দীপিকা পাড়ুকোন। ভুটানে গিয়ে এমা দাতশি চেখে দেখেন তিনি। তার পরেই এই পদটির প্রেমে পড়ে যান।

এমা দাতশি যেমন সহজপাচ্য, তেমনই সহজে রান্নাও করা যায়। হাতে যদি সময় খুব কম থাকে, তা হলে সামান্য উপকরণ দিয়েই ঝটপট রেঁধে ফেলতে পারবেন এই পদটি। জেনে নিন, কী ভাবে।

উপকরণ
৪টি হ্যালাপিনো লঙ্কা
২টি কাঁচালঙ্কা
১টি বড় পেঁয়াজ
১টি টম্যাটো
১ চা চামচ মাখন
এক কাপ চিজ়
এক মুঠো পেঁয়াজশাক কুচোনা
২ চামচ সাদা তেল
১ চা চামচ গোলমরিচ
নুন স্বাদমতো

প্রণালী
হ্যালাপিনো লঙ্কা ও কাঁচালঙ্কাগুলিকে লম্বালম্বি ভাবে কেটে দানা ছাড়িয়ে ধুয়ে নিন। পেঁয়াজ, টম্যাটো বড় বড় টুকরো করে কেটে নিন। এ বার কড়ায় সাদা তেল গরম করে তাতে হ্যালাপিনো লঙ্কা, চেরা কাঁচালঙ্কা, টম্যাটো দিয়ে নেড়েচেড়ে জল দিয়ে ঢেকে বসিয়ে দিন। চাইলে তেলের ব্যবহার না-ও করতে পারেন। সে ক্ষেত্রে কড়াইয়ে জল গরম করে তাতে লঙ্কা, পেঁয়াজ, টম্যাটো আধসেদ্ধ করে নিতে হবে। এ বার কড়াইয়ের ঢাকনা খুলে চিজ় দিয়ে আবার ঢাকা বন্ধ করে দিন। কম আঁচে ভাপে রান্না হতে দিন। চিজ় গলে গেলে তাতে মাখন, স্বাদমতো নুন ও গোলমরিচ দিয়ে রান্না করুন। এ বার গ্যাস বন্ধ করে উপরে পেঁয়াজশাক কুচি ছড়িয়ে পরিবেশন করুন।

www.jonmobhumi.com

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৬৪৬-৩২৭-৭৯৬৪

www.jonmobhumi.com

# ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলামনাই এসোসিয়েশন অব ইউএসএ-এর উদ্যোগে সম্মিলিত মহান একুশ উদ্‌যাপন ২০২৫

## আয়োজনে ঃ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলামনাই এসোসিয়েশন অব ইউএসএ ইনক
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় এলামনাই এসোসিয়েশন নর্থ আমেরিকা ইনক
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় এলামনাই এসোসিয়েশন উত্তর আমেরিকা ইনক
জাহাঙ্গীর নগর এলামনাই এসোসিয়েশন অব আমেরিকা
বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় এলামনাই এসোসিয়েশন
শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় এলামনাই এসোসিয়েশন
জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় এলামনাই এসোসিয়েশন ইউএসএ ইনক
শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় এলামনাই এসোসিয়েশন
ইডেন কলেজ এলামনাই এসোসিয়েশন
বাংলাদেশী আমেরিকান পুলিশ এসোসিয়েশন (BAPA)
বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ যুক্তরাষ্ট্র কমান্ড
বাংলাদেশী আমেরিকান আর্টিষ্ট ফোরাম
বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব পারফর্মিং আর্টস (বিপা)
বহ্নিশিখা সঙ্গীত নিকেতন
অনুপ দাশ ড্যান্স একাডেমি (আডডা)
রবীন্দ্র একাডেমি
নীলা ড্যান্স একাডেমি
অন্তরা সাহা ড্যান্স ট্রুপস
নিউইয়র্ক সিটি বাংলাদেশী সিভিল সার্ভিস সোসাইটি
বাংলাদেশ মেডিকেল এসোসিয়েশন নিউইয়র্ক চ্যাপ্টার
আমেরিকান এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশী ইঞ্জিনিয়ার্স এন্ড আর্কিটেক্ট নিউইয়র্ক (AABEA)
প্রবাসী বরিশাল বিভাগীয় কল্যাণ সমিতি ইউএসএ
নিউইয়র্ক বাংলাদেশ আমেরিকান লায়ন্স ক্লাব
চাটখিল উপজেলা সমিতি ইউএসএ ইনক
নর্থ বেঙ্গল ফাউন্ডেশন ইনক
গাইবান্ধা সোসাইটি অব ইউএসএ ইনক
গোপালগঞ্জ ফাউন্ডেশন আমেরিকা ইনক
রংপুর জেলা এসোসিয়েশন ইনক
প্রবাসী শরীয়তপুর সমিতি ইউএসএ ইনক
নরসিংদী জেলা সমিতি ইউএসএ ইনক
প্রবাসী বেঙ্গলী খ্রীষ্টান এসোসিয়েশন
সবিতা দাসার এন্ড চিলড্রেন ফাউন্ডেশন
কিশোরগঞ্জ ডিস্ট্রিক এসোসিয়েশন ইউএসএ ইনক
বাংলাদেশ পূজা উদযাপন পরিষদ নিউইয়র্ক ইনক
ইউনাইটেড হিন্দুস অব ইউএসএ
মৈত্রী ফাউন্ডেশন
চট্টগ্রাম সমিতি অব নর্থ আমেরিকা
চিটাগাং রাইজিং স্টারস
বাংলাদেশ পূজা সমিতি অব ইউএসএ ইনক
মিরসরাই এসোসিয়েশন ইউএসএ এন.এ. ইনক
বাংলাদেশ ল' সোসাইটি ইনক
আমেরিকান বাংলাদেশী সিভিল সার্ভিস কালচারাল অরগানাইজেশন (ABCSCO)

### সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশনায়

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব পারফর্মিং আর্টস (বিপা)
বহ্নিশিখা সঙ্গীত নিকেতন
অনুপ দাশ ড্যান্স একাডেমি (আডডা)
রবীন্দ্র একাডেমি
নীলা ড্যান্স একাডেমি
অন্তরা সাহা ড্যান্স ট্রুপস
সম্মিলিত বিশ্ববিদ্যালয় এলামনাই এসোসিয়েশন

### স্থান ও সময়

**কুইন্স প্যালেস**
37-11 57th Street
Woodside, NY 11377

**একুশের অনুষ্ঠান মালা শুরু বৃহস্পতিবার ২০শে ফেব্রুয়ারী বিকাল ৫:০০ টায়**

### মহান একুশ উপলক্ষে শিশু-কিশোরদের মেধা প্রতিযোগিতা

তারিখ: ১৬ই ফেব্রুয়ারী, ২০২৫, রোববার
সময়: সকাল ১১টা

**Venue: PS-125**
46-02 47th Ave, Woodside, NY 11377

**ক গ্রুপ:** কিন্ডারগার্টেন থেকে ৩য় গ্রেড
- অংকন: উন্মুক্ত
- লিখন: ব্যঞ্জনবর্ণ ১০টি
- আবৃত্তি: ছড়া/কবিতা (মুখস্থ)

**খ গ্রুপ:** ৪র্থ গ্রেড থেকে ৭ম গ্রেড
- অংকন: বাংলাদেশের নদীসহ গ্রাম
- লিখন: ইংরেজী বাক্যের বাংলা অনুবাদ
- আবৃত্তি: একুশের কবিতা (মুখস্থ)

**গ গ্রুপ:** ৮ম গ্রেড থেকে ১২ গ্রেড
- অংকন: একুশের আল্পনাসহ শহীদ মিনার।
- লিখন: History of *Ekushe* February (Bengali Language Movement)
- আবৃত্তি: বিষয়-মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক কবিতা (মুখস্থ)

**বিস্তারিত তথ্যের জন্য যোগাযোগ করুন**

| | |
|---|---|
| আকবর আলী খান (৫১৬) ৫১৩-৪৫৮৩ | মোঃ গোলাম মোস্তফা (৯১৭) ৪৪০-৭৮৩২ |
| সাবিনা শারমিন নিহার (৬৪৬) ৩০০-১৪০১ | আল্পনা গুহ (৬৪৬) ৯৬৯-৫৫৮৫ |
| সবিতা দাস (৩৪৭) ৪৫৫-৪৯৪৮ | ড. রূপ রায় চৌধুরী (৯২৯) ৪১৪-৭৪০১ |
| নূপুর চৌধুরী (৬৪৬) ৭০৭-৯৩৪৪ | অন্তরা সাহা (৩৪৭) ৬৮২-১৬৪০ |
| মোঃ তাজুল ইসলাম (৯১৭) ৫৭৬-৩৩২৩ | নীলা জেরিন (৯২৯) ৬১৫-০২২৭ |

সুধী, সম্মিলিত মহান একুশ উদ্‌যাপন পরিষদের পক্ষ থেকে এবারও ব্যাপক আয়োজনে "সম্মিলিত মহান একুশ" উদ্‌যাপনের সার্বিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। আগ্রহী সামাজিক, সাংস্কৃতিক, আঞ্চলিক, পেশাজীবী, শিক্ষা ও সেবামূলক সংগঠনসমূহকে অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ ও রেজিষ্ট্রেশন করার জন্য বিনীত অনুরোধ জানানো যাচ্ছে।

### যোগাযোগ

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| এম.এস আলম | ৯১৭-৬০২-৫৩৯৭ | সাইফুল ইসলাম ভূঁইয়া | ৯১৭-৮৬২-৬০১৯ | মোঃ সাজেদুল মোনায়েম খান | ৯২৯-৩৯৩-৯০০২ |
| মোঃ রুহুল আমিন সরকার | ৭১৮-৭০৫-২২২৮ | সুশীল সিনহা | ৯১৭-৯৩২-৭০৪৪ | মোহাম্মদ কাশেম | ৬৩১-৬৬৪-৭১৭২ |
| সাইদা আকতার লিলি | ৩৪৭-৭২৭-৮৪৪২ | বেলাল মাহমুদ | ৬৪৬-৬৪২-৮৯৯৪ | রাশেক মালিক | ৩৪৭-৭২৪-৭৫০১ |
| মোহাম্মদ হোসেন খান | ৫১৬-৩৪৩-৯৪৫৬ | ফতেনুর আলম বাবু | ৬৪৬-৩৩৮-৯৪৭১ | ভজন সরকার | ৯১৭-৬০৭-৭৩৯৫ |
| স্বপন বড়ুয়া | ৬৪৬-৫০৮-৪৪০৬ | মীর কাদের রাসেল | ৬৪৬-৬০৬-০২৮৭ | শামীম গফুর | ৬৪৬-২৭২-৮৬৪৭ |
| এ.কে. আজাদ তালুকদার | ৬৪৬-৫৩৩-৮২৩১ | শামীম আরা বেগম | ৬৪৬-৬৮৩-৭৯৪২ | মোঃ শাহজাহান সরকার | ৩৪৭-৬৩৬-৭৯০৯ |
| মোল্লা মনিরুজ্জামান | ৯১৭-২৮৮-৮৪৫৮ | আব্দুস সবুর | ৩৪৭-৯২৫-২০১০ | মোহাম্মদ মিয়া দুলু | ৯২৯-৭০৯-৩৮৬৮ |
| মোঃ মহিউদ্দিন দেওয়ান | ৯১৭-৫২৩-১৩৪৪ | সৈয়দ মিজানুর রহমান | ৯১৭-৮২৫-৭৩০৯ | রকি আলিয়ান | ৭১৮-৩০০-৫১৯৪ |
| মোঃ আবদুল মতিন | ৬৪৬-৩৮৮-২২২৯ | সুবল দেবনাথ | ৯১৭-২৮৫-৫৪৯০ | সমীরন বড়ুয়া | ৩৪৭-৬৭৯-৯৮৬৬ |
| মোঃ গাজী সামসুউদ্দিন | ৩৪৭-৭৭৬-০৯১৭ | অধ্যাপক লাইলী মোশাররফ | ৩৪৭-২৫৭-৪০৫৮ | গ্যাব্রিয়েল তাপস গমেজ | ৯১৭-৭২৩-৫৬৬৪ |
| মোঃ ইউসুফ আলী | ৩৪৭-৫৫৭-২৩১৩ | আখতার আজাদ | ৯১৭-৫২০-০০০২ | দিলোয়ার জাহান | ৩৪৭-২৩৭-১৬২৮ |
| মোঃ হানিফ মজুমদার | ৯১৭-৬৮০-৫৫০৫ | ডাঃ নাফিজুর রহমান | ৭১৮-৭০৯-১৫৯৩ | বিশ্বজিৎ চৌধুরী | ৯১৭-৯৩৯-৯৯৯৩ |
| ইকবাল মোর্শেদ | ৬৪৬-৭৩২-৩৪৯০ | মাকসুদুল হক চৌধুরী | ৯১৭-৮৫৪-৪১৪৪ | শবনম পাপড়ি | ৩৪৭-৮৩৭-৯০০৫ |
| মোঃ লিয়াকত আলী | ৫১৬-৫৮৯-৩৯৩৭ | রফিকুল ইসলাম জিয়া | ৬৪৬-২৬২-৭৯৫১ | নিশাদ খান আজাদ | ৩৪৭-৩৪৫-৯৪২৭ |
| মোঃ আলমগীর শরীফ | ৩৪৭-২৫১-১৭৩৫ | মোঃ আশরাফুজ্জামান | ৬৪৬-৩৮৮-২২৩০ | শাহ আল শফি আনসারী | ৩৪৭-৫৭১-১১৫৬ |
| ইশতিয়াক ফিরোজ | ৯২৯-৩০৩-০৩০৩ | জসীম উদ্দিন আহমেদ | ৩৪৭-৬৯৭-৯৪৮৯ | | |

সমগ্র অনুষ্ঠানটি TBN 24 সম্প্রচার করবে

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৬৪৬-৩২৭-৭৯৬৪

# ফ্লোরেন্সে আরিফুর রহমান আরিফকে সংবর্ধনা

**হাকিকুল ইসলাম খোকনঃ** ইতালির ফ্লোরেন্সে সম্প্রতি এক গুরুত্বপূর্ণ সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। যেখানে বাংলাদেশি এনআরবি নেতা এবং ব্রাহ্মণবাড়িয়া সরকারি কলেজের প্রাক্তন ছাত্রনেতা আরিফুর রহমান আরিফকে স্বাগত ও অভিনন্দন জানানো হয়। এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করে "বাংলাদেশ সমিতি ফ্লোরেন্স, ইতালি" (অংংড়পরধুরড়হব ফবষ ইধহমষধফবংয ঋরৎবহুব, ওঃধষু)।

এই সংবর্ধনা শুধুমাত্র একটি আনুষ্ঠানিকতা ছিল না। এটি ছিল আরিফুর রহমান আরিফের নেতৃত্ব, সমাজসেবামূলক অবদান এবং কমিউনিটির প্রতি তার দায়বদ্ধতার স্বীকৃতি। তার ছাত্র রাজনীতি, সামাজিক কর্মকা- এবং কমিউনিটির উন্নয়নে ভূমিকা তাকে প্রবাসী বাংলাদেশিদের মধ্যে একজন সম্মানিত হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে।

কেন এই সংবর্ধনার আয়োজন করা হয়েছিল?

নেতৃত্ব ও অবদানের স্বীকৃতি প্রদান:

আরিফুর রহমান আরিফের নেতৃত্বগুণ ও কমিউনিটির উন্নয়নের প্রতি তার অবদানের স্বীকৃতি দিতে এই সংবর্ধনা আয়োজন করা হয়। তিনি ছাত্রজীবন থেকেই নেতৃত্ব দিয়ে আসছেন এবং তার কাজের প্রতি সম্মান জানানোই ছিল এই সমাবেশের অন্যতম উদ্দেশ্য।খবর বাপসনিউজ।

বাংলাদেশি কমিউনিটির ঐক্যের প্রতীক:

এই অনুষ্ঠানে বিভিন্ন রাজনৈতিক ও সামাজিক সংগঠনের নেতৃবৃন্দ একসঙ্গে অংশগ্রহণ করেন। যা প্রমাণ করে বাংলাদেশিদের উন্নয়নের জন্য বিভেদ নয়। বরং ঐক্য প্রয়োজন।

প্রবাসী বাংলাদেশিদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক দৃঢ় করা:এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে প্রবাসী বাংলাদেশিদের মধ্যে সম্প্রীতি ও সহযোগিতার নতুন দ্বার উন্মোচিত হয়। যা ভবিষ্যতে সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় উন্নয়নের পথ তৈরি করবে।

তরুণ নেতৃত্বের অনুপ্রেরণা:আরিফুর রহমান আরিফ একজন প্রাক্তন ছাত্রনেতা হওয়ায়, এই সংবর্ধনা তরুণদের সমাজসেবার প্রতি আগ্রহী করে তোলার জন্য অনুপ্রেরণা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

সংগঠকদের ভূমিকা ও অতিথিবৃন্দএই সংবর্ধনা অনুষ্ঠানটি বাংলাদেশ সমিতি ফ্লোরেন্স, ইতালি-এর নেতৃত্বে আয়োজিত হয়। এর মূল সংগঠকরা ছিলেন:

সভাপতি: রাহমান মকসুদুর সিনিয়র সহ-সভাপতি: শামসুল আলম সাধারণ সম্পাদক: জহিরুল কাইউম সাবেক সাধারণ সম্পাদক ও উপদেষ্টা: নুরুল আলম

এই সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে বক্তারা ঐক্য, নেতৃত্ব এবং গঠনমূলক কর্মকা-ের গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা করেন। আলোচনায় উঠে আসে যে:

ভালো নেতৃত্বকে স্বীকৃতি দেওয়া কমিউনিটির উন্নতির জন্য গুরুত্বপূর্ণ।

রাজনৈতিক মতপার্থক্য থাকা সত্ত্বেও কমিউনিটির উন্নয়নের জন্য সকলকে একসঙ্গে কাজ করতে হবে। প্রবাসী বাংলাদেশিদের উচিত একে অপরের পাশে দাঁড়ানো এবং দেশের সুনাম অক্ষুণ্ণ রাখা।এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে উপস্থিত সকলেই প্রবাসী বাংলাদেশিদের ঐক্যবদ্ধ হয়ে কমিউনিটির উন্নয়নে কাজ করার প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করেন।

ভবিষ্যতের জন্য একটি ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গিএই সংবর্ধনা ফ্লোরেন্সের বাংলাদেশি কমিউনিটির জন্য একটি ঐতিহাসিক মুহূর্ত। এটি প্রমাণ করেছে যে, রাজনৈতিক বিভেদ নয় বরং সম্মিলিত প্রচেষ্টা এবং পারস্পরিক সহযোগিতাই আমাদের কমিউনিটিকে এগিয়ে নিতে পারে।

আরিফুর রহমান আরিফের সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে পরিণত হয়েছিল একটি বৃহত্তর আন্দোলনে—একটি ঐক্যের বার্তা যা ভবিষ্যতে প্রবাসী বাংলাদেশিদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব ও উন্নয়নের পথ তৈরি করবে।

# গ্লোবাল জালালাবাদ এসোসিয়েশনের আন্তর্জাতিক জুম মিটিং

হাকিকুল ইসলাম খোকন,"সিলেট বিভাগ নিয়ে কোনো টালবাহানা বিশ্বময় গ্রেটার সিলেটবাসী মেনে নেবে না,"সিলেট বিভাগ নিয়ে জালালাবাদ প্রদেশ বাস্তবায়নের দাবিতে গ্লোবাল জালালাবাদ এসোসিয়েশনের কেন্দ্রীয় কমিটির পক্ষ থেকে ১৬ ই ফেব্রুয়ারী,রোববার, লন্ডন সময় বিকাল ৩টায় বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে বিশিষ্টজনদের অংশগ্রহণে এক আন্তর্জাতিক জুম মিটিং এর আয়োজন করা হয়েছে।

গ্লোবাল জালালাবাদ এসোসিয়েশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি মুহিবুর রহমান মুহিব এর সভাপতিত্বে এবং সাধারন সম্পাদক ময়নুল হক চৌধুরী হেলালের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত সভায় বিশ্বের প্রায় ৪০ টি দেশের প্রতিনিধি অংশগ্রহন করেন হলে বাপসনিউজকে জানানো হয়েছে।

সভায় অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সিলেট পৌরসভা ও সিলেট সদর উপজেলার সাবেক চেয়ারম্যান বাবরুল হোসেন বাবুল, আমেরিকার ডিস্কেল বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসার ও সিলেট কিডনি ফাউন্ডেশনের প্রতিষ্টাতা ডাঃ জিয়াউদ্দিন আহমদ,সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবি এডভোকেট শেখ আখতারুল ইসলাম, রানা ফেরদৌস চৌধুরী, ইউকে বিসি এর সাবেক প্রেসিডেন্ট এম এ মুনিম ওবিই, বর্তমান সাধারণ সম্পাদক মিঠু চৌধুরী, গ্রেটার সিলেট কমিউনিটি ইউকে কেন্দ্রীয় কনভেনর সাংবাদিক মকিস মনসুর, গ্লোবাল জালালাবাদ এসোসিয়েশনের কেন্দ্রীয় সহ সভাপতি আবুল কালাম আজাদ ছোটন, সহ সভাপতি অলিউদ্দিন শামীম,আব্দুল মোনেম জাহেদী ক্যারল, সৈয়দ হাসান আহমদ,শেখ ফারুক আহমদ, কেন্দ্রীয় ট্রেজারার রফিকুল হায়দার ,সহ সম্পাদক আবুল হোসেন ,ইয়াকুব কামালী,ইসবাহ উদ্দিন ,ফয়জুল হক,প্রবাসী কল্যান পরিষদের সভাপতি জাহাংগীর খান, আশিকুর রহমান, অস্টেলিয়া থেকে ইঞ্জিনিয়ার রাসেল আহমদ, বাংলাদেশ ইউনিটের সাধারন সম্পাদক ইঞ্জিনিয়ার মহিব উদ্দিন, ট্রেজারার শামীম আলম কোরেশী, এবিসি নিউজের চেয়ারম্যান আলাউর রহমান খন্দকার, ফ্যান্স কমিটির সহ সভাপতি আব্দুল বাসিত স্পেনের সাধারন সম্পাদক সাব্বির আহমদ ,পর্তুগাল থেকে আবুল হাসনাত, সাংবাদিক সাহাব উদ্দিন, প্রফেসার মিছবাহ উদ্দিন ,ডুবাই থেকে ছয়ফুল ইসলাম ,নিউইয়র্ক বাফেলো থেকে আব্দুল মুক্তাদির, মোস্তাফিজুর রহমান চৌধুরী মুরাদ, নিউইয়র্ক থেকে শ্যামল কান্তি চন্দ, ও ইংল্যান্ড জালালাবাদ এসোসিয়েশনের সাধারন সম্পাদক সৈয়দ সাদেক আহমদ, বাহরাইন থেকে স্মারাট নজরুল ইসলাম সিদ্দিকী, ও এ শামীম আহমদ সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

সভায় সিলেট বিভাগ নিয়ে জালালাবাদ প্রদেশ বাস্তবায়নের দাবিতে গ্লোবাল জালালাবাদ এসোসিয়েশনের সিলেট শাখার পক্ষ থেকে আগামী ১৯ শে ফেব্রুয়ারি বুধবার সিলেটের গোল টেবিল বৈঠকে বাংলাদেশের টিমের সবাইকে যোগ দেওয়ার আহবান জানানো সহ আগামী দিনের নানা কর্মসূচি নেওয়া গুরুত্বপূর্ণ সীদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। সভায় বক্তারা "সিলেট বিভাগ নিয়ে কোনো টালবাহানা মেনে নেওয়া হবে না,চট্টগ্রামের সাথে সিলেটকে যুক্ত করার চক্রান্ত প্রতিহত করতে হবে।

"আমরা সিলেট বিভাগ নিয়ে জালালাবাদ

প্রদেশ চাই,,সংস্কার কমিশনের সুপারিশ মতে বাংলাদেশকে যদি কয়েকটি প্রদেশে ভাগ করতে হয় তাহলে বৃহত্তর সিলেটের চারটি জেলা নিয়ে একটি প্রদেশ গঠন করা হবে যুক্তিযুক্ত। চট্টগ্রামের সাথে যুক্ত করা হবে অবাস্তব ও অযৌক্তিক। বৃহত্তর সিলেটের ভৌগোলিক অবস্থা ও লে-আউট আলাদা একথা সরকারের বুঝা উচিৎ, সিলেট থেকে চট্টগ্রামের চেয়ে ঢাকায় বরং যাওয়া যাবে দ্রুত। তাই চট্টগ্রামের সাথে সিলেট কানেক্ট করে প্রদেশ করলে সিলেট হবে বিভিন্ন ক্ষেত্রে বঞ্চিত, এরকম হটকারি, অবাস্তব এবং অযৌক্তিক সীদ্ধান্ত কোনো অবস্থাতেই বিশ্বময় বসবাসকারী সিলেটের মানুষ মেনে নেবে না,, ১৯৪৭ সালে আমরা সিলেট বিভাগ রেফারেন্ডারের মাধ্যমে বর্তমান বাংলাদেশে আসে তখন থেকেই সিলেটের আলাদা মর্যাদার অংগীকার ছিলো বলে উল্লেখ করে বক্তারা আরও বলেন, বৃহত্তর সিলেট সুনামগঞ্জ, মৌলভীবাজার, হবিগঞ্জ ও সিলেট নিয়ে সিলেট বিভাগ গঠিত আমাদের কাছে 'জালালাবাদ' নামেও পরিচিত। হজরত শাহজালাল (রহ.)-এর নামানুসারে এ নামকরণ।এ নামের ব্যাপক পরিচিতি ঘটে, যখন ষাটের দশকে 'জালালাবাদ' প্রদেশ আন্দোলন দানা বেঁধে উঠে। আন্দোলনকারীদের যুক্তি ছিল, যেহেতু '৪৭ সালে গণভোটের মাধ্যমে সিলেট পাকিস্তানের সঙ্গে যোগ দেয়, তাই সিলেটের বিশেষ মর্যাদা পাকিস্তান সৃষ্টির পর থেকেই ছিল। ১৯৭১ এর মহাণ মুক্তিযুদ্ধ সহ বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ণে তথা রাজনৈতিক, সামাজিক,ব্যাবসা বানিজ্য, শিক্ষা - দীক্ষা, জ্ঞান - গরিমা,সাংস্কৃতিক ইতিহাস ইত্যাদি সর্বক্ষেত্রে এমনকি প্রবাসের মাটিতে ক্যাটারিং সেক্টর ও ব্যাবসা বানিজ্য এবং বিশ্বময় বাংলাদেশ কমিউনিটির কল্যাণে ব্যাপক ভুমিকা রাখা সহ বাংলাদেশের প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজনে গ্রেটার সিলেটবাসীর অবদান অনস্বীকার্য।

# একুশে পদক পেলেন আবুল কাশেম ফজলুল হক

হাকিকুল ইসলাম খোকনঃ২১ শে ফেব্রুয়ারী মহান ভাষা দিবস এবং আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে সাহিত্যে বিশেষ অবদানের জন্য ২০০৩ সালে বাংলাদেশ সরকার অনুমোদিত হিউম্যান রাইটস রিভিউ সোসাইটি'র মাতৃভাষা পদক -২০২৫ এ মনোনীত হয়েছেন বাংলা একাডেমির সভাপতি অধ্যাপক আবুল কাশেম ফজলুল হক। হিউম্যান রাইটস রিভিউ সোসাইটির কেন্দ্রীয় ভাইস চেয়ারম্যান ইকবাল আলমগীর বলেন আগামী ২০ ফেব্রুয়ারী বৃহস্পতিবার বিকাল ৪ টায় জহুর হোসেন চৌধুরী হল, জাতীয় প্রেস ক্লাব,ঢাকায় বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের মাধ্যমে উনাকে মাতৃভাষা পদক ২০২৫ এ ভুষিত করা হবে।

অধ্যাপক আবুল কাশেম ফজলুল হক ৩০ সেপ্টেম্বর ১৯৪০ সালে কিশোরগঞ্জ জেলার পাকুন্দিয়া উপজেলায় জন্ম গ্রহন করেন।তার পিতা মুহাম্মদ আবদুল হাকিম এবং মাতা জাহানারা খাতুন।বাপসনিউজকে এ সংবাদ দিয়েছেন মিজানুর রহমান।

তিনি ১৯৫৯ সালে ময়মনসিংহ জিলা স্কুল থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ন হন।১৯৬১ সালে আনন্দমোহন কলেজ থেকে বিজ্ঞানে উচ্চ মাধ্যমিক পাশ করেন।ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৬৫ সালে তিনি অনার্স এবং একই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মাষ্টার্স পাশ করেন।

আবুল কাশেম ফজলুল হক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে দীর্ঘ চার দশক শিক্ষকতা করেছেন।তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের একজন অধ্যাপক ও বাংলা বিভাগের চেয়ারম্যান হিসেবে দায়ত্বি পালন করেছেন।২১ টির ও অধিক গ্রন্থের প্রণেতা আবুল কাশেম ফজলুল হক। পত্র-পত্রিকায় তিনি নিয়মিত কলাম লিখে থাকেন।তিনি লোকায়ত নামক একটি মননশীল পত্রিকা ১৯৮২ সাল থেকে সম্পাদনা করেছেন।তিনি সর্বত্র বাংলা ভাষার ব্যবহার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে গঠিত" রাষ্ট্রভাষা বাংলা সুরক্ষা কমিটি " এর আহবায়ক।

তিনি ১৯৮১ সালে বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কার, ১৯৯৭ সালে আলাওল সাহিত্য পুরস্কার এবং ২০০৬ সালে আলক্ত সাহিত্য পুরস্কার লাভ করেন।

২০২৪ সালের ২৭ অক্টোবর অন্তবর্তীকালীন সরকার অধ্যাপক আবুল কাশেম ফজলুল হক কে বাংলা একাডেমির সভাপতি নিয়োগ প্রদান করেন।মাতৃভাষা ২১শে পদকে ভূষিত হওয়ায় সম্মানিত অধ্যাপক ড.আবুল কাশেম ফজলুল হককে অভিনন্দন জানিয়েছেন কিশোরগঞ্জ জেলা সমিতি যুক্তরাষ্ট্রের সভাপতি,লেখক,সিনিয়র সাংবাদিক ও রাজনৈতিক হাকিকুল ইসলাম খোকন ও সাধারণ সম্পাদক কবি ও সংগীত শিল্পী শেলি ভৌমিকসহ প্রবাসী বিভিন্ন সংগঠনের নেতৃবৃন্দ।

# কাজী জহিরুল ইসলামের ৯টি নতুন বই

বিশ্ব ভালোবাসা দিবসে মেলায় এসেছে কাজী জহিরুল ইসলামের নতুন প্রবন্ধের বই "প্রমিত উচ্চারণের ভেতর"। বইটির ভূমিকায় লেখক লেখেন, "প্রমিত উচ্চারণের ভেতর নীরব একটি কোলাহল বেড়ে ওঠে। আমরা সর্বদাই সেটাকে ধামচাপা দিয়ে রাখি।কখনোই সেই স্বতস্ফূর্ত কোলাহলকে খুব বেশি বাড়তে দিই না। ফিসফিস করে বলি, এটা অসভ্যতা। মানুষ সভ্যতার পোশাক পরেই মঞ্চে ওঠে, কিন্তু একজন ধুলোমাখা নগ্ন মানুষ তার পাশে এসে দাঁড়ালে সব সময় তাকে ধাক্কা দিয়ে নামিয়ে দিতে নেই। তার কথাটিও আমাদের শুনতে হবে। ঝলমলে পরিচ্ছন্ন, অত্যাধুনিক ডিজাইনের পোশাক, অলঙ্কার, সাজ-সজ্জা দেখে আমরা মোহিত হই বটে কিন্তু এই পোশাকের ভেতর থেকে যদি মানুষটিকে খুলে নিয়ে যাই, কী মূল্য আছে এই সজ্জার? প্রমিত উচ্চারণের ভেতরে যে কোলাহল খুব ধীরে বেড়ে ওঠে, অপ্রমিত ভঙ্গিতে, আঞ্চলিকতায়, গ্রাম্যতায়, অসভ্যতায়, প্রতিবাদের তীব্র আর্তনাদে, সেটিই হচ্ছে সভ্যতার দেহ, বাকিটা কেবল পোশাক। এই গ্রন্থে প্রমিত উচ্চারণের ভেতরে উচ্চারিত হয়েছে অপ্রমিত উষ্মা। আশা করি আমার পাঠকেরা সে উষ্মাকে অগ্রাহ্য করবেন না।" এ-ছাড়া এ বছর তার ৩টি নতুন কবিতার বই এসেছে ঢাকার একুশে বইমেলায়। জলধি প্রকাশ করেছে "আমার দুঃখগাছে অশ্রু ফোটে যদি", পুথিপ্রকাশ এনেছে "কবুয়তনামা", বাবুই এনেছে "চমক দেখি তার"। চমক দেখি তার বইটির কলকাতা সংস্করণও কলকাতা বইমেলায় বেরিয়েছে। কলকাতা সংস্করণ প্রকাশ করেছে সৃস্টিসুখ। ঢাকার বইমেলায় আরো ৩টি গদ্যের বই বেরিয়েছে। অগ্রদূত অ্যান্ড কোম্পানি এনেছে ১০২৪ পৃষ্ঠার রয়েল সাইজের সুবিশাল ভ্রমণগ্রন্থ "ভ্রমণ সংগ্রহ"। স্বরে-অ বের করেছে জুলাই অভ্যুত্থানের ওপর রচিত গদ্যগ্রন্থ "পেছনে পুলিশ সামনে স্বাধীনতা" এবং বাংলা প্রকাশ এনেছে "নজরুল ও অন্যান্য প্রসঙ্গ"। জুলাই অভ্যুত্থানের সময়, জুলাই এবং আগস্ট মাসে আন্তর্জাতিক মি-ডিয়াগুলোতে যে সংবাদ প্রকাশ হয়েছে সেগুলোর ইংরেজি সংকলন 'থার্টি সিক্স ডেইজ অব জুলাই" প্রকাশ করেছে স্টুডেন্ট ওয়েজ। বইটি যৌথভাবে সম্পাদনা করেছেন কাজী জহিরুল ইসলাম ও মুক্তি জহির।

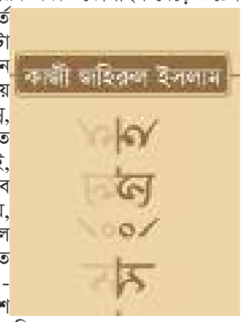



ইমাম মাহদী (আ:)-এর আবির্ভাব

লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সঃ)

পবিত্র কুরআন-হাদীস প্রতিশ্রুত ইমাম মাহদী (আ:) যথাসময়ে আবির্ভূত হয়েছেন। বর্তমানে তাঁর পঞ্চম খলিফার নেতৃত্বাধীন বিশ্বের ২০০টির অধিক দেশে তাঁর জামাত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন :

www.alislam.org, www.MTA.TV এবং

আমাদের বাংলা ওয়েবসাইট www.ahmadiyyabangla.org

বিস্তারিত জানার জন্য সরাসরি ফোন করুন:

Call to 1-800-949-4752 and press option 3 to speak Bangla

শ্রাবনী মুভিং

আপনি কি নতুন বাসায় মুভ করার কথা ভাবছেন? নির্ভরশীল প্রতিষ্ঠান হিসেবে আমরা আমেরিকার যে কোন স্থানে কম খরচে এবং যত্ন সহকারে মুভিং এর দায়িত্ব পালন করে থাকি। আমাদের রয়েছে এয়ারপোর্ট সার্ভিস। এছাড়া যে কোন স্টেটে ১৫ সিটিংয়ের ভ্যান ও ড্রাইভার ভাড়া দিয়ে থাকি। আমরা গ্রীন ক্যাবও ভাড়া দিয়ে থাকি।

যোগাযোগ: ৯১৭-৪০৭-১১৭৭ সেল


www.jonmobhumi.com

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৬৪৬-৩২৭-৭৯৬৪

# বিশ্বের রাজধানী খ্যাত নিউ ইয়র্কে মিরিট কাবারের আরও একটি নতুন শাখার শুভ উদ্বোধন হয়েছে ৭৪স্টিটের কর্নার ও ৩৭ এভিনিউ-তে

## আপনাদের সেবায় আমরা-

১. গরম-গরম ধোঁয়া ওঠা কাচ্চি বিরিয়ানি, পাশে এক গ্লাস ঠান্ডা বোরহানি আর সামনে এক বাটি ফিরনি।

২.কাবাব,পোলাওয়ের প্লেটে একটুকরা কাবাব না থাকলে পূর্ণতা পায় না।

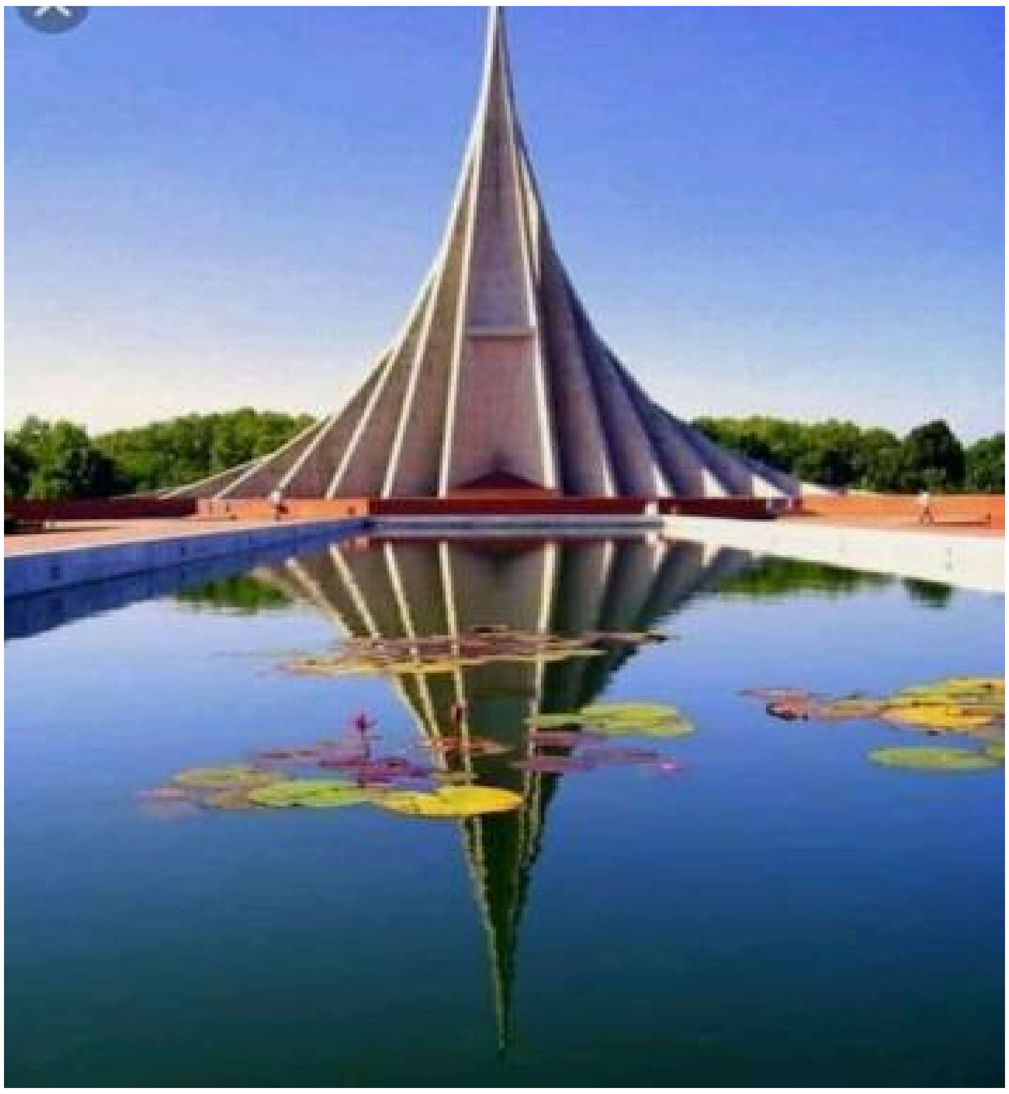

## রসনাতৃপ্তিতে আমরা আপনাদের পাশে

৩. শিঙাড়া, সমুচা,চায়ের সঙ্গে স্ন্যাকস বা হালকা নাশতায় সমুচার বিকল্প পাওয়া দায়।

৪. পরোটা,সাদা পরোটা থেকে পনির বা কিমা পরোটা এবং সবার চেয়ে জনপ্রিয় মোগলাই পরোটা মোগলদের আবিষ্কার।

৫. জিলাপি

www.jonmobhumi.com

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৬৪৬-৩২৭-৭৯৬৪

www.jonmobhumi.com

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৭১৮-৩৮০-৬৭১২

### জেএমসি ভবনে এই সেমিনার

## সতর্কতার সাথে সংশ্লিস্টদের পরিস্থিতি মোকাবেলার

অভিবাসীদের গণ গ্রেফতার ও ডিপোর্ট কর্মসূচীর প্রেক্ষিতে এবং উদ্ভুত পরিস্থিতিতে প্রবাসী বাংলাদেশীদের করণীয় সম্পর্কে সেমিনার আয়োজন করেছে জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টার (জেএমসি)। গত ১৫ ফেব্রুয়ারী শনিবার বাদ মাগরিব জেএমসি ভবনে এই সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। খবর ইউএনএ'র।

'ইমগ্রেশন নো ইউর রাইটস' শিরোনামে আয়োজিত সেমিনারে সভাপতিত্ব করেন জেএমসি পরিচালনা কমিটির সভাপতি ডা. মাহমুদুর রহমান তুহিন। ব্যতিক্রমী এই আয়োজনে আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে মূল বক্তব্য রাখেন আমেরিকান ইন্টারন্যাশনাল বার এসোসিয়েশনের ডিরেক্টর এটর্নী মঈন চৌধুরী, কেয়ার-নিউইয়র্ক এর এটর্নী ক্রিশ্চিনা জোন। সেমিনারে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন জেএমসি'র সেক্রেটারী আফতাব মান্নান, অন্যতম পরিচালক ইমাম শামসে আলী, জ্যামাইকা বাংলাদেশ ফ্রেন্ডস সোসাইটির প্রধান উপদেষ্টা এবিএম ওসমান গণি, ড্রাম'র প্রতিনিধি রাসেল নাসের প্রমুখ। সেমিনার পরিচালনা করেন জেএমসি'র জয়েন্ট সেক্রেটারী এবং জ্যামাইকা বাংলাদেশ ফ্রেন্ডস সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা ও সভাপতি ফখরুল ইসলাম দেলোয়ার। সেমিনারে কেয়ার-নিউইয়র্ক এর পক্ষ থেকে পাওয়ার প্ল্যান্টের মাধ্যমে সংশ্লিস্ট বিষয়ে নানা তথ্য তুলে ধরা হয়।

সেমিনারের মূল বক্তব্যে এটর্নী মঈন চৌধুরী ও এটর্নী ক্রিশ্চিনা জোন আনডকুমেনেন্টেড অভিবাসীদের গণ গ্রেফতার ও ডিপোর্ট কর্মসূচীর চলমান পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করেন এবং সতর্কতার সাথে সংশ্লিস্টদের পরিস্থিতি মোকাবেলার আহ্বান জানান। তারা বলেন, ধৈর্য্য ধরে ভয়কে জয় করতে হবে। আইনগতভাবে পদক্ষেপ নেওয়ার পাশাপাশি সতর্ক থাকতে হবে।

সেমিনারে জেএমসি'র ট্রাষ্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান ডা. নাজমুল এইচ খান, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী আলহাজ শামসুল হক সহ বিপুল সংখ্যক প্রবাসী বাংলাদেশী উপস্থিত ছিলেন। এশার নামাজের পর নৈশভোজের মাধ্যমে সেমিনার অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে।

## চট্টগ্রাম সমিতি থেকে আরিফকে বহিস্কার করলো একাংশ

গত ১৬ ফেব্রুয়ারি রোববার সাধারণ সম্পাদক আরিফুল ইসলামকে বহিস্কার করেছেন। তার পরিবর্তে ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক করা হয়েছে ইকবাল হোসেন ভূঁইয়াকে। ফলে এই বিভেদ আরো জোরালো হয়েছে।

চট্টগ্রাম সমিতির নেতা মুকতাদির বিল্লাহর ফেসবুকে দেওয়া এক পোস্টে আরিফুল ইসলামকে বহিস্কার এবং ইকবাল হোসেন ভূঁইয়াকে ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক করার বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। ওই বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়- অসাংগঠনিক কার্যক্রম পরিচালনার অভিযোগে কার্যকরী পরিষদের সভায় সাধারণ সম্পাদক আরিফুল ইসলামকে বহিস্কার করা হয়েছে। কার্যকরী পরিষদের ১৩ জন কর্মকর্তা ও সদস্য উপস্থিত ছিলেন সভায়।

আরিফুল ইসলামের সাথে কোনো প্রকার যোগাযোগ বা লেনদেন না করার জন্য বলা হয়েছে।

এ ব্যাপারে আরিফুল ইসলাম ঠিকানাকে বলেন, যারা এ ধরনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে তাদের কোনো এখতিয়ার নেই। এই সিদ্ধান্ত হাস্যকর এবং অগ্রহণযোগ্য।

## নিউইয়র্কে ১৯-২০ এপ্রিল রেমিট্যান্স ফেয়ার

রেমিট্যান্স প্রবাহ আরো বাড়াতে ভূমিকা রাখবে বলে ধারণা করছে আয়োজক কমিটি। বাংলাদেশ-ইউএসএ চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (বিইউ-সিসিআই) এবং ইউএসএ-বাংলা বিজনিস লিংক যৌথভাবে এ মেলার আয়োজক।

আয়োজকরা জানান, এবারের মেলা নিউইয়র্কে বাংলাদেশিদের প্রাণকেন্দ্র হিসেবে পরিচিত জ্যাকসন হাইটসে অনুষ্ঠিত হবে। সঙ্গে অর্থনীতিবিষয়ক বাংলাদেশের দুটি দৈনিক যথাক্রমে বণিক বার্তা এবং দ্য বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড। সঙ্গে টেলিভিশন চ্যানেল একাত্তর এবং নিউইয়র্ক ভিত্তিক টেলিভিশন চ্যানেল টিবিএন২৪ এবং বহির্বিশ্বে সর্বাধিক জনপ্রিয় সংবাদপত্র 'ঠিকানা' মিডিয়া পার্টনার হিসেবে যুক্ত হয়েছে।

এবারের মেলার প্রতিপাদ্য হলো- 'লিগ্যাল রেমিট্যান্স, বেটার বাংলাদেশ'। বৈধ পথে আসা প্রবাসী আয়ের মাধ্যমে যেমন দেশের রিজার্ভ স্থিতিশীল থাকবে, তেমনি উন্নয়েনযাত্রা থাকবে অব্যাহত। চতুর্থ রেমিট্যান্স ফেয়ার ২০২৫ উদ্বোধন করবেন বাংলাদেশ ব্যাংকের গর্ভনর ড. আহসান এইচ মনসুর।

অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করবেন সরকারিও বেসরকারি খাতের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান। এর মধ্যে রয়েছে ব্যাংক, মোবাইল ব্যাংকিং, অ্যাপ ডেভেলপার, মানি একচেঞ্জ ও বিভিন্ন চ্যানেল পার্টনার। মেলায় এসব প্রতিষ্ঠান তাদের পণ্য ও সেবার প্রদর্শনীর পাশাপাশি এ নিয়ে বিভিন্ন সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, কিউঅ্যান্ডএ সেশন এবং নেটওয়ার্কিং ডিনার অনুষ্ঠিত হবে। মেলা আয়োজক কমিটির রেমিট্যান্স ফেয়ার এবং অফশোর ব্যাংকিং নিয়ে একটি বিশেষ প্রকাশনাও রাখছে। যেখানে লিখছেন খ্যাতিমান অর্থনীতিবিদ, অধ্যাপক, ব্যাংকার।

নেটওয়ার্কিং সেশনে অংশ নিবেন নিউইয়র্ক ফিনান্সিয়াল সার্ভিস ডিপার্টমেন্ট এবং প্রধান প্রধান মানি একচেঞ্জ কোম্পানিসমূহ। যার মাধ্যমে যোগাযোগ স্থাপন এবং রেমিট্যান্স খাতের সর্বশেষ উদ্ভাবনসমূহ এখানে প্রদর্শিত হবে।

এখানে উল্লেখ্য, আগের আয়োজনগুলোতে দেশের বৃহৎ ব্যাংক, মানি একচেঞ্জ কোম্পানি, রেমিট্যান্স চ্যানেল পার্টনার অংশগ্রহণ করে।

## নিউইয়র্কে উনবাঙাল আয়োজনে ২১ ফেব্রুয়ারি থেকে ৩ দিনের বইমেলা

সংবাদ সম্মেলনে স্বাগত বক্তব্য দেন অমর একুশে বইমেলার আহ্বায়ক ও বাংলাদেশ সোসাইটির সাবেক সাধারণ সম্পাদক ফখরুল আলম। লিখিত বক্তব্য পড়ে শোনান উনবাঙালের প্রতিষ্ঠাতা, কবি ও লেখক কাজী জহিরুল ইসলাম।

লিখিত বক্তব্যে কাজী জহিরুল ইসলাম বলেন, শুদ্ধ শিল্পের নিবিড় চর্চা - এই স্লোগান সামনে রেখে গত এক দশকের অধিক সময় ধরে নিউইয়র্কে শিল্প-সাহিত্যের চর্চা করছে উনবাঙাল। এবার উনবাঙাল উদ্যোগ নিয়েছে অমর একুশের চেতনাকে ধারণ করে ফেব্রুয়ারি মাসে ৩ দিন ব্যাপী একটি বইমেলা আয়োজনের। এই লক্ষ্যে ফখরুল আলমকে আহ্বায়ক এবং আহসান হাবিবকে সদস্য সচিব করে ৮৩ সদস্যের একটি মেলা উদযাপন কমিটি গঠন করা হয়েছে। ১৩ সদস্যের একটি উপদেষ্টা কমিটিও করা হয়েছে যার সভাপতি এবং বইমেলার উদ্বোধক বর্ষীয়ান সাংবাদিক ও কথাসাহিত্যিক মনজুর আহমদ।

তিনি জানান, বইমেলার উদ্বোধন করা হবে ২১ ফেব্রুয়ারি বিকাল ৫টায়, এর আগে সাড়ে চারটায় একটি র‍্যালি হবে ১৬৮ স্ট্রিট জ্যামাইকে থেকে মেলার ভেন্যু পর্যন্ত। ২২ এবং ২৩ তারিখ সকাল ১১ টায় মেলা শুরু হবে, চলবে প্রতিদিন রাত দশটা পর্যন্ত। পুরো তিনদিনই মঞ্চে কবিতা পাঠ, বই নিয়ে আলোচনা, পুঁথিপাঠ, নতুন বইয়ের মোড়ক উন্মোচন, দেশের গান, শিশু-কিশোরদের অংশগ্রহণে বিভিন্ন আয়োজন, চিরায়ত বাংলা গান ইত্যাদি চলবে।

লিখিত বক্তব্যে বলা হয়, এই মেলার একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে স্টল নেবেন লেখকেরা, প্রকাশক বা বই বিক্রেতা, ব্যবসায়ীরা নন। ফলে লেখকের সঙ্গে পাঠকের একটা সরাসরি যোগাযোগ ঘটবে।তবে স্টল যারা নেবেন তারা ছাড়াও যে কোনো লেখকের বই স্টলে রাখা যাবে। উনবাঙাল আয়োজিত একুশে'র বইমেলার লক্ষ্য হবে নিউইয়র্কের সর্বস্তরের বাঙালি বইপ্রেমী, সংস্কৃতি প্রেমী মানুষের সম্পৃক্ততা নিশ্চিত করা। খুব অল্প সময়ের মধ্যে আয়োজনটি করার কারণে বড়ো একটি জায়গা পাওয়া যায়নি। জ্যামাইকার একটি প্রাইভেট স্কুল ইলহাম একাডেমির নির্বাহী প্রধান মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ তাদের স্কুলটি মেলার জন্য দিয়েছেন। উনবাঙাল ইলহাম একাডেমির প্রতি কৃতজ্ঞ। একটি বড়ো জায়গা না পেলেও আমরা নিউইয়র্কে বসবাসকারী সর্বস্তরের মানুষের বিপুল সাড়া পেয়েছি, মানুষের হৃদয়ের এক সুবিশাল প্রান্তরের খোঁজ আমরা পেয়েছি, যা আমাদের আশান্বিত করেছে, সামনের বছরগুলোতে আরো ব্যাপকভাবে এই আয়োজন আমরা করতে পারবো। দর্শনের দিক থেকে এই বইমেলা রাজনীতি ও ধর্ম নিরপেক্ষ একটি উন্মুক্ত মঞ্চ।

কাজী জহির বলেন, আয়োজনে যদি ভুল ত্রুটি হয় তা খোলা মনে আপনারা আমাদের জানাবেন, যাতে আগামীতে আমরা এইসব ত্রুটি বিচ্যুতি কাটিয়ে আরো সফল বইমেলা উপহার দিতে পারি।

সংবাদ সম্মেলনে সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন- বইমেলার সদস্য সচিব আহসান হাবিব, কাজী ফৌজিয়া, রওশন হক প্রমুখ। মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন- বাংলাদেশ সোসাইটির সাবেক ট্রাস্টি ও কর্মকর্তা কাজী আজহারুল হক মিলন ও আবু নাসের প্রমুখ।

New York Endocrine & Diabetes Center

এন্ডোক্রাইন ও ডায়াবেটিস স্পেশালিষ্ট

Dr. Kaushik Mandal, MD, FACP
Board Certified
(Endocrinologist, Diabetes and Obesity Specialist)
with TJH Medical services PC
Affiliated with Jamaica Hospital

Location: 134-20 Jamaica Ave, 1st floor, Jamaica, NY 11418

(Located next to the subway Jamaica Sutphin Blvd
Parking $4 fee for patient flat fee)
Patients can call 718-206-6742 to make an appointment.

www.jonmobhumi.com

# অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৬৪৬-৩২৭-৭৯৬৪

www.jonmobhumi.com

For Online Advertisement:
Tell: 718-380-6712, Cell: 646-327-7964,
E-mail: Jonmabhumi@gmail.com

www.jonmobhumi.com

সাপ্তাহিক জন্মভূমি
প্রবাসে বাংলাদেশের মুখ

Vol 25 No.49 Thursday 20 February 2025 Weekly Janmobhumi

অনলাইনে জন্মভূমি পড়ুন www.jonmobhumi.com

## সুনীতাদের মহাকাশ থেকে ফেরাতে চায়নি বাইডেনঃ মাস্ক

**ওয়াশিংটন ডেস্কঃ** দীর্ঘ ৮ মাস যাবত মহাকাশে আঁকে থাকার পর অবশেষে মার্চের মাঝামাঝিতেই পৃথিবীতে ফিরতে চলেছেন সুনীতা উইলিয়ামস ও তার সহযোগী বুচ উইলমোর। -**বাকী অংশ ১৭ পাতায়**

## চট্টগ্রাম সমিতি থেকে আরিফকে বহিস্কার করলো একাংশ

**নিউইয়র্কঃ** প্রবাসের অন্যতম বড় আঞ্চলিক সংগঠন চট্টগ্রাম সমিতির নেতৃত্বের বিভেদ বেড়েই চলেছে। কার্যকরী কমিটির সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যরা তাদের ক্ষমতাবলে অনিয়মের অভিযোগ এনে -**বাকী অংশ ৩৭ পাতায়**

## মৃতদের জীবিত রেখে কর ফাঁকি দিচ্ছেন আমেরিকানরা

**ওয়াশিংটন ডেস্কঃ** যুক্তরাষ্ট্রে অপচয়, জালিয়াতি এবং দুর্নীতির চিহ্ন খুঁজে বের করার জন্য কাজ করছে ইলন মাস্ক এবং তার একটি দক্ষ টিম। সরকারি কার্যকারিতা-**বাকী অংশ ২৬ পাতায়**

## পোষ্টাল অ্যামপ্লয়িজ এসোসিয়েশনের নতুন কমিটির অভিষেক অনুষ্ঠিত

**নিউইয়র্কঃ** বাংলাদেশী আমেরিকান পোষ্টাল অ্যামপ্লয়ই এসোসিয়েশনের নতুন কার্যকরী পরিষদের -**বাকী অংশ ১৯ পাতায়**

## একুশে পদক পেলেন রোকেয়া হায়দার

**নিউইয়র্ক ঃ** আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা পদক - ২০২৫ এ মনোনীত হয়েছেন বরেণ্য ও মহিয়সী রোকেয়া হায়দার ২১ শে ফেব্রুয়ারী আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে নারী সাংবাদিকতায়-**বাকী অংশ ১৭ পাতায়**

## মেয়রের ইফতার পার্টি ১১ মার্চ

**নিউইয়র্কঃ** প্রতি বছরের মত মুসলিম কমিউনিটির সম্মানে এ বছর ইফতার পার্টির আয়োজন করেছেন নিউইয়র্ক সিটি মেয়র এরিক অ্যাডামস। আগামী ১১ মার্চ মঙ্গলবার নিউ-ইয়র্ক সিটির ডাউনটাউনের চেম্বার স্ট্রিটে সারোগেট'স কোর্টহাউজে অনুষ্ঠিত হবে ইফতার পার্টি।

# দেশজুরে ট্রাম্পের বিজ্ঞাপনে আবেদন স্বেচ্ছায় যুক্তরাষ্ট্র ছাড়ো অন্যথায় ধরা পড়বেই

**ওয়াশিংটন ডেস্কঃ** সাঁড়াশি অভিযান সত্ত্বেও অবৈধ অভিবাসী গ্রেপ্তার আশাব্যঞ্জক না হওয়ায় প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের পক্ষ থেকে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বিজ্ঞাপন-প্রচার শুরু হয়েছে। 'স্বেচ্ছায় যুক্তরাষ্ট্র ছাড়ো এবং ধরপাকড়ের যন্ত্রণা থেকে নিরাপদ থাকো। এক্ষুনি নিজ দেশে চলে যাও, অন্যথায় আমরা তোমাকে খুঁজে বের করব এবং যুক্তরাষ্ট্র থেকে বহিষ্কার করবই। এরপর আর কখনোই তুমি যুক্তরাষ্ট্রে আসতে পারবে না'-এমন বক্তব্যসংবলিত একটি বিজ্ঞাপন সোমবার প্রচারিত হয়। যুক্তরাষ্ট্র অভিবাসন দপ্তরের দায়িত্বে নিয়োজিত ট্রাম্পের হোমল্যান্ড সিকিউরিটি মন্ত্রী ক্রিস্টি নয়েমের কণ্ঠে-**বাকী অংশ ১৮ পাতায়**

# হোয়াইট হাউজ সংলগ্ন লাফায়েৎ স্কোয়ারে ইউনাইটেড হিন্দুজ'র বিক্ষোভ সমাবেশ

**ওয়াশিংটন ডেস্কঃ** গত ১৩ই ফেব্রুয়ারি বৃহস্পতিবার ১২টা থেকে বিকেল ৩:৩০ পর্যন্ত ওয়াশিংটন ডি. সি-তে হোয়াইট হাউজ সংলগ্ন লাফায়েৎ স্কোয়ারে ইউনাইটেড হিন্দুজ অফ ইউ. এস. এ.'র উদ্যোগে ড. ইউনূস সরকারের প্রশ্রয়ে দেশে চলমান সংখ্যালঘু নির্যাতনের প্রতিবাদে, এবং শ্রী চিন্ময় কৃষ্ণ দাস সহ সকল কারারুদ্ধ সংখ্যালঘু প্রতিবাদীদের অবিলম্বে নিঃশর্ত মুক্তির দাবিতে এক বিক্ষোভ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।-**বাকী অংশ ১৮ পাতায়**

## চির বিদায় নিলেন আলমগীর খান আলমের মা

নিউইয়র্ক (ইউএনএ): অবশেষে চির বিদায় নিলেন নিউইয়র্ক তথা উত্তর আমেরিকার বাংলাদেশী কমিউনিটির পরিচিত মুখ, শো টাইম মিউজিক -**বাকী অংশ ২৫ পাতায়**

## গুরুচক্র পরিবার আয়োজিত রাম ঠাকুরের আবির্ভাব মহোৎসব

**নিউইয়র্কঃ** শ্রী রাম ঠাকুর যিনি যুগাবতার, কৈবল্যনাথ, সত্যনারায়ন, কলিযুগের ত্রাতা। যিনি জাতি, ধর্ম,-**বাকী অংশ ১৮ পাতায়**

### জেএমসি ভবনে এই সেমিনার

## সতর্কতার সাথে সংশ্লিস্টদের পরিস্থিতি মোকাবেলার আহ্বান

নিউইয়র্ক (ইউএনএ): ট্রাম্প প্রশাসনের আনডকুমেনেন্টেড -**বাকী অংশ ৩৭ পাতায়**

# নিউইয়র্কস্থ বাংলাদেশ কনস্যুলেট জেনারেলে ব্যবসা-বাণিজ্য ও বিনিয়োগ বিষয়ক আলোচনাসভা অনুষ্ঠিত

**নিউইয়র্কঃ** নিউইয়র্কস্থ বাংলাদেশ কনস্যুলেট জেনারেলে 'তারুণ্যের উৎসব-২০২৫' উপলক্ষ্যে ১৮ ফেব্রুয়ারি ব্যবসা-বাণিজ্য ও বিনিয়োগ বিষয়ক একটি আলোচনাসভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে সোনালী ব্যাংক পিএলসি, বাংলাদেশ ও সোনালী এক্সচেঞ্জ কোং ইনক্, যুক্তরাষ্ট্র এর পরিচালনা পর্ষদ এর চেয়ারম্যান মোহাম্মদ মুসলিম চৌধুরী প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। এছাড়াও সরকারি/বেসরকারি এক্সচেঞ্জ হাউসের প্রতিনিধিবৃন্দ, দেশী-বিদেশী ব্যবসায়ী সংগঠনের নেতৃবৃন্দ, রাজনৈতিক, সামাজিক, ব্যবসায়িক, সংস্কৃতি ও মিডিয়া অঙ্গনের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ উক্ত অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ -**বাকী অংশ ২৫ পাতায়**

### সংবাদ সম্মেলনে নেতৃবৃন্দ

## আটাব সদস্যভুক্ত ট্রাভেল এজেন্ট থেকে টিকেট নিন

**নিউ ইয়র্কঃ** সংগঠনের সদস্যভুক্ত ট্রাভেল এজেন্ট থেকে এয়ার টিকেট কেনার পরামর্শ দিয়েছেন আমেরিকান ট্রাভেল এজেন্ট অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ ইনকের (আটাব) নেতৃবৃন্দ। ১৮ ফেব্রুয়ারি মঙ্গলবার বিকালে নিউইয়র্কের জ্যাকসন হাইটসে নবান্ন পার্টি সেন্টারে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে তারা বলেন, আটাব সদস্যদের কাছ থেকে টিকেট কিনলে ভ্রমণ সংক্রান্ত যে কোনো সহযোগিতার প্রয়োজন হলে তারা সহযোগিতা দেবেন। সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্যে আটাব প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ সেলিম হারুন বলেন, আমাদের ট্রাভেল-**বাকী অংশ ২৫ পাতায়**

## নিউইয়র্কে ভ্যালেন্টাইনস নাইট উদযাপিত

**নিউইয়র্কঃ** নিউইয়র্কের কুইন্স প্যালেসে ভালোবাসা দিবস উপলক্ষে আয়োজিত 'বি মাই ভ্যালেন্টাইনস নাইট' অনুষ্ঠানটি জমকালো আয়োজনের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়েছে। ৯ ফেব্রুয়ারি রোববার সন্ধ্যায় অনুষ্ঠিত এই বিশেষ আয়োজনে-**বাকী অংশ ১৯ পাতায়**

## নিউইয়র্কে ১৯-২০ এপ্রিল রেমিট্যান্স ফেয়ার

**নিউইয়র্কঃ** দুই দিনব্যাপী 'চতুর্থ রেমিট্যান্স ফেয়ার ২০২৫' অনুষ্ঠিত হবে আগামী ১৯ ও ২০ এপ্রিল, যথাক্রমে শনি ও রোববার। নিউইয়র্কে অনুষ্ঠিতব্য এ মেলা আমেরিকা থেকে বাংলাদেশে -**বাকী অংশ ৩৭ পাতায়**

# নিউইয়র্কে উনবাঙাল আয়োজনে ২১ ফেব্রুয়ারি থেকে ৩ দিনের বইমেলা

**নিউইয়র্কঃ** পৃথিবী জুড়ে বাঙালি, বাঙালির পৃথিবী' - এই স্লোগানকে সামনে রেখে নিউইয়র্কে প্রথম বারের মত তিন দিনব্যাপী অমর একুশে বইমেলা আয়োজনের উদ্যোগ নিয়েছে শিল্প-সাহিত্য চর্চা সংগঠন উনবাঙাল। আগামী ২১, ২২ ও ২৩ ফেব্রুয়ারি যথাক্রমে শুক্র, শনি ও রোববার নিউইয়র্কের জ্যামাইকায় ইলহাম একাডেমিতে। গত ১৭ ফেব্রুয়ারি সোমবার সন্ধ্যায় নিউইয়র্কের জ্যাকসন হাইটসের একটি রেস্টুরেন্টে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে আয়োজকরা জানান, অমুর একুশে বইমেলা হবে বই, লেখক ও পাঠকের সম্মিলন। -**বাকী অংশ ৩৭ পাতায়**

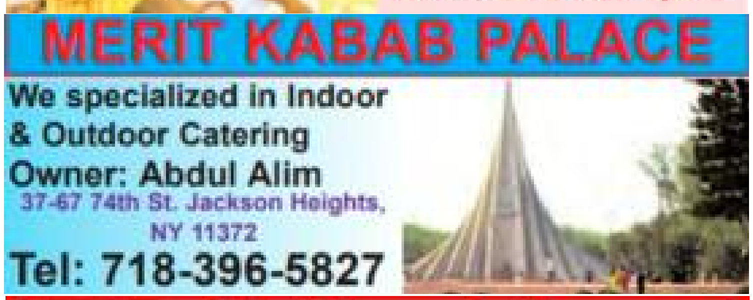

www.jonmobhumi.com

Editor: Ratan Talukder, Published by Jonmobhumi group Inc. 37-39-74 street,Jacktion Height,NY-11372.Tell: 718-380-6712 Cell: 646-327-7964,E-mail: Jonmabhumi@gmail.com